ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩

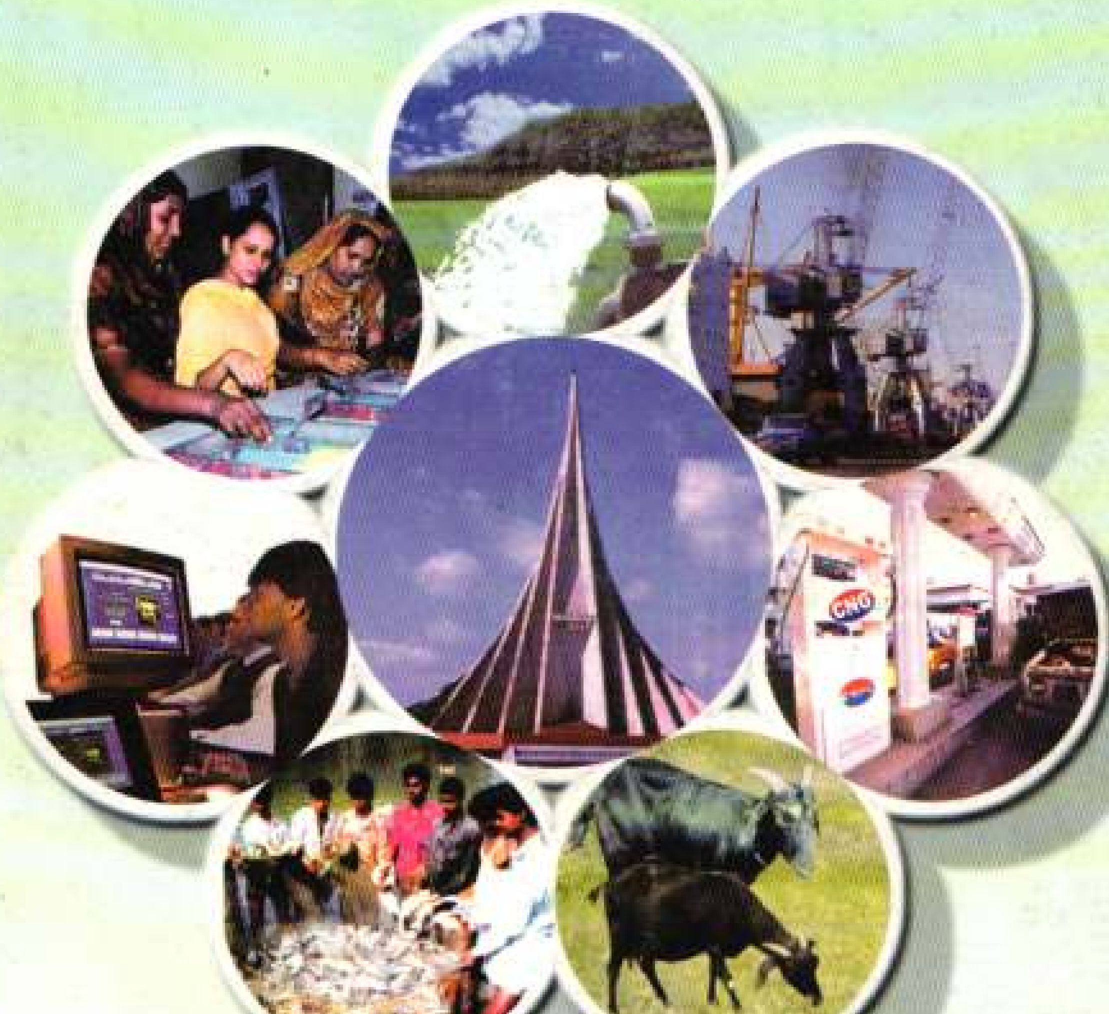

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

২০০২-২০০৩

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এম. সাইফুর রহমান

মন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো দেশের সামগ্রিক আর্থিক মধ্যস্থতাকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ও অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে সচল রাখার মূল প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। ব্যাংকগুলো সংগৃহিত আমানতকে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে রূপান্তর করে অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্বায়নের যুগে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে অতি দ্রুততার সাথে আর্থিক মধ্যস্থতাকরণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই বর্তমান সরকার ব্যাংকিং খাতে সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

ব্যাংকিং খাতের সংস্কার কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার (সংশোধন) ২০০৩, বাংলাদেশ ব্যাংকস (জাতীয়করণ) অর্ডার (সংশোধন) আইন, ২০০৩ ও ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০০৩ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এসব সংশোধিত আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংককে মুদ্রা নীতি প্রণয়ন ও ব্যাংক পরিচালনায় অধিকতর স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদকে অধিকতর দক্ষ, স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি আশা করি এ নতুন আইনগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে একটি কাংখিত আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হবে।

ঋণ খেলাপীর সংস্কৃতি থেকে পরিত্রাণের জন্য যৌক্তিক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের নীতিমালা অনুসরণ করায় এবং সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলশ্রুতিতে খেলাপী ঋণ আদায়ে যথেষ্ট উন্নতি হতে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। ব্যাংক ব্যবস্থায় শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার ডিসেম্বর ২০০১ এ ছিল মোট ঋণ স্থিতির শতকরা ৩১.৪৯ ভাগ যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০০২ এ দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৮.১০ ভাগ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে এ হার উল্লেখিত সময়ে শতকরা ৩৭.০২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৩৩.৭৩ ভাগে দাঁড়ায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত বকেয়া মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ কার্যকর করা হয়েছে। তাছাড়া, খেলাপী ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত "খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত কমিটির" সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের শতকরা ৮ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ৯ ভাগে উন্নীত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সংরক্ষিত তহবিল ও আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ ৪০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার বিধান করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের লোকসানী শাখাসমূহ পর্যায়ক্রমে যৌক্তিকীকরণ ও একীভূত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয় অনুপাত যথেষ্ট উন্নত হয়েছে এবং ২০০২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মোট ২৯৯.২৮ কোটি টাকার মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে প্রচলিত সুদের হার এখনও বেশী। সুদের হার যুক্তিসংগত পর্যায়ে আনয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক রেট শতকরা ৮ ভাগ থেকে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে শতকরা ৬ ভাগ নির্ধারণ করেছে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ডিসেম্বর ২০০২ শেষে অগ্রিমের উপর ভারিত গড় সুদ শতকরা ১৩.০৯ ভাগ আরোপ করেছে, যা প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বেশী। বাজার অর্থনীতির আলোকে ইতোমধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অগ্রিম সুদ হার কিছুটা কমালেও এ হার আরোও কমানোর যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আমি আশা করি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অগ্রিম সুদ হার যুক্তিসংগত পর্যায়ে নির্ধারণ করে উৎপাদনশীল খাতে অধিকতর ঋণ সঞ্চালন করে অর্থনীতিতে আরোও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সুষ্ঠু তহবিল ব্যবস্থাপনা, মুদ্রা বাজার জোরদারকরণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কার্যকরী তারল্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ২ জুলাই ২০০২ থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পুনঃ ক্রয় চুক্তি (REPO) সুবিধা চালু করা হয়। ৩ মে ২০০৩ তারিখ থেকে বিপরীত পুনঃক্রয় (Reverse REPO) ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক ও তার সহযোগী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২৪০ কোটি টাকার ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ফলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মুদ্রা ও ঋণ বাজারে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্থায়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ প্রদান শুরু করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। আমি আশা করি দারিদ্র্য বিমোচন খাতে আরো অধিক ঋণ প্রদান করে তারা দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখবে। এ ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উন্নয়নে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ক্রমান্বয়ে অধিকতর ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে এ উদ্যোগ অধিকতর গতিশীল হবে।

দক্ষ মানব সম্পদ ছাড়া আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়া সম্ভব নয়। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটি কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যুগোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কম্পিউটারায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রেও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, ব্যাংক পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং আর্থিক খাতে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আগামীতে একটি গণমুখী আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এ প্রতিবেদনটির পরিকল্পনা ও উপস্থাপনায় অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

(এম, সাইফুর রহমান)
মন্ত্রী
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৪/০৫/০৩

সূচীপত্র

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী, ২০০২-২০০৩ — পৃষ্ঠা

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা — i

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

- বাংলাদেশ ব্যাংক — ১

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

- সোনালী ব্যাংক — ১৬
- জনতা ব্যাংক — ২২
- অগ্রণী ব্যাংক — ২৭
- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড — ৩৩

স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংক

- পূবালী ব্যাংক লিমিটেড — ৩৭
- উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড — ৪১
- আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড — ৪৬
- ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড — ৫০
- দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড — ৫৪
- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড — ৫৮
- ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড — ৬২
- ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড — ৬৫
- দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড (আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড) — ৬৯
- ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড — ৭২
- ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড — ৭৬
- প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড — ৮০
- সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড — ৮৪
- ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড — ৮৮
- আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড — ৯১
- সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড — ৯৪
- ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড — ৯৭
- মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড — ১০১
- স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড — ১০৫
- ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড — ১০৮
- এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড — ১১১
- বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড — ১১৫
- মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড — ১১৮
- ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড — ১২২
- দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড — ১২৬
- ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড — ১২৯
- দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড — ১৩২
- শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড — ১৩৫
- যমুনা ব্যাংক লিমিটেড — ১৩৮
- ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড — ১৪২

বিদেশী বেসরকারি ব্যাংক

- আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড — ১৪৬
- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক — ১৫০
- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিমিটেড — ১৫৪
- হাবিব ব্যাংক লিমিটেড — ১৫৭
- স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া — ১৬০
- ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ (দি ব্যাংক) — ১৬৪

- ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৬৮
- সিটিব্যাংক এনএ ১৭২
- ওরি ব্যাংক ১৭৬
- দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ১৮০
- শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন ইসি (ইসলামিক ব্যাংকার্স) ১৮৪

বিশেষায়িত ব্যাংক

- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৮৮
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ১৯৩
- বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ১৯৮
- বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ২০২
- বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ২০৬

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

- আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ২১০
- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ২১৪
- গ্রামীণ ব্যাংক ২১৭
- কর্মসংস্থান ব্যাংক ২২১
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ২২৫
- বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ২৩৪
- সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২৩৭
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড ২৪১
- জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড ২৪৪
- বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড ২৪৮
- ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড ২৫২
- দি ইউএই বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২৫৫
- ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড ২৫৮
- বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২৬১
- প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২৬৫
- ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড ২৬৯
- ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ২৭২
- ওমান বাংলাদেশ লীজিং এন্ড ফিন্যান্স লিমিটেড ২৭৫
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড ২৭৯
- উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২৮৩
- ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড ২৮৭
- ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড ২৯০
- পিপলস্ লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ২৯৩
- ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ২৯৭
- ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড ২৯৯
- মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড ৩০২
- ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ৩০৬
- বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড ৩১০
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড ৩১৪
- ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ৩১৮
- ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ৩২১
- ফিডেলিটি এসেটস এন্ড সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড ৩২৪
- প্রিমিয়ার লীজিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ৩২৭
- সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড ৩৩০
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ৩৩৩
- চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ৩৩৬

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির ক্রমবিকাশ ও ধনী দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অব্যাহত স্থিমিতাবস্থার নেতিবাচক ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যেমন-কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, গৃহায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের অর্থায়নসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিককালে সুশৃংখল আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার বহুমুখী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ও এর সাম্প্রতিক তথ্য/উপাত্ত সম্বলিত চার্টচিত্র বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

১। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বাংলাদেশের ৪৯টি তফসিলী ব্যাংকের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৫টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩০টি স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ১০টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৩০টি স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৫টি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। এ ছাড়া, বিদেশী ব্যাংকগুলোর মধ্যে একটি ইসলামী ব্যাংকও রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শেষে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলী ব্যাংকসমূহের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৫৩টি, যার মধ্যে ৩৬৯২টি (মোট ব্যাংক শাখার ৫৯.২৩%) মফস্বলে অবস্থিত। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৪৮২টি, বেসরকারী ব্যাংকের শাখা ১৪১২টি, বিদেশী ব্যাংকের শাখা ৩১টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১৩০৮টি। উল্লিখিত তফসিলী ব্যাংক ছাড়াও দেশে ১টি জাতীয় সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ১টি কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে ব্যাংক শাখার সংখ্যা যৌক্তিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২। দেশের চিরাচরিত ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি বেশ কিছু অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহও দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি খাতে অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২৮টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে লাইসেন্স-প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ৮.৮৬ বিলিয়ন টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত দেশে কার্যরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন খাতে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮.২৪ বিলিয়ন টাকায়। ঋণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও আদায় জোরদারকরণের জন্য ডিসেম্বর ২০০০ থেকে তফসিলী ব্যাংকগুলোর মত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও লীজের শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং-এর নিয়ম বর্তমানেও বলবৎ রয়েছে।

৩। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। উক্ত সময়কালে ব্যাংকসমূহের মোট আমানত (সরকারি আমানতসহ কিন্তু আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ৬৬.১৯ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৭.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯৬.৬৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং মোট ঋণের স্থিতি ৭০.৮২ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০৩.৩৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

৪। দেশের কৃষিখাতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের জন্য সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে ৩৫.৬১ বিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সাময়িক তথ্যানুযায়ী আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৮.৬৮ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ এবং ২১.২৪ বিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়েছে। আলোচ্য সময়কালে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় কৃষি ঋণ বিতরণ শতকরা ২.৯ ভাগ এবং আদায় শতকরা ১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ ও সুসংহতকরণে শিল্পোন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ বিভিন্ন ধরণের শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০২ সময়কালে দেশের শিল্পখাতে ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত মেয়াদি ঋণের পরিমাণ ১৭.৭৭ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৫.৮৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৬.৩৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়কালে এ খাতে মেয়াদি ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৮.৯১ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে ১৬.০৫ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪১.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে শিল্পখাতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল মোট ঋণ স্থিতির শতকরা ৩২.৮ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে ছিল মোট ঋণ স্থিতির শতকরা ৩৬.৬ ভাগ।

৬। দেশের পল্লী অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং ব্র্যাক, আশাসহ বিভিন্ন এনজিওসমূহ ক্ষুদ্র ঋণ (Micro Credit) প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে হাঁস-মুরগী, পশুপালন, গরু মোটাতাজাকরণ, নার্সারী, মৎস্যচাষসহ বিভিন্ন স্বকর্মসংস্থানমূলক ও আয়উৎসারী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে, বর্তমান সময়ে যা আরো ব্যাপক ও গভীরতর হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত) দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯.৪৩ বিলিয়ন টাকায়। এ সকল বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে এবং দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৭। দেশের ব্যাংকিং খাতের চলমান সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার (সংশোধন) ২০০৩, বাংলাদেশ ব্যাংকস (জাতীয়করণ) অর্ডার (সংশোধন) আইন, ২০০৩ ও ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০০৩ জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংককে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও ব্যাংক পরিচালনায় অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদারকরণে প্রবর্তিত CAMEL RATING পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যাপীড়িত ব্যাংকসমূহকে সতর্কীকরণ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ-প্রদান কার্যক্রম সাম্প্রতিককালেও অব্যাহত রয়েছে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গৃহীত আইসিবি প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভবিষ্যৎ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কম্পিউটারায়ন কার্যক্রম শীঘ্রই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

৮। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিগত বছরসমূহের ন্যায় অদ্যাবধি খেলাপী ঋণ একটি 'দুষ্টক্ষত' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। খেলাপী ঋণ সংস্কৃতি দূরীকরণের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক নির্দেশনা অনুযায়ী কোন ঋণ মন্দ / ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর ইতোমধ্যে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং শতকরা ১০০ ভাগ সঞ্চিতি (Provision) সংরক্ষিত আছে, এরূপ

ঋণের হিসাবসমূহ অবিলম্বে অবলোপন করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় ঋণ/অগ্রিম অবলোপন করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ঋণখেলাপী হিসেবেই চিহ্নিত হবে এবং অবলোপিত ঋণ আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া কোন খেলাপী ঋণগ্রহীতার অনুকূলে যাতে কোনরূপ ঋণ সুবিধা প্রদান করা না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৃহদাংক ঋণ মঞ্জুর, নবায়ন/পুনঃতফসিলীকরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো থেকে গ্রাহক সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সরকারের অব্যাহত আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক খেলাপী ঋণের নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলশ্রুতিতে ডিসেম্বর ২০০২ শেষে তফসিলী ব্যাংকসমূহের খেলাপী ঋণের পরিমাণ মোট ঋণস্থিতির শতকরা ২৮.১ ভাগে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল শতকরা ৩১.৫ ভাগ। অর্থঋণ আদালতকে অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে খেলাপী ঋণ আদায় আরো জোরদারকরণের লক্ষ্যে সম্প্রতি অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ পাস করা হয়েছে। খেলাপী ঋণ আদায়ে এ সকল পদক্ষেপ যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৯। ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের নিশ্চয়তা বিধান ও ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে প্রধান নির্বাহী ও উপদেষ্টা নিয়োগের সময় সততা, অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ততার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে পরিবারপ্রথা রহিত করে কোন ব্যাংকে একই পরিবারের একাধিক পরিচালক থাকতে পারবে না- এ মর্মে নীতিমালা জারী করা হয়েছে। এ ছাড়া কোন ব্যাংকে ১৩ জনের অধিক পরিচালক বা কেউ একাদিক্রমে দু'মেয়াদে ৬ বছরের অধিক পরিচালক থাকতে পারবে না। বৃহদাংক ঋণের একক ঝুঁকি হ্রাসকল্পে কোন ব্যাংক এককভাবে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তাদের মূলধনের ৫০ শতাংশের বেশী বৃহদাংক ঋণ অনুমোদন করতে পারবে না। এ ছাড়া বৃহদাংক ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'বৃহদাংক ঋণ পুনর্গঠন স্কীম' প্রবর্তন করা হয়েছে। মূলধনের অপ্রতুলতা নিরসন, ব্যাংকিং খাতের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, গতিশীলতা আনয়ন ও এর ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০০৩ এর মাধ্যমে সকল ব্যাংক কোম্পানির আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল অন্যূন ১ বিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংকসমূহের মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ৮ ভাগের স্থলে শতকরা ৯ ভাগ মূলধন সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উৎপাদনশীল খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার হ্রাস করা হয়েছে। মুদ্রাবাজার জোরদারকরণ এবং পরোক্ষ মুদ্রা ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে উন্নত অর্থনীতির কায়দা ব্যবস্থাপনার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ২০০২ সালের জুলাই মাসে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পুনঃক্রয় চুক্তি (REPO) সুবিধা চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩ মে ২০০৩ তারিখ থেকে বিপরীত পুনঃক্রয় (Reverse REPO) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

১০। বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাবস্থার কারণে সৃষ্ট দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের নিম্নপ্রবৃদ্ধি রোধ করে রপ্তানি কার্যক্রমকে আরো উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে মোট প্রত্যাবাসিত রপ্তানী মূল্যের শতকরা ৪০ ভাগ থেকে শতকরা ৫০ ভাগ, উচ্চতর আমদানি-নির্ভর পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে শতকরা ৭.৫ ভাগ থেকে ১০ ভাগ এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি/প্রসেসিং সেবা রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানীকারকদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা রিটেনশন কোটার সীমা শতকরা ৪০ ভাগ থেকে শতকরা ৫০ ভাগ-এ উন্নীত করা হয়েছে। চামড়াজাত দ্রব্য, হিমায়িত চিংড়ী ও মাছ, শাকসব্জী ও টাটকা ফলমূলসহ কিছু অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে শতকরা ১০-২০ ভাগ নগদ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অব্যাহত নমনীয় বিনিময় হার নীতি অনুসরণ অব্যাহত রেখেছে। অবৈধ পন্থায় অর্থপ্রেরণ প্রতিরোধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ পাস হয়েছে। রেমিটেন্সের অর্থ দ্রুত প্রাপকের হাতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলাসহ ব্যাংকসমূহের কম্পিউটারাইজেশন কার্যক্রম জোরদারকরণের ইতিবাচক ফলশ্রুতিতে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের এপ্রিল শেষে রেমিটেন্সের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৫৩ (সাময়িক) বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৬ মে ২০০৩ তারিখে ১.৯৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

১১। সাম্প্রতিককালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটারায়ন প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ তা দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা যথা- অন-লাইন ব্যাংকিং, এটিএম, মানিগ্রাম, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি চালুকরণের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকদেরকে উন্নত ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। এ ছাড়া, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে ই-ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে Global Village-এর অর্থবাজারের সাথে সংযুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা সার্বিকভাবে আর্থিক খাতের উন্নতির সহায়ক হিসেবেও কাজ করবে।

১২। বর্তমান সরকার নানামুখী সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের আর্থিক খাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চলমান আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়া আরো জোরদারকরণ করা হলে তা দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

(জাকির আহমেদ খান)
সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে আর্থ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত। নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেন ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় দেশের মুদ্রা ও ঋণনীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য যথা : (১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (২) টাকার

ব্যাংক ভবনের বহিঃদৃশ্য

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্যমান স্থিতিশীলকরণ, (৩) মূল্যস্তর যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং (৪) দীর্ঘ মেয়াদে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। গভর্নরসহ ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় দু'টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, রংপুর ও বরিশালে একটি করে শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০১-২০০২ সালের স্থিতিপত্র সংযোজনী-১-এ দেখানো হলো।

মুদ্রা যোগান (Money Supply)

২০০২-২০০৩ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই ২০০২-ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত) সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money, M1) ১৭.৩০ বিলিয়ন টাকা (৭.১৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে ২৫৮.৯১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৬.৪৯ বিলিয়ন টাকা (৭.৩৮%)। আলোচ্য অর্থবছরের এ সময়ে ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money, M2) ৯০.১৯ বিলিয়ন টাকা (৯.১৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭৬.৩৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬২.৩১ বিলিয়ন টাকা (৭.১৫%)। একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ৭.৭৪ বিলিয়ন টাকা (৩.২৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৩.০৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩৩.৫৬ বিলিয়ন টাকা (১৭.৭৩%)। আলোচ্য অর্থবছরে অর্থের গুণক (Money Multiplier) জুন ২০০২ শেষের ৪.১৯০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শেষে ৪.৪২৮-এ দাঁড়ায়। মুদ্রা/আমানত অনুপাত জুন ২০০২ শেষের ০.১৪৬ হতে কিঞ্চিত বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শেষে ০.১৬১-এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.১২৮ হতে হ্রাস পেয়ে ০.১০২-এ দাঁড়ায়।

আলোচ্য অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা ২৩.৫৭ বিলিয়ন টাকা (১৮.৮০%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮.৮৮ বিলিয়ন টাকায়, মেয়াদি আমানত ৭২.৮৯ বিলিয়ন টাকা (৯.৭৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৭.৪৪ বিলিয়ন টাকায়, তলবি আমানত ৬.২৯ বিলিয়ন টাকা (৫.৪১%) হ্রাস পেয়ে ১০৯.৯১ বিলিয়ন টাকায় এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত ০.০৩ বিলিয়ন টাকা (২৭.৯৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ০.১২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা

সারণি-১

মুদ্রা যোগান

(বিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	তলবি আমানত	অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	সংকীর্ণ মুদ্রা এম১	পরিবর্তন	মেয়াদি আমানত	ব্যাপক মুদ্রা এম২	পরিবর্তন
২০০১								
মার্চ	১২০.২১	৯৮.০৯	০.০০	২১৮.৩০	-০.৬৫	৬০৬.৪২	৮২৪.৭২	+১.৮৮
জুন	১১৪.৭৮	১০৮.৬৯	০.০০	২২৩.৪৭	+৫.১৭	৬৪৮.২৭	৮৭১.৭৪	+৪৭.০২
সেপ্টেম্বর	১২১.৪৪	১০১.২৪	০.০০	২২২.৬৮	-০.৭৯	৬৬১.৪৭	৮৮৪.১৫	+১২.৪১
ডিসেম্বর	১২৭.৮৭	১১৪.৫৭	০.০০	২৪২.৪৪	+১৯.৭৬	৭০১.২০	৯৪৩.৬৪	+৫৯.৪৯
২০০২								
মার্চ	১২৯.৭১	১০৪.৬২	০.০০	২৩৪.৩৩	-৮.১১	৬৯৯.৬৬	৯৩৩.৯৯	-৯.৬৫
জুন	১২৫.৩১	১১৬.২১	০.০৯	২৪১.৬১	+৭.২৮	৭৪৪.৫৫	৯৮৬.১৬	+৫২.১৭
সেপ্টেম্বর	১২৮.৩০	১০৭.০০	০.১০	২৩৫.৪০	-৬.২১	৭৮০.৪৭	১০১৫.৮৭	+২৯.৭১
ডিসেম্বর	১৩৩.৯০	১২০.৭০	০.১২	২৫৪.৭২	+১৯.৩২	৮১৪.২৬	১০৬৮.৯৮	+৫৩.১১
২০০৩ ফেব্রুয়ারি	১৪৮.৮৮	১০৯.৯১	০.১২	২৫৮.৯১	+৪.১৯	৮১৭.৪৪	১০৭৬.৩৫	+৭.৩৭

নোট : তলবি ও মেয়াদি আমানতে ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারি আমানত এবং আন্তঃ ব্যাংক লেনদেন অন্তর্ভুক্ত নয়। তলবি আমানতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত অন্তর্ভুক্ত। উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাপক মুদ্রা (এম২) ও এর বিভিন্ন অংশের শতকরা হার

(বিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	ব্যাপক মুদ্রা এম২	ব্যাপক মুদ্রার শতকরা অংশ হিসাবে			
		জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	তলবি আমানত	অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	মেয়াদি আমানত
২০০১					
মার্চ	৮২৪.৭২	১৪.৫৮	১১.৮৯	০.০০	৭৩.৫৩
জুন	৮৭১.৭৪	১৩.১৭	১২.৪৭	০.০০	৭৪.৩৬
সেপ্টেম্বর	৮৮৪.১৫	১৩.৭৩	১১.৪৫	০.০০	৭৪.৮২
ডিসেম্বর	৯৪৩.৬৪	১৩.৫৫	১২.১৪	০.০০	৭৪.৩১
২০০২					
মার্চ	৯৩৩.৯৯	১৩.৮৯	১১.২০	০.০০	৭৩.৯১
জুন	৯৮৬.১৬	১২.৭১	১১.৭৮	০.০১	৭৫.৫০
সেপ্টেম্বর	১০১৫.৮৭	১২.৬৩	১০.৫৩	০.০১	৭৬.৮৩
ডিসেম্বর	১০৬৮.৯৮	১২.৫৩	১১.২৯	০.০১	৭৬.১৭
২০০৩					
ফেব্রুয়ারি	১০৭৬.৩৫	১৩.৮৩	১০.২১	০.০১	৭৫.৯৫

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২১.০৯ বিলিয়ন টাকা (১৮.৩৭%), মেয়াদি আমানত ৪৫.৮২ বিলিয়ন টাকা (৭.০৭%) বৃদ্ধি, তলবি আমানত ৪.৬০ বিলিয়ন টাকা (৪.২৩%) হ্রাস পেয়েছিল। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ, তলবি আমানতের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ এবং মেয়াদি আমানতের পরিমাণ শতকরা ৭৬ ভাগ-এ দাঁড়ায়, যা ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৫ ভাগ, শতকরা ১১ ভাগ এবং শতকরা ৭৪ ভাগ। ১ নম্বর এবং ২ নম্বর সারণিতে অর্থ সরবরাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) পরিবর্তনের কারণ

২০০২-২০০৩ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) বৃদ্ধির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি খাতে যথাক্রমে ১.৯১ বিলিয়ন টাকা, ৪.৮৬ বিলিয়ন টাকা ও ৬৯.৮০ বিলিয়ন টাকা ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বৈদেশিক সম্পদ খাতে (নীট) ৪.১০ বিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য পরিসম্পদ খাতে ৯.৫২ বিলিয়ন টাকা উদ্বৃত্ত থাকায় মুদ্রা যোগানে সম্প্রসারণমূলক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) পরিবর্তনের কারণসমূহের বিশ্লেষণ সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণ

২০০২-২০০৩ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তফসিলী ব্যাংকসমূহের কাছে পাওনা যথাক্রমে ১.৬১ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি, বৈদেশিক সম্পদ খাতে (নীট) ১২.৪০ বিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য পরিসম্পদ খাতে ২০.৩৬ বিলিয়ন টাকা উদ্বৃত্তের কারণে রিজার্ভ মুদ্রায় সম্প্রসারণমূলক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে পাওনা যথাক্রমে ২৬.৪৫ বিলিয়ন টাকা এবং ০.১৭ বিলিয়ন টাকা হ্রাসের কারণে উক্ত সম্প্রসারণমূলক প্রভাব অনেকটা হ্রাস পায়। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণসমূহের বিশ্লেষণ সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক আমানত

২০০২-২০০৩ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ব্যাংকসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ৬৬.২৯ বিলিয়ন টাকা (৭.২০%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ৯৮৬.৬৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে মোট ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ৩৬.০৭ বিলিয়ন টাকা (৪.৪২%) বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এমএ২) ও তার কারণসূচক উপাদানসমূহ

(বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ফেব্রুয়ারি ২০০৩	জুন ২০০২	পরিবর্তন জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০০২-২০০৩	পরিবর্তন জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০০১-২০০২
ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) (ক+খ) বা (১+২)	১০৭৬.৩৫	৯৮৬.১৬	৯০.১৯	৬২.৩১
ক) সংকীর্ণ মুদ্রার যোগান (এম১) (i+ii+iii)	২৫৮.৯১	২৪১.৬১	১৭.৩০	১৬.৪৯
i) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৪৮.৮৮	১২৫.৩১	২৩.৫৭	২১.০৯
ii) তলবি আমানত	১০৯.৯১	১১৬.২১	-৬.৩০	-৪.৬০
iii) বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা	০.১২	০.০৯	০.০৩	০.০০
খ) মেয়াদি আমানত	৮১৭.৪৪	৭৪৪.৫৫	৭২.৮৯	৪৫.৮২
ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ ঃ				
১) ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট বৈদেশিক সম্পদ	১০০.০৪	৯৫.৯৪	৪.১০	৩.৩১
২) ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৯৭৬.৩১	৮৯০.২২	৮৬.০৯	৫৯.০০
অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii+iii)	১০২৬.৩৫	৯৪৯.৭৮	৭৬.৫৭	৬৮.৬৮
i) সরকারি খাত (নীট)	২০৩.৫৫	২০১.৬৪	১.৯১	১৯.৮০
ii) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৭৭.২৯	৭২.৪৩	৪.৮৬	-১.৩০
iii) বেসরকারি খাত	৭৪৫.৫১	৬৭৫.৭১	৬৯.৮০	৫০.১৮
অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)	-৫০.০৪	-৫৯.৫৬	৯.৫২	-৯.৬৮

আলোচ্য সময়ে মোট ব্যাংক আমানতের মধ্যে মেয়াদি আমানত ৭২.৮৯ বিলিয়ন টাকা (৯.৭৯%) বৃদ্ধি এবং সরকারি আমানত ০.২৭ বিলিয়ন টাকা (০.৪৫%) ও তলবি আমানত ৬.২৯ বিলিয়ন টাকা (৫.৪১%) হ্রাস পায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে মেয়াদি আমানত ৪৫.৮২ বিলিয়ন টাকা (৭.০৭%) বৃদ্ধি এবং সরকারি আমানত ৫.০১ বিলিয়ন টাকা (৮.৪৯%) ও তলবি আমানত ৪.৬০ বিলিয়ন টাকা (৪.২৩%) হ্রাস পেয়েছিল। সারণি-৫-এ ব্যাংক আমানতের পরিমাণ দেয়া হয়েছে।

ব্যাংক ঋণ

তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ৭০.৮২ বিলিয়ন টাকা (৯.৬৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে ৮০৩.৩৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৪৮.৪০ বিলিয়ন টাকা (৭.৫০%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৩.৯৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য সময়ে (ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত) মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ ৬৭.২২ বিলিয়ন টাকা (১০.০১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩৮.৯০ বিলিয়ন টাকা এবং সরকারি খাতে তা (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) ৩.৬০ বিলিয়ন টাকা (৫.৯১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪.৪৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণ ৫০.৯০ বিলিয়ন টাকা (৮.৭১%) বৃদ্ধি পেলেও সরকারি খাতে তা ২.৫১ বিলিয়ন টাকা (৪.১১%) হ্রাস পেয়েছিল। সারণি-৬-এ খাতওয়ারি ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ও ঋণ প্রবাহের চিত্র দেখানো হয়েছে।

শহর ও পল্লী এলাকায় আমানত ও আগাম

শহর ও পল্লী এলাকার মধ্যে আমানত সংগ্রহ ও আগাম প্রবাহের ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। আলোচ্য অর্থবছরে পল্লী এলাকায় আমানত সংগ্রহের পরিমাণ এবং আগামের প্রবাহ উভয়ই গত বছরের তুলনায় হ্রাস পায়। ১৯৯৩ সালের জুন শেষে মোট আমানতে পল্লী আমানতের অংশ ছিল শতকরা ২১.৭৬ ভাগ যা বিভিন্ন সময়ে উঠানামা করে ২০০২ সালের জুন শেষে শতকরা ১৯.০৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, উক্ত সময়ে মোট আগামে পল্লীর অংশ শতকরা ১৯.০৩ ভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে উঠানামার

মাধ্যমে শতকরা ১৩.০২ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। সারণি-৭-এ সন্নিবেশিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, পল্লী এলাকায় সংগৃহীত আমানতের চেয়ে সেখানে প্রদত্ত আগামের হার বরাবরই উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এতে পল্লী এলাকায় সংগৃহীত আমানত শহর এলাকায় স্থানান্তরের প্রতিফলন দেখা যায়।

উল্লেখ্য, বেশ কিছু সংখ্যক উপজেলা সদরকে পৌরসভায় উন্নীত করার ফলে অধিকতর এলাকা শহরাঞ্চলের আওতায় আসায় বিগত কয়েক বছরে পল্লী আমানত ও আগাম উভয়ের হার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায়।

নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

১ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখ থেকে তফসিলী ব্যাংক সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ জমার হার (Cash Reserve Requirement-CRR) তাদের মোট দায় (তলবি ও মেয়াদি আমানত)-এর শতকরা ৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৪ ভাগে নির্ধারিত হয়েছিল যা আলোচ্য সময়েও বলবৎ রয়েছে ।

তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত তফসিলী ব্যাংকগুলোর তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার (Statutory Liquidity Requirement-SLR) তাদের মোট দায় (তলবি ও মেয়াদি আমানত)-এর ২০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল আরাফাহ্ ইসলামি ব্যাংক লিঃ, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ, শাহজালাল ব্যাংক লিঃ এবং শামিল ব্যাংক বাহরাইন ইসি কর্তৃক আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায়ের ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে, বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের দায় হতে প্রদত্ত অব্যাহতি আলোচ্য সময়েও বলবৎ রয়েছে।

ব্যাংক রেট

২৪ অক্টোবর ২০০১ তারিখে ব্যাংক রেট শতকরা ৭ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৬ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা আলোচ্য

সারণি-৪

রিজার্ভ মুদ্রা ও তার কারণসূচক উপাদানসমূহ

(বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ফেব্রুয়ারি ২০০৩	জুন ২০০২	পরিবর্তন	
			জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০০২-২০০৩	জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০০১-২০০২
রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ+গ) বা (১+২)	২৪৩.০৮	২৩৫.৩৪	৭.৭৪	৩৩.৫৬
ক) ইস্যুকৃত মুদ্রা	২০৩.৪০	১৯২.১৫	১১.২৫	৩৭.৬০
জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৪৮.৮৮	১২৫.৩১	২৩.৫৭	২১.০৯
ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে জমা	৫৪.৫২	৬৬.৮৪	-১২.৩২	১৬.৫১
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকসমূহের নগদ জমা	৩৯.৫৬	৪৩.১০	-৩.৫৪	-৪.০৪
গ) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা	০.১২	০.০৯	০.০৩	০.০০
রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ ঃ				
১) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৮৮.৩০	৭৫.৯০	১২.৪০	৬.২৪
২) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৫৪.৭৮	১৫৯.৪৩	-৪.৬৫	২৭.৩২
অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii+iii)	১৫৪.৮৬	১৭৯.৮১	-২৫.০১	২৬.৯১
i) সরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণ (নীট) *	৯৪.৭৯	১২১.২৪	-২৬.৪৫	১৭.৮২
ii) তফসিলী ব্যাংকসমূহের কাছে পাওনা	৪৮.৯০	৪৭.২৯	১.৬১	৯.১৪
iii) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে পাওনা	১১.১৭	১১.৩৪	-০.১৭	-০.০৫
অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)	-০.০৮	-২০.৪৪	২০.৩৬	০.৪১

* রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ

ব্যাংক আমানত

(বিলিয়ন টাকায়)

মাস	মোট আমানত*	মোট আমানতের পরিবর্তন	মোট আমানতের শতকরা অংশ হিসাবে			
			তলবি আমানত	মেয়াদি আমানত	সরকারি আমানত	নিয়ন্ত্রিত আমানত
২০০১						
মার্চ	৭৬১.৬২	-৪.৭৬	১২.৮৮	৭৯.৬২	৭.৪২	০.০৮
জুন	৮১৬.৫৩	+৫৪.৯১	১৩.৩১	৭৯.৩৯	৭.২৪	০.০৬
সেপ্টেম্বর	৮২০.৩৯	+৩.৮৬	১২.৩৪	৮০.৬৩	৬.৯৮	০.০৫
ডিসেম্বর	৮৭০.৯৩	+৫০.৫৪	১৩.১৬	৮০.৫১	৬.২৯	০.০৪
২০০২						
মার্চ	৮৫৯.৯৭	-১০.৯৬	১২.১৭	৮১.৩৬	৬.৪৪	০.০৪
জুন	৯২০.৩৬	+৬০.৩৯	১২.৬৩	৮০.৯০	৬.৪৪	০.০৩
সেপ্টেম্বর	৯৪৪.০৬	+২৩.৭০	১১.৩৩	৮২.৬৭	৫.৯৭	০.০৩
ডিসেম্বর	৯৯৬.৭৫	+৫২.৬৯	১২.১১	৮১.৬৯	৬.১৭	০.০৩
২০০৩						
ফেব্রুয়ারি	৯৮৬.৬৫	-১০.১০	১১.১৪	৮২.৮৫	৫.৯৮	০.০৩

* নিয়ন্ত্রিত আমানত (Restricted Deposit) সহ এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে।
উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বছরেও অপরিবর্তিত থাকে। ব্যাংক ঋণে উচ্চ মাত্রার প্রকৃত সুদের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যাংক রেট হ্রাস করা হয়।

ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতি বিষয়ক বিধি-নির্দেশনায় পরিবর্তন

২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের নিশ্চয়তা বিধান এবং ব্যাংকের আর্থিক ভিত সুদৃঢ়করণ ও আমানতকারীদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রধান নির্বাহী ও উপদেষ্টা নিয়োগে ব্যাংকসমূহের জন্য নিম্নরূপ বিধান জারি করা হয়।

ক) প্রধান নির্বাহী/উপদেষ্টা নিযুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চারিত্রিক সংহতি, অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ততা এবং স্বচ্ছতা ও আর্থিক সংহতির উপর গুরুত্বারোপ।

খ) প্রধান নির্বাহী ও উপদেষ্টা নিযুক্তির পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমোদন গ্রহণ।

গ) প্রধান নির্বাহী ও উপদেষ্টা নিযুক্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং নিযুক্ত প্রধান নির্বাহী বা উপদেষ্টাকে তার পদ হতে বরখাস্ত, অব্যাহতি বা অপসারণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ।

(২) ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এ বর্ণিত বিধানের আলোকে যথাযথ মূলধন পর্যাপ্ততা, শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ ও অন্যান্য কতিপয় শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি ব্যতিরেকে ব্যাংকসমূহ লভ্যাংশ (Dividend) ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৩) আলোচ্য সময়ে ব্যাংকসমূহকে তাদের মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ৮ ভাগের স্থলে শতকরা ৯ ভাগ হারে মূলধন সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, স্থায়ী মূলধন (Core Capital)-এর পরিমাণ ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ৪.৫ ভাগের নিম্নে হবে না। ব্যাংকসমূহকে ৩০ জুন ২০০৩ তারিখের মধ্যে সংশোধিত হার অনুযায়ী মূলধন সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়।

(৪) বৃহদাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বৃহদাংক ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের জন্য

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৃহদাংক ঋণ পুনর্গঠন স্কীম বা Large Loan Restructuring Scheme (LLRS) নামে একটি স্কীম প্রবর্তন করা হয়। ঋণ পুনঃতফসিলীকরণে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং ঋণ পুনর্গঠনে অর্থায়নকারী সকল ব্যাংককে সম্পৃক্ত করাই এ স্কীমের লক্ষ্য। কনসোর্টিয়াম বা কনসোর্টিয়াম বহির্ভূত ব্যবস্থায় একাধিক ব্যাংক হতে গৃহীত ৫০ কোটি বা তদূর্ধ সকল ঋণের পুনঃতফসিলীকরণে বা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এ স্কীম প্রযোজ্য হবে। বৃহদাংক ঋণ পুনর্গঠন স্কীম বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী কমিটি ও আন্তঃব্যাংক কমিটি নামে দু'স্তর বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হবে। এ স্কীমে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটি একটি স্ব-ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংগঠন হিসেবে বৃহদাংক ঋণ পুনর্গঠন ও পুনঃতফসিলীকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা ও বিধি বিধান প্রণয়ন এবং এর অধীনে পরিচালিত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। অর্থায়নকারী ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীদের নিয়ে আন্তঃব্যাংক কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও পুনর্গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা অনুমোদন করবে। বৃহদাংক ঋণ পুনর্গঠন স্কীম (LLRS) ব্যাংকসমূহের জন্য একটি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক অ-বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যা Debtor-Creditor Agreement (DCA) এবং Inter-Creditor Agreement (ICA)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য হবে।

(৫) বিদ্যমান ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ব্যবস্থায় খেলাপি ঋণ আদায়ে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের বিষয়ে ইতোপূর্বে জারীকৃত নির্দেশনা বাতিলপূর্বক ব্যাংকসমূহের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা জারী করা হয় ঃ

(ক) মেয়াদি ঋণ প্রথমবার পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন শতকরা ১৫ ভাগ অথবা মোট বকেয়ার শতকরা ১০ ভাগ এ দু'য়ের মধ্যে যা কম এবং দ্বিতীয়বার পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন শতকরা ৩০ ভাগ অথবা মোট বকেয়ার শতকরা ২০ ভাগ এ দু'য়ের মধ্যে যা কম তা নগদে পরিশোধের পর পুনঃতফসিলীকরণের আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে। দু'বারের অধিক পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন শতকরা ৫০ ভাগ অথবা মোট বকেয়ার শতকরা ৩০ ভাগ এ দু'য়ের মধ্যে যা কম তা নগদে পরিশোধের পর পুনঃতফসিলীকরণের

সারণি-৬

ব্যাংক ঋণ

(বিলিয়ন টাকায়)

মাস/বছর	ব্যাংক ঋণ *			মোট ব্যাংক ঋণের পরিবর্তন
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট	
২০০১				
মার্চ	৫২.৬৮	৫৫৩.১২	৬০৫.৮০	+১৭.৮৬
জুন	৬০.৯৩	৫৮৪.৬০	৬৪৫.৫৩	+৩৯.৭৩
সেপ্টেম্বর	৬০.৯৩	৫৯৮.০২	৬৫৮.৯৫	+১৩.৪২
ডিসেম্বর	৬০.৩১	৬২৫.১০	৬৮৫.৪১	+২৬.৪৬
২০০২				
মার্চ	৫৪.৭৩	৬৫০.৬৩	৭০৫.৩৬	+১৯.৯৫
জুন	৬০.৮৭	৬৭১.৬৮	৭৩২.৫৫	+২৭.১৯
সেপ্টেম্বর	৬০.৯৫	৬৮৩.৫০	৭৪৪.৪৫	+১১.৯০
ডিসেম্বর	৬৮.১৩	৭৩৪.২৭	৮০২.৪০	+৫৭.৯৫
২০০৩				
ফেব্রুয়ারি	৬৪.৪৭	৭৩৮.৯০	৮০৩.৩৭	+০.৯৭

* বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পল্লী ও শহর এলাকায় ব্যাংক আমানত ও আগামের শতকরা হার

বছর (জুন শেষের অবস্থা)	আমানতের শতকরা হার		আগামের শতকরা হার	
	পল্লী	শহর	পল্লী	শহর
১৯৯৩	২১.৭৬	৭৮.২৪	১৯.০৩	৮০.৯৭
১৯৯৪	২২.১১	৭৭.৮৯	১৯.৮৬	৮০.১৪
১৯৯৫	২১.৯৭	৭৮.০৩	১৯.৭১	৮০.২৯
১৯৯৬	২২.৭০	৭৭.৩০	১৯.৭০	৮০.৩০
১৯৯৭	২২.৬৮	৭৭.৩২	১৮.৬৪	৮১.৩৬
১৯৯৮	২২.৮৮	৭৭.১২	১৬.৯৩	৮৩.০৭
১৯৯৯	২২.৭৮	৭৭.২২	১৭.৩২	৮২.৬৮
২০০০	২২.৬২	৭৭.৩৮	১৬.৮৭	৮৩.১৩
২০০১	১৯.৬২	৮০.৩৮	১৪.১৩	৮৫.৮৭
২০০২	১৯.০৮	৮০.৯২	১৩.০২	৮৬.০৮

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে।

(খ) তলবি ও চলমান ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্টের হার ঋণের পরিমাণ ভেদে নিম্নরূপ হবে।

তলবি বা চলমান ঋণ মেয়াদি ঋণে পুনর্গঠন/রূপান্তরপূর্বক পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে মেয়াদি ঋণ দ্বিতীয়বার বা দু'য়ের অধিকবার পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। পুনঃতফসিলী সুবিধা গ্রহণকারী ঋণ গ্রহীতা পুনঃতফসিলীকরণের তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে অথবা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত (দু'টির মধ্যে যেটি আগে হবে) বিদ্যমান ঋণ সুবিধার অতিরিক্ত নতুন কোন ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না।

(৬) ব্যাংকের স্থিতিপত্রের আকার অনাবশ্যক ও কৃত্রিমভাবে স্ফীতি রোধ করার লক্ষ্যে আলোচ্য সময়ে ঋণ অবলোপনের (Write off) বিষয়ে নির্দেশনা জারী করা হয়। এ নির্দেশনা অনুযায়ী

মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ	ডাউন পেমেন্টের হার
১ কোটি টাকা পর্যন্ত	শতকরা ১৫ ভাগ
১ কোটি টাকার উর্ধ্ব হতে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত	শতকরা ১০ ভাগ (তবে ১৫ লক্ষ টাকার কম নয়)
৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে	শতকরা ৫ ভাগ (তবে ৫০ লক্ষ টাকার কম নয়)

মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণ ও অগ্রিম ব্যাংকসমূহ যে কোন সময় অবলোপন করতে পারবে। মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর ইতোমধ্যে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং শতকরা ১০০ ভাগ প্রভিশন সংরক্ষিত আছে এরূপ ঋণের হিসাবসমূহ অবিলম্বে অবলোপন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় কালানুক্রমিকভাবে অধিকতর পুরনো মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আগে অবলোপনের জন্য বিবেচিত হবে। খেলাপি ঋণ গ্রহীতার ঋণ/অগ্রিম অবলোপন করা হলেও সংশিষ্ট ঋণগ্রহীতা যথানিয়মে খেলাপি ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবে। অবলোপিত ঋণ আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(৭) আলোচ্য বছরে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যাংক কোম্পানীর কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনসহ পরিচালক পর্ষদের সার্বিক পরিবীক্ষণ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনের ব্যাপারে পর্ষদের অডিট কমিটি সার্বিক সহায়তা করবে। কমিটির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আর্থিক ঝুঁকি, নিরীক্ষা পদ্ধতি, বিদ্যমান আইন ও নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত বিধি বিধানের আওতায় প্রতিষ্ঠানের

কৃষিঋণ কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকায়)

অর্থবছর	কর্মসূচী *	প্রকৃত বিতরণ	আদায়	বকেয়া	মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ
২০০১-২০০২ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)	৩৩.২৭	১৮.১৫	১৮.৮৬	১১৪.২৮	৬৮.৭৪
২০০২-২০০৩ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)	৩৫.৬১	১৮.৬৮	২১.২৪	১১৪.৪১	৬৭.২৫

* = বাৎসরিক কর্মসূচী।

কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তার পরিবীক্ষণ এবং স্বীয় ব্যবসা বিধি পুনঃবীক্ষণ/পর্যালোচনা করবে।

(৮) ঋণ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা রোধ এবং ঐরূপ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণ করা থেকে ব্যাংকসমূহকে বিরত রাখতে বৃহদাঙ্ক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয় :

ক) বৃহদাঙ্ক ঋণের একক ঝুঁকি নিরসনকল্পে কোন ব্যাংক এককভাবে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তাদের মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক বৃহদাঙ্ক ঋণ অনুমোদন করবে না। অনুমোদিত বৃহদাঙ্ক ঋণে প্রত্যক্ষ (Funded) ঋণের পরিমাণ ব্যাংকের মূলধনের শতকরা ৩০ ভাগের বেশি হবে না।

(খ) ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে প্রদত্ত মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক অঙ্কের ঋণসমূহ অন্য ব্যাংকের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিয়ে মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগের মধ্যে নামিয়ে আনতে ব্যাংক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। চলতি ঋণ ও মেয়াদি ঋণ যথাক্রমে ৩১-১২-২০০৩ এবং ৩১-১২-২০০৪ এর মধ্যে মূলধনের শতকরা ৫০ ভাগে নামিয়ে আনতে হবে। তবে, সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না।

(৯) চামড়াজাত জুতা ও পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণের সুদ হারের বিদ্যমান পরিসীমা বার্ষিক শতকরা ৮-১০ ভাগ থেকে সংশোধনপূর্বক আলোচ্য সময়ে শতকরা ৭ ভাগে নির্ধারণ করা হয়।

(১০) আলোচ্য সময়ে চাল ও গম আমদানির ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যূন শতকরা ২৫ ভাগ নগদ মার্জিন গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

(১১) বিয়ারার সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট সমূহের মেয়াদ পূর্তির পর আর নবায়ন করা হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১২) আলোচ্য বছর মুদ্রা বাজার জোরদারকরণ এবং

সারণি-৯

বিকেবি ও রাকাবকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বিকেবি	রাকাব	মোট
১৯৯৫/৯৬	৭.৪২	৭.৫৩	১৪.৯৫
১৯৯৬/৯৭	৮.২৮	১৪.৩৮	২২.৬৬
১৯৯৭/৯৮	৮.৬৬	১৪.৯৭	২৩.৬৩
১৯৯৮/৯৯	১৩.৮৯	২৩.৩২	৩৭.২১
১৯৯৯/২০০০	২৫.৭৭	৩১.১১	৫৬.৮৮
২০০০/০১	১৬.৩৭	৩৫.১৪	৫১.৫১
২০০১/০২	২১.৪৯*	৪৩.১৯	৬৪.৬৮*

* পুনর্ভরণ বাবদ দাবিকৃত অর্থের যথার্থতা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচাই সম্পন্ন না হওয়ার কারণে দাবির অর্থ পরিশোধ এখনও সম্ভব হয়নি।

পরোক্ষ মুদ্রা ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃক্রয় চুক্তি (Repo) সুবিধা প্রদান করা হয়। পুনঃক্রয় চুক্তির অধীনে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ধারণকৃত ট্রেজারি বিলসমূহ ব্যবহার করে স্বল্প মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে যা তাদের তহবিল ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

(১৩) আলোচ্য সময়ে ৪টি সঞ্চয় স্কীম (৮ বৎসর মেয়াদি প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, ৫ বৎসর মেয়াদি পরিবার সঞ্চয়পত্র, ৫ বৎসর মেয়াদি ৬-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র এবং ৩ বৎসর মেয়াদি জামানত সঞ্চয়পত্র) প্রত্যাহার/বিলুপ্ত করা হয় এবং অপর দু'টি সঞ্চয় স্কীমের (৩ বৎসর মেয়াদি ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র এবং ৫ বৎসর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র) বিনিয়োগের শর্তাবলী আংশিক সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১৪) ব্যাংকসমূহের নতুন শাখা স্থাপন ও শাখা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি গ্রহণের বিদ্যমান নীতিমালা দেশীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে শিথিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বছর শুরু হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বার্ষিক পরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক নির্ধারিত সংখ্যক শাখা খোলার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করবে। নীতিগত অনুমোদন প্রদানকালে শহর ও পল্লী শাখার সংখ্যা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে নতুন শাখার সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্ত যে সকল শাখার জন্য সংশিষ্ট বছর শেষ হওয়ার ১ (এক) মাস পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমতি পত্র গ্রহণ করা হবে না সে সকল শাখা খোলার নীতিগত অনুমোদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, অনুমতি প্রাপ্ত শাখা একই বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে খুলতে ব্যর্থ হলে উক্ত অনুমতি পত্রও বাতিল হয়ে যাবে। কোন শাখা পল্লী এলাকায় একই ইউনিয়নের মধ্যে অন্য কোন স্থানে অথবা শহর এলাকার সংশিষ্ট সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভার মধ্যে অন্যত্র স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হবে না। তবে, পল্লী এলাকার কোন শাখা একই ইউনিয়ন হতে অন্য ইউনিয়নে এবং শহর এলাকার সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভার বাহিরে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট ছকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পূর্বানুমোদনের জন্য আবেদন করতে হবে।

(১৫) ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এর মাধ্যমে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ২৭(৩) ধারা বিলোপকরতঃ বৃহদাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা রহিত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পূর্বে জারীকৃত সকল সার্কুলার বাতিলপূর্বক বৃহদাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নততর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং ঋণের কেন্দ্রীভূতকরণ রোধকল্পে নিম্নোক্ত নীতিমালা (Prudential Guidelines) অনুসরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(ক) কোন ব্যাংক কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভুক্ত সংস্থাকে উক্ত ব্যাংকের মোট মূলধনের ১৫% বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মঞ্জুরীকৃত ঋণ বৃহদাংক ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের

নীট শ্রেণীকৃত ঋণের হার	মোট ঋণ ও অগ্রিমের সাথে বৃহদাংক ঋণের সর্বোচ্চ নির্ধারিত হার
৫%	৫৬%
৫%-এর বেশি কিন্তু ১০% পর্যন্ত	৫২%
১০%-এর বেশি কিন্তু ১৫% পর্যন্ত	৪৮%
১৫%-এর বেশি কিন্তু ২০% পর্যন্ত	৪৪%
২০%-এর বেশি	৪০%

মার্কিন ডলারের সংগে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	গড় বিনিময় হার
১৯৯২/৯৩	৩৯.১৪
১৯৯৩/৯৪	৪০.০০
১৯৯৪/৯৫	৪০.২০
১৯৯৫/৯৬	৪০.৮৪
১৯৯৬/৯৭	৪২.৭০
১৯৯৭/৯৮	৪৫.৪৬
১৯৯৮/৯৯	৪৮.০৬
১৯৯৯/০০	৫০.৩১
২০০০/০১	৫৩.৯৬
২০০১/০২	৫৭.৪৩
২০০২/০৩ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	৫৭.৯০

ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সীমা অনুযায়ী বৃহদাংক ঋণ মঞ্জুরীর নির্দেশনা দেয়া হয়।

বৃহদাংক ঋণের সর্বোচ্চ হার নিরুপণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রদত্ত বৃহদাংক ঋণসমূহের অন্তর্ভূক্ত ঋণপত্র ও গ্যারান্টিসহ সব ধরণের পরোক্ষ ঋণ সুবিধার ৫০ শতাংশ ঋণ সমতুল্য (Credit equivalent) হিসাবে গণ্য হবে।

(খ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে কোন ব্যাংক কোম্পানী তার মোট মূলধনের ২৫%-এর বেশি প্রত্যক্ষ ঋণ সুবিধা (Funded facilities) প্রদান করতে পারবে না। তবে, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন ব্যাংক কর্তৃক তার মোট মূলধনের ২৫%-এর অতিরিক্ত পরোক্ষ সুবিধা (Non-funded facilities) যেমন ঋণপত্র, গ্যারান্টি ইত্যাদি প্রদান করা যাবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঋণ সুবিধার মোট পরিমাণ কোনক্রমে ব্যাংকের মোট মূলধনের ৫০%-এর অধিক হবে না। সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হবে না। যে সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর পাবলিক ইস্যুর পরিমাণ ৫০ শতাংশ বা ততোধিক সে সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(গ) কোন খেলাপি ঋণগ্রহীতার অনুকূলে যাতে কোনরূপ ঋণ সুবিধা প্রদান করা না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃহদাংক ঋণ মঞ্জুর, নবায়ন বা পুনঃ তফসিলীকরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো হতে গ্রাহক সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। বৃহদাংক ঋণ মঞ্জুর বা নবায়নের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Lending Risk Analysis-LRA) অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

(ঘ) ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনু-মোদনক্রমে প্রদত্ত উপরোলিখিত ঋণ সীমার অধিক অংকের ঋণসমূহ প্রয়োজনবোধে অন্য ব্যাংকের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাংক নির্ধারিত সীমার মধ্যে নামিয়ে আনতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। চলতি ঋণ ও মেয়াদি ঋণ যথাক্রমে ৩০ জুন ২০০৪ এবং ৩০ জুন ২০০৫-এর মধ্যে নির্ধারিত ঋণ সীমায় নামিয়ে আনার নির্দেশ দেয়া হয়।

(১৬) ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১১ নং আইন)-এর মাধ্যমে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ১৩ ধারা সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল অন্যূন ১০০ (একশত) কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়। মূলধনের অপ্রতুলতা নিরসন,

ব্যাংকিং খাতের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, উক্ত খাতে গতিশীলতা আনয়ন ও ব্যাংকিং খাতের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ন্যূনতম আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের ঘাটতি পরিপূরণ অনুসরণের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেয়া হয় :

ক) মূলধন ঘাটতির অন্যূন ৫০% উক্ত আইন জারীর তারিখ হতে ১ (এক) বছরের মধ্যে পূরণ করতে হবে।

খ) মূলধন ঘাটতির অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী ১ (এক) বছরের মধ্যে পূরণ করতে হবে।

গ) আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহের জন্য ব্যাংকগুলোকে করোত্তর মুনাফা অবন্টিত রেখে রিজার্ভ বৃদ্ধি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইপিও বা রাইট শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল ঘাটতি পরিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য একাধিক ব্যাংকের একীভূত হওয়ার সম্ভাব্যতার বিষয়টিও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

ঙ) মূলধন ঘাটতি থাকা অবস্থায় ব্যাংকগুলো নগদে লভ্যাংশ প্রদান করতে পারবে না।

চ) বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে করত্তোর মুনাফা প্রত্যাবাসন না করে অথবা বিদেশ থেকে অতিরিক্ত মূলধন আনয়নের মাধ্যমে উপরে নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে মূলধন ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কৃষি ঋণ

কৃষি ও পল্লী খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে ঋণদানকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৩৫.৬১ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত ১৮.৬৮ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৫২.৪৬ ভাগ। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে এ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৩.২৭ বিলিয়ন টাকা এবং ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত প্রকৃত বিতরণ ছিল ১৮.১৫ বিলিয়ন টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৫৪.৫৫ ভাগ। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত কৃষিখাতে বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৪.৪১ বিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ৬৭.২৫ বিলিয়ন টাকা। সারণি-৮-এ কৃষিঋণ কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র দেয়া হলো।

কৃষি ঋণের বিপরীতে সুদ রেয়াত

দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি ও রাকাব) এবং তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক (সোনালী, জনতা ও অগ্রণী) কর্তৃক নিয়মিত ও যথাসময়ে ঋণ পরিশোধকারী কৃষিঋণ গ্রহীতাদেরকে

সারণি-১১

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

(বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

অর্থবছর	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
১৯৯৩/৯৪	২.৭৭
১৯৯৪/৯৫	৩.০৭
১৯৯৫/৯৬	২.০৪
১৯৯৬/৯৭	১.৭২
১১৯৭/৯৮	১.৭৪
১৯৯৮/৯৯	১.৫২
১৯৯৯/০০	১.৬০
২০০০/০১	১.৩১
২০০১/০২	১.৫৮
২০০২/০৩ (৬ মে ২০০৩ পর্যন্ত)	১.৯৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের বছরওয়ারি পরিমাণ

(বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

অর্থবছর	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ
১৯৯২-৯৩	০.৯৪
১৯৯৩-৯৪	১.০৯
১৯৯৪-৯৫	১.২০
১৯৯৫-৯৬	১.২২
১৯৯৬-৯৭	১.৪৮
১৯৯৭-৯৮	১.৫৩
১৯৯৮-৯৯	১.৭১
১৯৯৯-০০	১.৯৫
২০০০-০১	১.৮৮
২০০১-০২	২.৫০
২০০২-০৩[সা] (জুলাই-এপ্রিল)	২.৫৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। সা = সাময়িক।

শতকরা ২ ভাগ হারে সুদ রেয়াত দানের যে কর্মসূচী অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে জুলাই ১৯৯৫ থেকে সূচিত হয় তা আলোচ্য অর্থবছরেও অব্যাহত থাকে। বিকেবি ও রাকাব কর্তৃক অনুরূপ রেয়াত প্রদানকৃত মোট সুদের শতকরা ৫০ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনর্ভরণ করা হয়, বাকী শতকরা ৫০ ভাগ উল্লিখিত ব্যাংক দু'টিই বহন করে। তবে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যাংক তিনটির অনুরূপ সুদ রেয়াতের পুরো অর্থই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর নিজস্ব তহবিল থেকে সংস্থান করা হয়। উল্লিখিত সুদ রেয়াত বাবদ ১৯৯৫/৯৬ থেকে বিকেবি ও রাকাবকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ সারণি-৯-এ দেয়া হল।

দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব-স্ব বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচীতে স্বকর্মসংস্থান ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী যথাযথ গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। কৃষি ও পল্লী ঋণ খাতে এসব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার অন্যূন শতকরা ২৫ ভাগ উল্লিখিত দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীর জন্য নির্ধারিত রাখতে হয়। আলোচ্য অর্থবছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত ঋণদানকারী ব্যাংকগুলো বর্ণিত দারিদ্র্য দূরীকরণ খাতে ৪.৪৩ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বিগত এক দশকের উর্ধ্বে বাংলাদেশ নমনীয় মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। বাংলাদেশ টাকার বিনিময় হারকে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার জন্য বাণিজ্য-ভারীত প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) বিবেচনায় রেখে টাকার বিনিময় হার পরিবর্তন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশ টাকা দু'বারে ১০.৫ ভাগ অবমূল্যায়ন করা হয়। ফলে, জুন ২০০১ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১ ডলার = ৫৭.০০ টাকা (মধ্যমান)। সর্বশেষ ৬ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ১.৫৫ ভাগ অবমূল্যায়ন পূর্বক ৫৭.৪০-৫৮.৪০-এর ব্যান্ডে পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। সারণি-১০-এ মার্কিন ডলারের সাথে টাকার গড় বিনিময় হার দেখানো হলো।

২০০২-২০০৩ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিধি ব্যবস্থাদিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ :

(১) বৈদেশিক মুদ্রার ফরওয়ার্ড বিক্রয়ের বিপরীতে স্বীয় এক্সচেঞ্জ পজিশন আবৃত করার জন্য স্পট বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় সম্বলিত লেনদেনে বিরত থেকে ফরওয়ার্ড ক্রয়ের বিপরীতে কেবল ফরওয়ার্ড বিক্রয় সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত ডিলারদের নির্দেশ দেয়া হয়।

(২) দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি কার্যক্রমকে আরও

উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মোট প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের শতকরা ৪০ ভাগ হতে শতকরা ৫০ ভাগ, উচ্চতর আমদানি নির্ভর পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শতকরা ৭.৫ ভাগ হতে শতকরা ১০ ভাগ এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি/প্রসেসিং সেবা রপ্তানির বিপরীতে রিটেনশন কোটার সীমা শতকরা ৪০ ভাগ হতে শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে।

(৩) বিদেশ হতে বাংলাদেশে আগমনকালে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা ব্যতিরেকে সংগে আনয়নযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ মার্কিন ডলার ৫০০০ বা সমতূল্য অন্য বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে মার্কিন ডলার ৩০০০ বা সমতূল্য অন্য বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্ব ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা পরবর্তীতে বাংলাদেশ ত্যাগ কালে সংগে বহনের পরিমাণও একইভাবে মার্কিন ডলার ৩০০০ বা সমতূল্য অন্য বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

(৪) চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানির বিপরীতে প্রযোজ্য নগদ সহায়তার হার শতকরা ১০ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ১৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এছাড়া হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ ভোক্তা পর্যায়ে ছোট প্যাকে রপ্তানির ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ, শাকসব্জি ও এগ্রোপ্রসেসিং পণ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ ভাগ, টাটকা ফলমূলের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ এবং সম্পূর্ণ দেশীয় উপকরণ হতে প্রস্তুতকৃত হাড়ের গুড়ার ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ ভাগ নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, বাই-সাইকেল রপ্তানির বেলায় ন্যূনতম শতকরা ৪০ ভাগ দেশীয় মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে রপ্তানি আয়ের বিপরীতে শতকরা ১৫ ভাগ এবং হুগলা, খড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে হাতে তৈরি রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে দেশে উৎপাদিত কাঁচামাল শতকরা ৮০ ভাগের উর্ধ্বে ব্যবহৃত হলে রপ্তানি আয়ের বিপরীতে শতকরা ১৫ ভাগ ও দেশে উৎপাদিত কাঁচামাল শতকরা ৫০ ভাগের উর্ধ্বে ব্যবহৃত হলে রপ্তানি

সংযোজনী-১

৩০ জুন ২০০২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতিপত্র

ইস্যু বিভাগ

(বিলিয়ন টাকায়)

দায়	৩০ জুন ২০০২	৩০ জুন ২০০১	সম্পদ	৩০ জুন ২০০২	৩০ জুন ২০০১
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট	০.০০৫	০.০১০	স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ পিণ্ড	২.০৫৪	১.৬৯২
প্রচলিত নোট *	১৩৫.৮২৬	১২৫.৪৭০	রৌপ্য পিণ্ড	-	-
			আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এসডিআর	-	-
			অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা	৩০.০০০	৪০.০০০
			টাকা মুদ্রা	০.৪১৭	০.৫৩৬
			বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র**	৭৬.৪৫৯	৫৫.৩৮১
			অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিল	২৬.৮৯১	২৭.৮৭১
মোট দায় ঃ	১৩৫.৮২১	১২৫.৪৮০	মোট সম্পদ ঃ	১৩৫.৮২১	১২৫.৪৮০

** বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে তদপরিবর্তে পাকিস্তান সরকার/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী রয়েছে। চালুকৃত নোটের পরিমাণ সম্পর্কিত উল্লিখিত বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/ বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত দাবী সম্পর্কে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।*

*** পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিলও এর অন্তর্ভুক্ত।*

- = নেই।

ব্যাংকিং বিভাগ

(বিলিয়ন টাকায়)

দায়	৩০ জুন ২০০২	৩০ জুন ২০০১	সম্পদ	৩০ জুন ২০০২	৩০ জুন ২০০১
পরিশোধিত মূলধন	০.০৩০	০.০৩০	নোট	০.০০৫	০.০১০
সংরক্ষিত তহবিল	০.০৩০	০.০৩০	টাকা মুদ্রা	-	
পল্লী ঋণ তহবিল	৩.৬০০	৩.৪০০	সম্পূরক মুদ্রা	০.০০০১	-
শিল্প ঋণ তহবিল	১.৬৮৮	১.৫৩৮	ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল		
রপ্তানি ঋণ তহবিল	১.৩০০	১.৩০০	ক) অভ্যন্তরীণ	-	-
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	৩.৬০০	৩.৪০০	খ) বৈদেশিক	-	-
আমানত ঃ			গ) ট্রেজারি বিল	৩.৯৮৭	০.০৯৮
ক) সরকার	০.০১৩	০.০১২	বাংলাদেশের বাইরে রক্ষিত স্থিতি*	৫৮.৫৫১	৩২.০৮৮
খ) ব্যাংক	৬৬.৮৩৬	৩৩.৮৫৭	আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এসডিআর	০.২৫৩	০.০৫১
গ) অন্যান্য	৩১.৪৪৯	৩০.৯৬১	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম	০.৬৪০	০.৬৪০
এস ডি আর এর বরাদ্দ	৩.৫৯৮	৩.৩১৬	অন্যান্য ঋণ ও আগাম	২২.৬৪৬	১৯৮৯৩
দেয় বিল	০.০০৮	০.০১০	বিনিয়োগ	৪৪.৮১৯	৫০.০৭০
অন্যান্য দায়	৫৪.০২৭	৫২.৫৫৩	অন্যান্য সম্পদ	৩৫.২৭৮	২৭.৫৫৭
মোট দায় ঃ	১৬৬.১৭৯	১৩০.৪০৭	মোট সম্পদ ঃ	১৬৬.১৭৯	১৩০.৪০৭

* নগদ মুদ্রা ও স্বল্পমেয়াদি ঋণপত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। - = নেই।

আয়ের বিপরীতে শতকরা ১০ ভাগ নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৫) অনিবাসী বাংলাদেশী ও বাংলাদেশ থেকে উদ্ভূত বিদেশী নাগরিকদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্বদেশে লাভজনক বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১ নভেম্বর ২০০২ থেকে "মার্কিন ডলার প্রিমিয়াম বন্ড" এবং "মার্কিন ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড" নামে দু'ধরনের বন্ড প্রবর্তন করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

৩০ জুন ১৯৯৯ এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতি ছিল ১.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৩০ জুন ২০০০-এ উক্ত রিজার্ভের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ১.৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছালেও ৩০ জুন ২০০১-এ তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। পরবর্তী সময়ে মূলতঃ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০০২-এ দাঁড়ায় ১.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ৬ মে ২০০৩ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিচের সারণি-১১-এ বিগত এক দশকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দেখানো হলো।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

১৯৯২-৯৩ সালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ০.৯৪ বিলিয়ন ডলার যা শতকরা ৬২.৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ১.৫৩ বিলিয়ন ডলারে এবং ২০০০-২০০১ অর্থবছরে শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩২.৯৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৫০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ২.৫৩[সা] বিলিয়ন ডলারে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২.০৪ বিলিয়ন ডলারে। আলোচ্য সময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে প্রবাসীদের ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণে উদ্বুদ্ধকরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় সংসদে 'এন্টি মানি লন্ডারিং এ্যাক্ট ২০০২' পাশের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছর থেকে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সংক্রান্ত উপাত্ত সারণি-১২-এ দেয়া হলো।

[সা] = সাময়িক।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। সারা দেশে ১২১৯টি (শহর এলাকায় ৪১১টি এবং প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় ৮০৮টি) এবং বিদেশে ২টি (ভারতের কোলকাতা ও শিলিগুড়িতে) শাখাসহ মোট ১২২১টি শাখার মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের ব্যাংকিং সেবামূলক কার্যক্রম বিস্তৃত। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে 'সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড' (SECI) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সাবসিডিয়ারী কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং অঙ্গনে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে নিজ দেশে প্রেরণ দ্রুত সহজতর ও নিরাপদ করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে প্রধান অফিস ছাড়াও পরবর্তীতে ব্রুকলীন, এস্টোরিয়া, জ্যাকসন হাইটস, জর্জিয়ার আটলান্টা, মিশিগানের ডেট্রোয়েট এবং ক্যালিফোর্নিয়ার লসএঞ্জেলেসে শাখা/বুথ অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং স্বল্পতম সময়ে

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি কটন মিলস-এর অভ্যন্তর ভাগ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২২০০	২২০০	২২০০	২২০০
৪।	আমানত :	২১০৪৫২	২১৬৫৯০	২১০০৭২	২১৪৩২০
	ক) তলবি আমানত	৪৬২৮৩	৪৮৫১৯	৪৭০৬৪	৪৮০২৬
	খ) মেয়াদি আমানত	১৬৪১৬৯	১৬৮০৭১	১৬৩০০৮	১৬৬২৯৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৪১৯১৬	১৫৬১৫৩	১৫৪১৩৩	১৫৫৬৫৫
৬।	বিনিয়োগ	৩৪৫৭১	৪৫৭২০	৪৬৫৬৫	৪৮৯১৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৫৪৬৭৬	২৭০৮১৬	২৭০৯২৩	২৭১৩৬৭
৮।	মোট আয়	১৫৯২৮	১৬৬২৭	৪২৮	৮৬৫
৯।	মোট ব্যয়	১৫৩০২	১৫৬১৬	৪১৮	৮৪০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৩৫৩১৭	১৬০৫৪১	৪৫১৪০	৯০২৮১
	ক) রপ্তানি	৪৩৮০৯	৪১৫০৩	১১৫০০	২৩০০০
	খ) আমদানি	৪১৪১৯	৫২৯৪০	১৫৮৯০	৩১৭৮১
	গ) রেমিটেন্স	৫০০৮৯	৬৬০৯৮	১৭৭৫০	৩৫৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৫৭৫৩	২৫২৩৭	২৫১৫০	২৫১২৪
	ক) কর্মকর্তা	১২৭২৮	১২৩৮০	১২৩০০	১২২৭৬
	খ) কর্মচারী	১৩০২৫	১২৮৫৭	১২৮৫০	১২৮৪৮
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩১৭	৩২০	৩২১	৩২১
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১২৯১	১২২১	১২১০	১১৭৯
	ক) বাংলাদেশে	১২৮৯	১২১৯	১২০৮	১১৭৭
	খ) বিদেশে	২	২	২	২

বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ উপকারভোগীদের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও সোনালী ব্যাংক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যৌথ মালিকানায় ১০ ডিসেম্বর ২০০১ থেকে যুক্তরাজ্যে মোট ৫টি অফিসের মাধ্যমে (লন্ডন, লুটন, বার্মিংহাম, ব্রাডফোর্ড ও ম্যানচেস্টার) সোনালী ব্যাংক (ইউকে) লিঃ-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মালয়েশিয়ার মে ব্যাংকের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের সহযোগিতায় মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ দেশে আসছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে সোনালী ব্যাংকের মোট অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০০ মিলিয়ন, ৩২৭২ মিলিয়ন ও ২২০০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি ২০০২ সালে ১০১১ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ১২৩৮০ জন কর্মকর্তা ও ১২৮৫৭ জন কর্মচারীসহ মোট জনশক্তি ছিল ২৫২৩৭ জন।

৩১ ডিসেম্বর ২০০২-এ সোনালী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০১ সালের তুলনায় ৬১৩৮ মিলিয়ন টাকা (২.৯২%) বৃদ্ধি পেয়ে ২১৬৫৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে ব্যাংকটির তলবি আমানত ও মেয়াদি আমানতের পরিমাল ছিল যথাক্রমে ৪৮৫১৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬৮০৭১ মিলিয়ন টাকা, যা মোট অমানতের যথাক্রমে শতকরা ২২ ও ৭৮ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে সোনালী ব্যাংকের তলবি ও

মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৮৩% ও ২.৩৮% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ ২০০১ সালের তুলনায় ১৪২৩৭ মিলিয়ন টাকা (১০%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৬১৫৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৫৭২০ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে সোনালী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৩৫৩১৭ মিলিয়ন টাকা হতে ২৫২২৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০৫৪১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সমগ্র বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে এ সময় সামগ্রিকভাবে রপ্তানি ব্যবসা ২৩০৬ মিলিয়ন টাকা কমে গেলেও আমদানি ও রেমিটেন্স ব্যবসা যথাক্রমে ১১৫২১ ও ১৬০০৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫২৯৪০ ও ৬৬০৯৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সোনালী ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত সময়ে সোনালী ব্যাংক সর্বমোট ৯৮৪১৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৯১২৬৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১০২৭২ মিলিয়ন এবং ১০৩২৩৩ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০২ সালে সোনালী ব্যাংক কৃষি খাতে ৩৬৯৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৭২০১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০৭৫ মিলিয়ন টাকা ও ৪৭৩৯ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৪০০ মিলিয়ন টাকা ও ১০০৯১ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭৯৪৫ মিলিয়ন টাকা ও ১৬২৭৮ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে সোনালী ব্যাংক ৪৩৯৬ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে; পূর্ববর্তী বছরে মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২৫৩৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুঞ্জীভূত মোট শিল্প ঋণের (মেয়াদি) মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ৩৩০১৭ মিলিয়ন টাকা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক দাতা সংস্থার ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ১১১৮ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে। শিল্পের আকার অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	৩০৭৫	১৫৪১	১৬৪০৪	১৭৯৪৫	৮৯২৫২	১১০২৭২
	আদায়	৪৭৩৯	৩০৮০	১৩১৯৮	১৬২৭৮	৮২২১৬	১০৩২৩৩
২০০২	বিতরণ	৩৬৯৯	২১৪৩	১০২৫৭	১২৪০০	৮২৩১৭	৯৮৪১৬
	আদায়	৭২০১	২০০৭	৮০৮৪	১০০৯১	৭৩৯৭৪	৯১২৬৬
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	১১২৬	৭২০	২৯০৯	৩৬২৯	২০৮৬৩	২৫৬১৮
	আদায়	১০৮৫	৪৮৮	২৩৬৩	২৮৫১	১৫৬৮৬	১৯৬২২
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	২২৫২	১০৪০	৫৮৯২	৬৯৩২	৪২৪২৮	৫১৬১২
	আদায়	২১৭১	৯৩০	৫২৯০	৬২২০	৩১৫৪২	৩৯৯৩৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৩৩	৩৯০৯১	৩৯৪২৪
পরিমাণ	২২৯৫১	১১১৮৪	৩৪১৩৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৬	৭	৮৩
পরিমাণ	৪৩৫৫	৪১	৪৩৯৬
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৪০	৩৯০৯১	৩৯৪৩১
পরিমাণ	২৩৬১৪	১১১৮৪	৩৪৭৯৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
পরিমাণ	৬৬৩	-	৬৬৩
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	-	১৫
পরিমাণ	১৪২০	-	১৪২০

* প্রাক্কলিত।

অন্যান্য কার্যাবলী

কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

সোনালী ব্যাংক ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে পল্লী এলাকায় কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান শুরু করে। ব্যাংকের বর্তমান বকেয়া কৃষি/পল্লী ঋণের পরিমাণ ২৭৮৬৯ মিলিয়ন টাকা যার প্রধান অংশ শস্য, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র চাষীদের আয় উৎসারী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাংকের মোট ১২২১টি শাখার (২টি বৈদেশিক শাখাসহ) মধ্যে ১০০৮টি শাখার মাধ্যমে সারা দেশের ১১৬০টি ইউনিয়নে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বর্তমানে ১.৩৪ মিলিয়ন। এ ঋণ কর্মসূচী/প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ ক্ষুদ্র আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থায়ন করা হয়ে থাকে।

বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী

নব্বই দশকের পূর্ব পর্যন্ত সোনালী ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী মূলতঃ শস্য উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী, গবাদি পশু ও জামদানী তাঁত শিল্পসহ বিভিন্ন কৃষি উপখাতে পুঁজি বিনিয়োগে অক্ষম অথচ সম্ভাবনাময় গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে নিবিড় তদারকিমূলক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়। নির্ধারিত ২৩২টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকা কোন সহায়ক জামানত ছাড়াই এবং সর্বোচ্চ ০.৫০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচী প্রণীত হয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত এ কর্মসূচীতে ৩০৪৮৭ জন উদ্যোক্তার মাঝে ১২০৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, যার বিপরীতে আদায়ের হার প্রায় ৭৫%। প্রদত্ত ঋণের প্রায় ৬০% জামানতবিহীন। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় সম্পূর্ণ ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা মাঠ পর্যায়ে ন্যস্ত আছে।

কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচী

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং মাঝারি ও বৃহদায়তনের দুগ্ধ উৎপাদন, গরু মোটাতাজাকরণ, মহিষ পালন, হাঁস-মুরগী

পালন, মৎস্য খামার (সনাতনী, উন্নত ও আধা নিবিড়), চিংড়ী চাষ (গলদা ও বাগদা), মৎস্য হ্যাচারী, চিংড়ী হ্যাচারী পোলট্রি হ্যাচারী, ফিডমিল (চিংড়ী, মাছ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর খাদ্য এবং কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ থেকে সোনালী ব্যাংক তদারকিমূলক কৃষিজ শিল্প ঋণ কর্মসূচী প্রবর্তন করেছে। কৃষিজ শিল্প খাতে আমিষ জাতীয় খাদ্য ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের মাঝে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিকরণই আলোচ্য কর্মসূচীর লক্ষ্য। এ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক এ পর্যন্ত ১২৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ৮২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে।

পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী

গ্রামাঞ্চলের হাজামজা জলাশয় ও পুকুরকে সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতাভুক্ত করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ক্ষুদ্র পুকুর মালিক/অংশীদারদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য সারাদেশের ২০০টি শাখাকে মনোনীত করা হয়েছে। এখাতে সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ৫০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ কর্মসূচী

দারিদ্র্য বিমোচন, প্রোটিন ঘাটতি পূরণ, বেকারত্ব দূরীকরণ, নারী সমাজের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক "ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন জাতীয় কর্মসূচী" শীর্ষক একটি ব্যপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক এ পর্যন্ত ৩১০টি প্রকল্পে ৪ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুরী দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠির উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ব্যাংকের পল্লী ঋণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/ প্রকল্পসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে ঃ-

১) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলার ১৫২টি থানায় পরিচালিত পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২) বৃহত্তর রংপুর জেলায় পরিচালিত আরডি-৯ প্রকল্প (৩) সরকারের জনশক্তি ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) সহায়তায় পরিচালিত বিত্তহীন ঋণ প্রকল্প (৪) 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ'-এর সহায়তায় পরিচালিত স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী (৫) প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প এবং (৬) সম্প্রতি দারিদ্র্য বিমোচন ও মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্প্রতি গৃহীত আরও ২টি ঋণ কর্মসূচী হচ্ছে : ক) শহরে ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে খ) এনজিও/ এমএফআইদের (মাইক্রো ফাইন্যান্সিং ইন্সটিটিউশন)-কে ব্যাংক এনজিও লিংকেজ প্রোগ্রামে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এর আওতায় ব্যাংক এ পর্যন্ত ২৬টি এনজিওকে প্রায় ৪৮৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। এর মধ্যে একটি এনজিও রয়েছে যেটি অন্ধদের দ্বারা পরিচালিত এবং অন্ধদের সামাজিক ও আর্থিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য কাজ করছে। ইফাদ-এর আর্থিক সহায়তায় মৎস্যজীবীদের ঋণ সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে একটি লীড (Lead) এনজিওর মাধ্যমে ৮টি সহযোগী এনজিওকে এ পর্যন্ত ২৯ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ইফাদ সহায়তাপুষ্ট অন্য একটি প্রকল্পে ১৬টি এনজিওর মাধ্যমে ময়মনসিংহ, শেরপুর ও জামালপুর জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের একটি কর্মসূচী বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সোনালী ব্যাংকে দেশের বৃহত্তম ব্যাংক হিসাবে ক্ষুদ্র প্রকল্প উন্নয়ন ও অর্থায়নে সেবা ও একইসাথে লাভজনক ব্যবসার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে এবং 'উন্মেষ' নামে একটি ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উন্মেষ-এর শুভ সূচনায় উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক এ পর্যন্ত ১১৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ১.৮ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুরী দিয়েছে। বিত্তহীনদের ঋণ প্রদানের একটি কার্যকর মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার সংগে ২টি গবেষণামূলক ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে এবং এর আওতায় এ পর্যন্ত ৪০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংক এ পর্যন্ত ৮৮৬৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যার সুফল ভোগ করছে ৭৪৫৭৪৪ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যার মধ্যে ৩২২১৫৪ জন হচ্ছে মহিলা।

মহিলা ঋণ কর্মসূচী

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় এটিও একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। সারাদেশের ১৪৩টি উপজেলায়

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	১৯৬৫১	১৯৬৮৬	২১৬৫৪	২৩৮১৯
	ক) শস্য	১৮৮৬৮	১৮৯৫২	২০৮৪৭	২২৯৩২
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৮৩	৭৩৪	৮০৭	৮৮৭
২।	**শিল্প :**	৪৫৭৭৪	৫০৯৫৩	৫৩০৭৭	৫৪২৪৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩১২১৭	৩৪৯৩৫	৩৫৮৭১	৩৬৬৩৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৪৫৫৭	১৬০১৮	১৭২০৬	১৭৬০৮
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	১৬২৮৬	১৮০১৫	১৮৩৪৪	১৮৬৭৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩০০১	৩৩১৯	৩৩৮০	৩৪৪১
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০৬	১১৭	১১৯	১২১
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	৮৭৪৯	৭১১৩	৭৮২৪	৮৬০৬
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	২৬১৪	২৫০৯	২৭৬০	৩০৩৬
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	৬১৩৫	৪৬০৪	৫০৬৪	৫৫৭০
৭।	অন্যান্য	৪৮৩৪৯	৫৬৯৫০	৪৯৭৩১	৪৬৭৫০
	সর্বমোট	১৪১৯১৬	১৫৬১৫৩	১৫৪১২৯	১৫৫৬৫৫

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় সোনালী ব্যাংকে মহিলা ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা শুধুমাত্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এবং মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বৃহত্তম ঋণ কর্মসূচী। এ প্রকল্পে ব্যাংক কর্তৃক এ যাবত ১২০৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আদায়ের হার প্রায় ৯৫%। এ কর্মসূচীটি সমবায়ী কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে এবং দেশের ১৪৩টি থানা কেন্দ্রীয় সমিতির ২৬৫০০০ জন মহিলা বর্তমানে উক্ত ঋণ সুবিধা ভোগ করছেন।

উপরোক্ত বহুমুখী আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ করায় অকৃষি খাতে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৌসুমী বেকারত্ব কমানোর ক্ষেত্রেও এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ্রাহক সেবা

উন্নততর গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য সোনালী ব্যাংকের বেশ কয়েকটি শাখায় কম্পিউটারায়নের সাথে সাথে কর্পোরেট ক্লায়েন্ট সার্ভিস চালু করা হয়েছে ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম দ্রুততর করার জন্য SWIFT (Society for Worldwide Inter-bank Finance and Telecommunication) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ওয়েব সাইট, রয়টার্স ও ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে Shared ATM System স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ সোনালী ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

জনতা ব্যাংক

জনতা ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকা, ২৫৯৪ মিলিয়ন টাকা ও ৫৪২ মিলিয়ন টাকা। বিদেশে ৪টি শাখাসহ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৮৭০টি, তন্মধ্যে ৪৩৫টি গ্রামীণ শাখা। বিদেশী শাখাসমূহ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবী, দুবাই, শারজাহ ও আল-আইনে অবস্থিত। এছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ব্যাংকের বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংকের সংখ্যা রয়েছে ১২৪০টি। ২০০২ সালের শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৬৩৩০ জন, যার মধ্যে ৮২০৫ জন কর্মকর্তা ও ৮১২৫ জন কর্মচারী। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ছাড়াও ২০০২ সালে ১৬৪টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৫৩৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত অর্থ দ্রুত সময়ে ও নিরাপদে দেশে তাদের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট প্রেরণের সুবিধার্থে ইতোমধ্যে ইতালির রোমে জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানী (SRL) নামে ব্যাংকের নিজস্ব মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইতালির মিলানে এর আরো একটি শাখা খোলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া, কানাডার

ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি সিমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২ (নিরীক্ষা পূর্ব)	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৪৮	৫৪২	৫৪২	৫৪২
৪।	আমানত :	১২৫০৬৬	১৩৮৮৯৩	১৪০০০০	১৪০৫০০
	ক) তলবি আমানত	৫৬৭৮৭	৬১৬৮৪	৬২০০০	৬৫০০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৬৮২৭৯	৭৭২০৯	৭৮০০০	৭৫৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮৯৮৬২	৯৯৭৪৯	১০০০০০	১১০০০০
৬।	বিনিয়োগ	২০৪৫৬	২৯৭১৯	৩২০০০	৩৫০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫২০৪২	১৬৭৮৬৮	১৮০০০০	২০০০০০
৮।	মোট আয়	৯৭০৩	১০৮৫৮	২৯৮৬	৬০০০
৯।	মোট ব্যয়	৯৩০১	৯৬২৭	১৯৪৫	৪৪০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৯৯৯৪১	১১৫২৪০	২৮৭৪৮	৬০০০০
	ক) রপ্তানি	৩২৩৯০	৩৪৪৫০	৯০০০	১৮০০০
	খ) আমদানি	৫৪৬৬৬	৫৮৯১০	১৪৬৬৯	৩০০০০
	গ) রেমিটেন্স	১২৮৮৫	২১৮৮০	৫০৭৯	১২০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬৬৯২	১৬৩৩০	১৬৩৩০	১৬৩৩০
	ক) কর্মকর্তা	৮৩৯২	৮২০৫	৮২০৫	৮২০৫
	খ) কর্মচারী	৮৩০০	৮১২৫	৮১২৫	৮১২৫
১২।	বিদেশী প্রতিযোগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১২২৯	১২৩৫	১২৪০	১২৪৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)*	৯০০	৮৭০	৮৭১	৮৪৯
	ক) বাংলাদেশে	৮৯৬	৮৬৬	৮৬৭	৮৪৫
	খ) বিদেশে	৪	৪	৪	৪

** = সরকারী নীতি নির্দেশনার আলোকে লোকসানী শাখার পাশাপাশি একই এলাকায় অবস্থিত শাখার আধিক্যের বিষয়টি বিবেচনায় এনে শাখার সংখ্যা ক্রমাগত একীভূতকরণের মাধ্যমে হ্রাস করা হচ্ছে।*

টরেন্টোতে জনতা এক্সচেঞ্জ আইএনসি-এর সংগে টাকা ড্রইং এ্যারেঞ্জমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশীগণ দ্রুত সময়ে নিরাপদে দেশে রেমিটেন্স প্রেরণ করতে পারছে।

২০০২ সালে জনতা ব্যাংকের আমানত পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৩৮২৭ মিলিয়ন টাকা (১১%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৮৮৯৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২০৩৮৮ মিলিয়ন টাকা (১৯%)। আলোচ্য বছরে মোট আমানতের মধ্যে তলবি আমানত বৃদ্ধি পায় ৪৮৯৭ মিলিয়ন টাকা (৯%) এবং মেয়াদি আমানত বৃদ্ধি পায় ৮৯৩০ মিলিয়ন টাকা (১৩%)। ২০০২ সালে ব্যাংকটির ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৯৮৮৭ মিলিয়ন টাকা (১১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯৭৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৯২৬৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৭১৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জনতা ব্যাংক ২০০২ সালে মোট

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২
(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	৮৮৬	১৭৭১	১১৪৮০	১৩২৫১	১১৩৪৪	২৫৪৮১
আদায়*	৮৮৬	১১৯০	১১৪৯২	১২৬৮২	৯৫৪১	২৩১০৭
২০০২						
বিতরণ	৮৩৭	৫০২	১১১০০	১১৬০২	১০৫৭০	২৩০০৯
আদায়*	৮৬৪	১৩০	৯৭৯৯	৯৯২৯	৯৬৭৫	২০৪৬৮
৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)						
বিতরণ	৩৪১	৫৯৭	৪২৫	১০২২	৩৩২৫	৪৬৮৮
আদায়*	৩৩১	১৯৪	৯২	২৮৬	৩১১২	৩৭২৯
৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)						
বিতরণ	৪২১	৮০০	৫০০	১৩০০	৭৫৪০	৯২৬১
আদায়*	৪৮২	৪০০	১১০	৫১০	৬৭২৫	৭৭১৭

** শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণসহ আদায়।*

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

সারণি-৩
(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮৫	৪৮১৮	৪৯০৩
পরিমাণ	১২০২৫	৬৮৩০	১৮৮৫৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭	২৪	৪১
পরিমাণ	২২৮১	৪৪৫	২৭২৬
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮৭	৪৮২৯	৪৯১৬
পরিমাণ	১২৩০২	৭০০৮	১৯৩১০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	১১	১৩
পরিমাণ	২৭৭	১৭৯	৪৫৬
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	২০	২৫
পরিমাণ	৫০০	৩০০	৮০০

১১৫২৪০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৯৯৯৪১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮৯১০ মিলিয়ন টাকা, ৩৪৪৫০ মিলিয়ন টাকা ও ২১৮৮০ মিলিয়ন টাকা। জনতা ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে জনতা ব্যাংক ২৩০০৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ২০৪৬৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫৪৮১ মিলিয়ন টাকা ও ২৩১০৯ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ৮৩৭ মিলিয়ন টাকা এবং ১১৬০২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৮৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩২৫১ মিলিয়ন টাকা। জনতা ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে জনতা ব্যাংক ৪১টি শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ২৭২৬ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ২০০২ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮৮৫৫ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে ১২০২৫ মিলিয়ন টাকা (৬০%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প খাতে। জনতা ব্যাংকের শিল্প ঋণের আকার ভিত্তিক অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

দারিদ্র্য বিমোচন/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

জনতা ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যাবলীর পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন পল্লী ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি ঋণের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অংগীকার বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছে। ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগে ও দেশী-বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেসব পরিবারের আবাসভূমিসহ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১.৫ একর ও মাসিক আয় ৪০০০ টাকা তাদেরকে বিভিন্ন দারিদ্র্য নিরসনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। উৎপাদনমুখী ও আয় উৎসারী কার্যক্রমের ধরন ও প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে ঋণের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ঋণের সর্বোচ্চ মাত্রা ০.৫০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে ০.০৪ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোন সহজামানতের প্রয়োজন হয় না। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে দারিদ্র্য নিরসনমূলক ঋণ কর্মসূচীগুলোর বিপরীতে ঋণ স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০১৭ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ৮৬০টি শাখার মাধ্যমে এ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে পল্লী ঋণ কার্যক্রমকে কয়েকটি খাতে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনক্ষম কৃষি প্রকল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও গ্রামীণ কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ/বহুমুখীকরণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রসারিত কার্যক্রমের আওতায় ৯৯টি খাত/উপখাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে জনতা ব্যাংকের মোট পল্লী ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০৩১ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৬৭৬০ মিলিয়ন টাকা। এ স্থিতির পরিমাণ ২০০৩ সালের ৩০ জুনে প্রায় ৭০৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা যায়।

শিল্প, দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

শিল্প, দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত **খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি**

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২ (নিরীক্ষাপূর্ব)	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	4401	4228	4369	4368
	ক) শস্য	৩৮৫৩	৩৮৩৫	৩৯৭৮	৩৯৭৮
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫৪৮	৩৯৩	৩৯১	৩৯০
২।	**শিল্প :**	৪১৬৬২	৪২৫১৪	৪৩৭৫০	৪৪৩৭৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি (চলতি মূলধনসহ)	৩৩৭৮৭	৩৪৪৭২	৩৫৫০০	৩৬০০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৭৮৭৫	৮০৪২	৮২৫০	৮৩৭৫
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	৬১১	৬২৭	৬৩০	৬৩৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪১২	৪৫০	৪৬০	৪৬৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩০৩	৩৩০	৩৪০	৩৫০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	১৪৮১	২৪৭৮	২৬৫০	২৪৭৫
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	৯৭৪	১০১৭	১১৫০	১২০০
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	৫০৭	১৪৬১	১৫০০	১২৭৫
৭।	অন্যান্য	৪০৯৯৩	৪৯১২২	৪৭৮০১	৫০০৩২
	সর্বমোট	৮৯৮৬৩	৯৯৭৪৯	১০০০০০	১০২৭০০

অগ্রণী ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে অগ্রণী ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকায় ও ২৪৮৪ মিলিয়ন টাকায় এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৪৩ মিলিয়ন টাকা। সাত জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ করেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল জুড়ে অগ্রণী ব্যাংকের রয়েছে ৮৮১টি শাখা যার মধ্যে ৫৬১টি বা শতকরা ৬৪ ভাগ গ্রামীণ শাখা। ব্যাংকটির মোট জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ১২৮০৩ জন যার মধ্যে ৬৭৯১ জন কর্মকর্তা ও ৬০১২ জন কর্মচারী। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০২ সালে ৪৮টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১৩০৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ২০টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে ৭১৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ২০০২ সালে অগ্রণী ব্যাংকের ৪২৭ জন কর্মকর্তাকে বিআইবিএম সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক বাণিজ্য, ঋণ, কম্পিউটার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু বিভিন্ন কর্মশালা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের নিমিত্তে ৫৫ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ বছর ব্যাংকটি ৩০২ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

২০০২ সালে অগ্রণী ব্যাংকের আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৮৭৫৯ মিলিয়ন টাকা (৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ১১৫৪৭২

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৪৮৪	২৪৮৪	২৪৮৪	২৪৮৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮২২	৮৪৩	৮৪৩	৮৪৩
৪।	আমানত :	১০৬৭১৩	১১৫৪৭২	১২১২৪৫	১২৭০১৯
	ক) তলবি আমানত	১৭৩৪৫	১৮৪৬৬	১৯৩৮৯	২০৩১২
	খ) মেয়াদি আমানত	৮৯৩৬৮	৯৭০০৬	১০১৮৫৬	১০৬৭০৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮০০১৬	৮৮৯৬০	৯৪৫২০	১০০০৮০
৬।	বিনিয়োগ	২৫৯৬৭	৩২৪৪৭	২৯৪৬৪	৩২৪০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৩১০৬৮	১৪৪৪৪৮	১৪৮০৫৯	১৫১৬৭০
৮।	মোট আয়	৯০৭৩	৯১০৫	৩১০২	৬২০৪
৯।	মোট ব্যয়	৮৭২২	৮৮০৩	২৮৫৩	৫৭০৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৯৭৪৭৮	৯৭৫১৯	১৯২২৭	৩৯০৭১
	ক) রপ্তানি	৩৭৪২৯	৩৪৫৮২	৮০৩৬	১৬০৭১
	খ) আমদানি	২৬৩৪০	৩১২১৭	৪৭৩৫	১০০০০
	গ) রেমিটেন্স	৩৩৭০৯	৩১৭২০	৬৪৫৬	১৩০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩০৫৮	১২৮০৩	১২৭৩১	১২৬৬৬
	ক) কর্মকর্তা	৬৯৭৬	৬৭৯১	৬৭৩৭	৬৬৮৭
	খ) কর্মচারী	৬০৮২	৬০১২	৫৯৯৪	৫৯৭৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯৮০	৯৮০	৯৮০	৯৮০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৯০৩	৮৯১	৮৮১	৮৫৬
	ক) বাংলাদেশে	৯০৩	৮৯১	৮৮১	৮৫৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে তলবি আমানত ১১২১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি এবং মেয়াদি আমানত ৭৬৩৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়। ২০০২ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ৩২৮৮৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২১৮৭৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে । আলোচ্য বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৮৯৪৪ মিলিয়ন টাকা যা শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮৯৬০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। ২০০৩ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ঋণের স্থিতি ৯৪৫২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগ খাতের স্থিতির পরিমাণ ৩২৪৪৭ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছর যা ছিল ২৫৯৬৭ মিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য, ২০০২ সালে ব্যাংক শ্রেণীকৃত ঋণ ৮০২৩ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ ৪৪৭৮ মিলিয়ন টাকা সহ মোট ১২৫০১ মিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়েছে। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক ব্যবসার পরিমাণ ৯৭৫১৯ মিলিয়ন টাকার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১২১৭ মিলিয়ন টাকা, ৩৪৫৮২ মিলিয়ন টাকা ও ৩১৭২০ মিলিয়ন টাকা। অগ্রণী ব্যাংক ৩১ জানুয়ারি ২০০০

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	৬৪৫	১১৮৭	৭২০৮	৮৩৯৫	২১০৯৫	৩০১৩৫
	আদায়	৬৫৮	৮৫৯	৪৪২৭	৫২৮৬	২০৯৩১	২৬৮৭৫
২০০২	বিতরণ	৮০৯	১৪২৫	৪০৪২	৫৪৬৭	২৬৬০৭	৩২৮৮৩
	আদায়	১০১২	৬১২	২৭২০	৩৩৩২	১৭৫২৯	২১৮৭৩
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	৩১৩	৫০০	১৩৪৬	১৮৪৬	৫৫৩৫	৭৬৯৪
	আদায়	২৫৩	২১৭	৪৭১	৬৮৮	১৮৫০	২৭৯১
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	৬০৬	১৪১২	২৪৯১	৩৯০৩	১৬০১৪	২০৫২৩
	আদায়	৫৫৬	৩৪৫	১০৭৩	১৪১৮	৪৩৬৫	৬৩৩৯

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

তারিখে সিঙ্গাপুরে বসবাসরত বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে প্রেরণের সুবিধার্থে সিঙ্গাপুরে 'অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাঃ লিঃ' নামে একটি এক্সচেঞ্জ হাউজ খুলেছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত উক্ত হাউজ থেকে প্রায় ৬৭০ মিলিয়ন টাকা এবং চলতি বছরের ৩০ মার্চ পর্যন্ত ২৮০ মিলিয়ন টাকার রেমিটেন্স বাংলাদেশে প্রেরণ করে। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্রুততম সময়ে দেশে প্রেরণের সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত আছে। অগ্রণী ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ৩২৮৮৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ২১৮৭৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ছিল ৮০৯ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ, ৫৪৬৭ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ ও ২৬৬০৭ মিলিয়ন টাকা অন্যান্য ঋণ। এর বিপরীতে উক্ত খাতসমূহে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০১২ মিলিয়ন টাকা, ৩৩৩২ মিলিয়ন টাকা ও ১৭৫২৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক ৫৯৩৭টি প্রকল্পের জন্য মেয়াদি ঋণ হিসাবে ১৯৭৪০ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে যার মধ্যে কেবল ২০০২ সালে ৬৬টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫৪৯৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। মোট শিল্প ঋণের মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ক্রমপুঞ্জিভূত মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৯০৮২ মিলিয়ন টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বৈদেশিক মুদ্রার অংশ ছিল ৬৫৮ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের মধ্যে শতকরা ৪৯ ভাগ দেয়া হয়েছে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প খাতে এবং অবশিষ্ট ৫১ ভাগ দেয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে। শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ৪৪টি উপ-খাতে অগ্রণী ব্যাংক অর্থায়ন করে আসছে। অগ্রণী ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

অন্যান্য কার্যাবলী

অগ্রণী ব্যাংক শিল্প উন্নয়ন বন্ড

দেশের শিল্প উন্নয়নে অর্থায়নের জন্য ৫০০০ মিলিয়ন টাকা তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত 'অগ্রণী ব্যাংক শিল্প উন্নয়ন বন্ড' বাজারে ছাড়া

হয়েছে। বন্ডের মেয়াদকাল ৫ বৎসর ও ৭ বৎসর এবং সুদের হার যথাক্রমে ১০% ও ১১%। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত সময়ে বন্ড বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিলের পরিমাণ ২৪০৬.৮ মিলিয়ন টাকা এবং এর বিপরীতে বিনিয়োগের পরিমাণ হলো ২০০৫.৬০ মিলিয়ন টাকা।

ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট-II (এফএসএসএপি-II)

দেশের নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত ১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্ব ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত 'ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট-II' নামে একটি প্রজেক্ট পুনরায় নতুনভাবে চুক্তিবদ্ধ করে ১১৯টি উপজেলাধীন ৬৩৫৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উপবৃত্তি ও টিউশন ফিস বিতরণ করা হচ্ছে। বিগত ২০০২ সালে ১ম ও ২য় কিস্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর মোট ১০,৯০,৭৩০ জন ছাত্রীর মধ্যে ৮৬৭.২০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ শেষে ২০০২ সালে এ প্রকল্প হতে অগ্রণী ব্যাংক ২.৫% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করবে।

ফিমেল সেকেন্ডারী স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

দেশের নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত 'ফিমেল সেকেন্ডারী স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট'-এর আওতায় ঢাকা বিভাগের ৬২টি উপজেলাধীন ২৬৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৫.৯৯ লক্ষ ছাত্রীর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের ৯০টি শাখার মাধ্যমে নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ করা হচ্ছে। ২০০২ সালে ১ম কিস্তিতে বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ২১৩ মিলিয়ন টাকা।

ফিমেল এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এফইএসপি)

নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য নোরাডের অর্থায়নে পরিচালিত 'ফিমেল এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট' নামে আরো একটি প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৯টি থানার ৭৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের ২০০২ সালের ১ম কিস্তিতে উপ-বৃত্তি

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৭	৫৮৯০	৫৯৩৭
পরিমাণ	৯৬৩১	১০১০৯	১৯৭৪০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২১	৪৫	৬৬
পরিমাণ	৪২৪০	১২৫৯	৫৪৯৯
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫০	৫৯১৪	৫৯৬৪
পরিমাণ	১০২৯৯	১০৭০৪	২১০০৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	২৪	২৭
পরিমাণ	৬৬৭	৫৯৫	১২৬২
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩** পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	৪০	৫০
পরিমাণ	২০০০	১০৩২	৩০৩২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৪০৩১	৪১৯৩	৪২৫২	৪৩১২
	ক) শস্য	৩৫৭১	৩৭৩৪	৩৮০৫	৩৮৭৭
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪৬০	৪৫৯	৪৪৭	৪৩৫
২।	**শিল্প :**	৩৪৩১৭	৩৮২৩০	৩৯৫১২	৪০৮৩৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৫১৪৭	২৮৭১৭	২৯৬৩৫	৩০৫৮৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৯১৭০	৯৫১৩	৯৮৭৭	১০২৫৬
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	১৭৬০৬	২২৫০৯	২৩১৮৪	২৩৮৭৯
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৯৬৯	৭৩৫৫	৭৫৭৫	৭৮০২
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৮৯২	৩৭০	৩৮০	৩৯১
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	১০৯২	১১৯৭	১২৩২	১২৬৭
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	১০৯২	১১৯৭	১২৩২	১২৬৭
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৬১০৯	১৫১০৬	১৮৩৮৫	২১৫৯০
	সর্বমোট	৮০০১৬	৮৮৯৬০	৯৪৫২০	১০০০৮০

ও টিউশন ফিস বাবদ ৭৩.৯০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাইমারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (পিইএসপি)

প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধিকল্পে ২০০২ সালে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপ-বৃত্তি প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়। এটি সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত বাৎসরিক ৬৬৩০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় সাপেক্ষ পাঁচ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প। প্রায় ৩৩১২৩ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে দেশের ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৫৫ লক্ষ সুবিধাভোগী ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবকদের মাঝে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এক সন্তান বিশিষ্ট পরিবার ১০০/= টাকা এবং একাধিক সন্তান বিশিষ্ট পরিবারের জন্য ১২৫/= টাকা হারে সিলেট ও বরিশাল বিভাগের ৪৯টি শাখার মাধ্যমে ৪৯টি উপজেলার ৫৯৬৮টি বিদ্যালয়ের ৫,৩০,৪০৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২০০২ সালে মোট ৩১৫.৬০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়।

হায়ার সেকেন্ডারী ফিমেল স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এইচএসএফএসপি)

দেশের নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে 'হায়ার সেকেন্ডারী ফিমেল স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এইচএসএফএসপি)'-এর আওতায় ব্যাংকের আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখার নিয়ন্ত্রণাধীনে ঢাকা বিভাগের অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ, দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণীর ছাত্রীদের মাঝে জানুয়ারি-জুন ২০০২ প্রান্তিকের জন্য ৪৭.১০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিতরণকৃত অর্থের উপর ২.৫০% হারে সার্ভিস চার্জ পাওয়া যাবে।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক ১৯৭৭ সাল থেকে সরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এ পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক ২৯টি

কর্মসূচী/প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২.৯৮ মিলিয়ন বেকার দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন কৃষককে সর্বমোট ১৪৪৫০.৪৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে এবং এ খাতে ঋণ আদায়ের হারও উল্লেখযোগ্য যা গড়ে ৭৫%। এছাড়া, অগ্রণী ব্যাংক 'মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (মেডু)' অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে 'এপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রজেক্ট ফর দি রুরাল পুওর-ইফাদ ঋণ নং-৩৭৮ বিডি' নামে একটি কর্মসূচী ১৯৯৫ সাল থেকে বাস্তবায়ন করে আসছে। ৯৫০০ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় মোট ১২.২৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ এবং ১১.৩৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৩%। এ ব্যাংক 'স্মল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইডিপি)' অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে শ্রম নিবিড় ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৫ সাল থেকে কাজ করে আসছে। ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৭২২ মহিলা উদ্যোক্তাকে ২৯১০১টি প্রকল্পে ১১৩০.৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৮১৮ মিলিয়ন টাকা।

বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী

পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা

২০০২ সালের জন্য বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা বাবদ ২ কিস্তিতে অর্থাৎ জানুয়ারি-জুন ২০০২ সময়ে ১১৯৭৪৫ জন এবং জুলাই-ডিসেম্বর ২০০২ সময়ে ১৪৩৮৫৬ জন ভাতা ভোগীর বিপরীতে ১৭৯.৭০ মিলিয়ন টাকা অগ্রণী ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখা, ঢাকার মাধ্যমে উক্ত অর্থ দেশের মোট ৪৮৪টি নির্বাচিত শাখার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

গ্রাহক সেবা

গ্রাহকবৃন্দকে দ্রুত ও উন্নতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিজস্ব লোকবল কর্তৃক তৈরী পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং সফটওয়ার Agrani Solution দ্বারা ঢাকা শহরের বৃহৎ ৭টি এবং চট্টগ্রামের ১টি শাখাকে Micro Wave Radio Link-এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। গ্রাহকগণ নেটওয়ার্কভুক্ত যে কোন শাখা থেকে সব ধরনের ব্যাংকিং লেনদেন করতে সক্ষম হবেন। পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশের আরোও শাখাকে এ নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকই সর্বপ্রথম এ সার্ভিস প্রবর্তন করেছে। গ্রাহকগণ যাতে দিবারাত্র ২৪ ঘন্টা নগদ অর্থ উত্তোলনসহ বিভিন্ন সেবা সংস্থার বিল পরিশোধ করতে পারেন সে লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক ২০০২ সালে E-Cash নামে এটিএম ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এটি একটি Shared ব্যবস্থা যেখানে ৯টি ব্যাংক সদস্য এবং ব্যাংকগুলোর যে কোন কার্ড হোল্ডার যে কোন এটিএম ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ ব্যবস্থায় দেশের ২১টি স্থানে এটিএম মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে রূপালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৪ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনে সরকারি শেয়ারের পরিমাণ শতকরা ৯৩.৬৫ ভাগ এবং বেসরকারি শেয়ারের পরিমাণ ৬.৩৫ ভাগ। পাকিস্তানের করাচিতে ১টি বিদেশী শাখাসহ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৫০৬টিতে, যার মধ্যে ২৬৮টি শাখা শহর অঞ্চলে এবং বাকি ২৩৭টি পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। ২০০২ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট জনসম্পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬২৮ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৪৯৮ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২১৩০ জন।

৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ (মুলতবি হিসাবে রক্ষিত সুদ বাদে) দাঁড়ায় ৫৭১৬৯ মিলিয়ন টাকা যা ২০০১ সালের তুলনায় ৭৯৪২ মিলিয়ন টাকা (১৬.১৩%) বেশি। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত সময়ে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৪১৬০৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময় ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৮৭৯ মিলিয়ন টাকা (১৮.৩৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ১২১০৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি পাট শিল্প কারখানা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭০০০	৭০০০	৭০০০	৭০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২৫০	১২৫০	১২৫০	১২৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৬৫	২৭৪	২৭৪	২৭৪
৪।	**আমানত* :**	<u>৪৯২২৭</u>	<u>৫৭১৬৯</u>	<u>৫৬৩২১</u>	<u>৫৮৯২০</u>
	ক) তলবি আমানত	৯৪৫২	৯৮০৮	১০১৯১	১০৯২০
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৯৭৭৫	৪৭৩৫৯	৪৬১৩০	৪৮০০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৮২০৯	৪১৬০৮	৪২৫৩৬	৪৩৬৫০
৬।	বিনিয়োগ	১০২২৯	১২১০৮	১২৪২৮	১২৬৯০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫২৫৬৪	৫৮৯৩১	৫৯২৪৫	৬১২০০
৮।	মোট আয়	৪২৩২	৪৩০৪	৩৫৮	২০০০
৯।	মোট ব্যয়	৩৯৪৫	৩৬৮২	৩০১	১৭০০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	<u>২৯০৭৬</u>	<u>৩১৪৭৭</u>	<u>৭৯২৫</u>	<u>১৫৮৫১</u>
	ক) রপ্তানি	৬৮০৯	৬৪২৮	২৭৫০	৫৫০১
	খ) আমদানি	২০৬৩৭	১৭০৪৪	২৮০০	৫৬০০
	গ) রেমিটেন্স	১৬৩০	৮০০৫	২৩৭৫	৪৭৫০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	<u>৫৮২৪</u>	<u>৫৬২৮</u>	<u>৫৫৮৩</u>	<u>৫৫৬৩</u>
	ক) কর্মকর্তা	৩৫৭১	৩৪৯৮	৩৪৫৮	৩৪৪৫
	খ) কর্মচারী	২২৫৩	২১৩০	২১২৫	২১১৮
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৬০	১৬০	১৬১	১৬১
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	<u>৫১৪</u>	<u>৫০৬</u>	<u>৫০৬</u>	<u>৪৮৬</u>
	ক) বাংলাদেশে	৫১৩	৫০৫	৫০৫	৪৮৫
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

** মুলতবি হিসাবে রক্ষিত সুদ বাদে।*

২০০২ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ৩১৪৭৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ২৯০৭৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭০৪৪ মিলিয়ন টাকা, ৬৪২৮ মিলিয়ন টাকা ও ৮০০৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ৩২৬৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৪০৬৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৪০৭ মিলিয়ন টাকা ও ৪১৪৬ মিলিয়ন টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০২ সালে ব্যাংকটির কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	৪২	১৩৭৮	৪৩৯২	৫৭৭০	৫৯৫	৬৪০৭
	আদায়	৪৩	৩৯৭১	৭০	৪০৪১	৬২	৪১৪৬
২০০২							
	বিতরণ	৩৬	১২১৪	১৬৬০	২৮৭৪	৩৫৯	৩২৬৯
	আদায়	৩৮	৩৯৫০	০	৩৯৫০	৭৬	৪০৬৪
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	১৮	৩২৯	৩৪২৩	৩৭৫২	১১৬	৩৮৮৬
	আদায়	৯	৯৩	০	৯৩	২৯	১৩১
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	৩৭	৫০২	৫৪০০	৫৯০২	১৪৩	৬০৮২
	আদায়	২৫	১৯৪	০	১৯৪	৪৭	২৬৬

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৮৭	৭৬১	৯৫৮
	পরিমাণ	৩০১৭৭	৪৬১	৩০৬৩৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৬	৮	৫৪
	পরিমাণ	৭০৪০	৩৮	৭০৭৮
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩০৩	৬৭৭	৯৮০
	পরিমাণ	৩২৬৭৩	৫১১	৩৩১৮৪
১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৬	৬	২২
	পরিমাণ	২৪৯৬	৫০	২৫৪৬
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩১	১৫	৪৬
	পরিমাণ	৫৫০৮	৫৫	৫৫৬৩

** প্রাক্কলিত।*

পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৪২ মিলিয়ন টাকা। একই সময়ে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৭৪ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৫৭৭০ মিলিয়ন টাকা। রূপালী ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ৫৪টি প্রকল্পের জন্য মোট ৭০৭৮ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে, যার মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প খাতে ৭০৪০ মিলিয়ন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ৩৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের পুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ৯৫৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ৩০৬৩৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি আকারের শিল্পের জন্য ৩০১৭৭ মিলিয়ন টাকা (৯৮.৫০%) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ৪৬১ মিলিয়ন টাকা (১.৫%) মঞ্জুর করা হয়। ব্যাংকটির আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

রূপালী ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০২ সালে শিল্প খাত, কৃষি ও মৎস্য খাত এবং পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা ও হোটেল খাতে ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪৯৬০ মিলিয়ন, ১১৪ মিলিয়ন ও ১৩৮৭৯ মিলিয়ন টাকা। এসময় বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে ঋণের স্থিতি ছিল ৯১ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ৪৮ মিলিয়ন টাকার স্থিতি ছিল দারিদ্র্য বিমোচন খাতে। রূপালী ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	<u>১১৭</u>	<u>১১৪</u>	<u>১২৩</u>	<u>১২৫</u>
	ক) শস্য	৩২	৩১	৩১	৩১
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৮৫	৮৩	৯২	৯৪
২।	**শিল্প :**	<u>২৩৬৫১</u>	<u>২৪৯৬০</u>	<u>২৬২৯৯</u>	<u>২৭২২৭</u>
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৩৪৮৭	২৪৪৩৬	২৫৭৬০	২৬৬৬৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৬৪	৫২৪	৫৩৯	৫৬২
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	১২৪৪৭	১৩৮৭৯	১৩৯২৮	১৩৯৩৩
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	১১৩	১১৬	১১৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭৮১	১১৮৬	১১৯০	১১৯৮
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	<u>৮৪</u>	<u>৯১</u>	<u>৯২</u>	<u>৯৪</u>
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	৩৯	৪৮	৪৯	৫৩
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	৪৫	৪৩	৪৩	৪১
৭।	অন্যান্য	১১২৯	১২৬৫	৭৮৮	৯৫৫
	সর্বমোট	**৩৮২০৯**	**৪১৬০৮**	**৪২৫৩৬**	**৪৩৬৫০**

স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড স্বাধীনতা পূর্বকালের ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত পূবালী ব্যাংকের উত্তরাধিকারী হয়ে ১৬০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৩৬ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৮৪ সালে বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মার্চ ২০০৩ শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০০ মিলিয়ন টাকা ও ২০০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭০৬ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫০টি এবং ৩১৬৭ জন কর্মকর্তা ও ১৮০০ জন কর্মচারীসহ মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯৬৭ জনে।

২০০২ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৭৩০ মিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৪.৪৬ ভাগ বেশি। এই মোট আমানতের তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৭১২৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২৬৬০৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০১ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ২৩৫৮৩ মিলিয়ন টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ শেষে ২৬১৯৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৪৪০১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ৪০০৯০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স-এর পরিমাণ যথাক্রমে ১০২১০ মিলিয়ন টাকা, ১০৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৩৮০ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ৮০৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৪২০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৮৯ মিলিয়ন টাকা ও ১৬১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২০ মিলিয়ন টাকা ও ৫০০ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে পূবালী ব্যাংক মিলিটেড ২১টি শিল্প প্রকল্পে মোট ৬৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, তন্মধ্যে ৬টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত মোট ৩২৭টি প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪১০ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে ১৩২টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ১২৯৫ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৫টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১১৫ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণ কর্মসূচী

ডিসেম্বর ২০০২ শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬১৯৩ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ৭১ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৯৪৫ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ৭৩ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০০	৫০০০	৫০০০	৫০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৩৩৮	১৭০৬	১৭০৬	১৭০৬
৪।	**আমানত :**	৩২২৯১	৩৩৭৩০	৩২৫৭৫	৩৫০৩৮
	ক) তলবি আমানত	৭১৭০	৭১২৩	৬৮৪১	৭৩৫৮
	খ) মেয়াদি আমানত	২৫১২১	২৬৬০৭	২৫৭৩৪	২৭৬৮০
৫।	**ঋণ ও অগ্রিম**	২৩৫৮৩	২৬১৯৩	২৬৯৪৫	২৭৬৯৯
৬।	বিনিয়োগ	৪১৬৬	৪৪০১	৪৫০৭	৪৫০৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৯০৬৮	৪১৭৮৪	৪২৪৬২	৪২৪৬২
৮।	মোট আয়	৩৬৬০	৩৮২৪	১২৩২	২৭৬৫
৯।	মোট ব্যয়	২৪৮৯	২৫৭৬	১১১৯	২২৩৮
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	২৮৭১০	৪০০৯০	১১৫৫৯	২২৬০০
	ক) রপ্তানি	১১১৭০	১০২১০	২৭৯৪	৫০০০
	খ) আমদানি	১২৪৬০	১০৫০০	২৭৬৫	৫৬০০
	গ) রেমিটেন্স	৫০৮০	১৯৩৮০	৬০০০	১২০০০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৫০৫০	৫০৩৩	৪৯৬৭	৪৯৪২
	ক) কর্মকর্তা	২৯৮৭	২৯৮০	৩১৬৭	৩১৫০
	খ) কর্মচারী	২০৬৩	২০৫৩	১৮০০	১৭৯২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪২৫	৪২৫	৪২৫	৪২৫
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০
	ক) বাংলাদেশে	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	০	৭০	৯৫	১৬৫	৬২৪	৭৮৯
আদায়	১	১৬	৭	২৪	১৫৮৭	১৬১০
২০০২						
বিতরণ	০	৭৩	১০২	১৭৫	৬৩০	৮০৫
আদায়	১	৯৮	৩৮৮	৪৮৭	৯৩৩	১৪২০
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	০	৪০	৩০	৭০	২৫০	৩২০
আদায়	১	২০	৯০	১১১	৩৮৯	৫০০
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	০	৭৫	৬০	১৩৫	৪৫০	৫৮৫
আদায়	১	৪২	১৯০	২৩৩	৮৬৭	১১০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩১	১৮৯	৩২০
পরিমাণ	১২৮৭	১১২	১৩৯৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	১৫	২১
পরিমাণ	৫৬	১০	৬৬
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩২	১৯৫	৩২৭
পরিমাণ	১২৯৫	১১৫	১৪১০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	৬	৮
পরিমাণ	৪৫	১৪	৫৯
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	১১	১৬
পরিমাণ	৯৫	২৫	১২০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	২১৪	২০৪	২০০	১৯৮
	ক) শস্য	৭৭	৭৬	৭৫	৭৪
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৩৭	১২৮	১২৫	১২৪
২।	**শিল্প :**	১৩০৩	১৩৯৯	১৪০৯	১৪২৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১১৯৪	১২৮৭	১২৯৫	১৩০৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১০৯	১১২	১১৪	১২১
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	১৬৩৮৪	১৭৭৫৭	১৭৮২৫	১৮৪২৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৮২১	৯১৯	৯২৫	৯৩০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯৭	১০২	১০৫	১১৬
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	৯৯	১১৬	১১০	১২৫
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	৬৪	৭১	৭৩	৭৫
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	৩৫	৪৫	৪৭	৫০
৭।	অন্যান্য	৪৬৬৫	৫৬৯৬	৬৩৬১	৬৪৭৮
	সর্বমোট	**২৩৫৮৩**	**২৬১৯৩**	**২৬৯৪৫**	**২৭৬৯৯**

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন নামে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে জাতীয়করণের পর এটি উত্তরা ব্যাংক নাম ধারণ করে। পরবর্তীতে সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় পুঁজি প্রত্যাহারপূর্বক উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড নামে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ হতে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন লাভ করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ১৯৮টি শাখা সম্বলিত এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০ মিলিয়ন টাকা। এই ব্যাংকের মোট ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৯৪ মিলিয়ন টাকা ৫৬৭৮ জন ব্যক্তি মালিকানাধীন শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৬ মিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ সরকার ও ২টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত। ৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৮০ জনে, তন্মধ্যে ২১২৫ জন কর্মকর্তা এবং ১০৫৫ জন কর্মচারী।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্রুততম সময়ে স্বদেশে প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তা লাভজনক খাতে সঞ্চয়/বিনিয়োগে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক (ক) অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদি আমানত (NFCD), (খ) বৈদেশিক মুদ্রা চলতি আমানত

ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত একটি ইস্পাত কাস্টিং কারখানা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১২২৩	১৪৫৮	১৪৫৮	১৪৫৮
৪।	**আমানত :**	**২৮৪৩০**	**২৯১৫৪**	**২৯২৬৯**	**২৯৮০০**
	ক) তলবি আমানত	৮১৩৪	৭৬৫০	৬৭৭৪	৭৩০০
	খ) মেয়াদি আমানত	২০২৯৬	২১৫০৪	২২৪৯৫	২২৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৪১৮৭	২২৯৩৮	২২৩৫৮	২২৬৫০
৬।	বিনিয়োগ	৩৬৯১	৬৭৪০	৭২৩৩	৭৪০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৫৯১৩	৩৬৯৭৩	৩৭৮৯৭	৩৮৮০০
৮।	মোট আয়	৩৮১৯	৩৯১৮	১২৮৭	২৬০০
৯।	মোট ব্যয়	২২১৬	২৫৮৩	১০০৫	২০৭০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	**৫৫৩৩৬**	**৫৬৬৮৩**	**১৫৫১১**	**৩০৫০০**
	ক) রপ্তানি	১৯৩৮৭	২১০৩৬	৫২১৯	১০০০০
	খ) আমদানি	২৯৬৩৩	২৭০৯৪	৭২৬৫	১৪০০০
	গ) রেমিটেন্স	৬৩১৬	৮৫৫৩	৩০২৭	৬৫০০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	**৩১৫৯**	**৩২০০**	**৩১৮০**	**৩১৪২**
	ক) কর্মকর্তা	২১৯৮	২১৪০	২১২৫	২১০০
	খ) কর্মচারী	৯৬১	১০৬০	১০৫৫	১০৪২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৪২	৪৫০	৪৯২	৫০০
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	**১৯৮**	**১৯৮**	**১৯৮**	**১৯৮**
	ক) বাংলাদেশে	১৯৮	১৯৮	১৯৮	১৯৮
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

(FCAP/FCAD), (গ) ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড (WEDB) এবং (ঘ) পোর্টফোলিও বিনিয়োগের জন্য অনিবাসী বিনিয়োগ টাকা হিসাব (NITA) ব্যাপকভাবে চালু করেছে। এসব তদারকির জন্য প্রধান কার্যালয়ে হোম রেমিটেন্স সেল (HRC) রয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিদেশ ভ্রমণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কোন বাংলাদেশী নাগরিক তাঁর কাছে রক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অথবা ভ্রমণকালে বৈধ উপায়ে যে কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা উত্তরা ব্যাংকের অনুমোদিত যে কোন ডিলার শাখা সমূহে রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাব (RFCD) খুলতে পারে। এছাড়াও, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অন্তর্মুখী রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে 'এক্সপ্রেস পেমেন্ট স্কীম' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর অধীনে প্রাপকের একাউন্ট উত্তরা ব্যাংকে পরিচালিত হলে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে প্রেরিত অর্থ প্রাপ্তির দু'ঘণ্টার মধ্যে প্রাপকের একাউন্টে জমা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের ক্ষেত্রে হিসাব পরিচালিত হলে মহানগর ও জেলা সদর সমূহে পরবর্তী কর্ম দিবসে এবং অন্য যে কোন স্থানে কুরিয়ার সার্ভিস প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ মাত্র ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে প্রাপকের ব্যাংকে পে-অর্ডার বা ডিডির মাধ্যমে প্রাপ্য অর্থ পৌঁছে দেয়া হয়। এছাড়াও যে সকল গ্রাহকের উত্তরা ব্যাংকে কোন একাউন্ট নেই তাদেরকে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তাদের পাসপোর্ট অথবা রেমিটেন্স কার্ড প্রদর্শনপূর্বক বিদেশ থেকে

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	৬৩	২৯৯৬	৩০৫৯	৩০৪৩৭	৩৩৪৯৬
	আদায়	-	৪৮	১৮৫৩	১৯০১	২৯৮৯৮	৩১৭৯৯
২০০২							
	বিতরণ	-	২৩৫০	২২১০	৪৫৬০	২৫২৬০	২৯৮২০
	আদায়	-	২০৭৫	১১২৯	৩২০৪	২৩৬৭৭	২৬৮৮১
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	-	৫৮৯	৫৮৯	৬৫৩৭	৭১২৬
	আদায়	-	-	৪০৬	৪০৬	৫৮২৯	৬২৩৫
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	২৫	১২৮৩	১৩০৮	৬৯৫৫	৮২৬৩
	আদায়	-	২০	৯৬২	৯৮২	৬২০৪	৭১৮৬

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

প্রেরিত অর্থ নগদ পরিশোধের জন্য ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ স্কীম (Instant Cash Scheme) নামে একটি স্কীমও চালু করা হয়েছে। উক্ত স্কীমে পাসপোর্ট/কার্ডধারীর নাম এবং পাসপোর্ট/কার্ড নম্বর দিয়ে কোন প্রবাসী দেশে টাকা পাঠালে ব্যাংক তা নগদে পরিশোধ করে থাকে। এর জন্য প্রাপকের কোন হিসাব ব্যাংকে না থাকলেও চলবে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড তার গ্রাহকদের দ্রুত ও দক্ষ সেবা প্রদানের জন্য শাখাসমূহকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকের সকল শাখাসমূহ কম্পিউটার প্রযুক্তির আওতায় এসেছে এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় নিজস্ব সফটওয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে ব্যাংক পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিবরণী ও ডাটা নির্ধারিত সময়ে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন ইত্যাদি দ্রুততার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে MIS & Computer Department নামে একটি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এদিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজার পরিস্থিতির প্রতি মুহূর্তের সঠিক তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ব্যাংকের ডিলিং রুমের জন্য রয়টার ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (মানি ২০০০) এবং সর্বাধুনিক লেনদেন পদ্ধতি (ডিলিং ২০০০-১) চালু করেছে। এর ফলে ব্যাংক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞ জনশক্তি সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানের ট্রেজারী সার্ভিস প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে এবং গ্রাহকগণ আন্তর্জাতিক মুদ্রা পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য ও উপাত্তসমূহ জানতে পারছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে দ্রুততম সেবা প্রদানের জন্য প্রধান কার্যালয়ে ৬ (ছয়)টি ই-মেইল (E-mail) সার্ভিস চালু রয়েছে এবং গ্রাহকদের আধুনিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক ৩ ডিসেম্বর ২০০০ হতে SWIFT-এর সদস্যভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ২৫টি শাখা SWIFT নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। এই সিস্টেমের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে ব্যাংক বিশ্বব্যাপী ঋণপত্র প্রেরণ, তহবিল স্থানান্তর, বার্তা বিনিময় ও অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে কম খরচে এবং বিশ্বস্ততার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া, সর্বশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ এবং সংবাদ ভাষ্যসহ ব্যাংক এর কার্যাবলী সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদানের জন্য নিজস্ব ওয়েব সাইট www.uttarabank-bd.com চালু হয়েছে।

২০০২ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯১৫৪ মিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭২৪ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২.৫৫ ভাগ বেশি। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির মোট আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ২৯২৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৯৩৮ মিলিয়ন

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৫	১২৮০	১৩৩৫
পরিমাণ	৩২৪০	৩৭	৩২৭৭
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	২২	২৬
পরিমাণ	৪৮৮	১৯০	৬৭৮
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৮	১৩৩০	১৩৮৮
পরিমাণ	৪০৪০	৪৬	৪০৮৬
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	৫০	৫৩
পরিমাণ	৮০০	৯	৮০৯
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	১০০	১০৬
পরিমাণ	১৫০০	২০	১৫২০

** প্রাক্কলিত।*

টাকা যা ৫৮০ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০০৩ শেষে ২২৩৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ৬৭৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড মোট ৫৬৬৮৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১০৩৬ মিলিয়ন টাকা, ২৭০৯৪ মিলিয়ন টাকা এবং ৮৫৫৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটি মোট ১৫৫১১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৫২১৯ মিলিয়ন টাকা, ৭২৬৫ মিলিয়ন টাকা এবং ৩০২৭ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড মোট ২৯৮২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ২৬৮৮১ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩৪৯৬ মিলিয়ন টাকা ও ৩১৭৯৯ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৫৬০ মিলিয়ন টাকা ও ৩২০৪ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০৫৯ মিলিয়ন টাকা ও ১৯০১ মিলিয়ন টাকা। এই ব্যাংক ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট ৭১২৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৬২৩৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে উত্তরা ব্যাংক ২৬টি প্রকল্পের জন্য মোট ৬৭৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ৪টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রকল্পের জন্য ৪৮৮ মিলিয়ন টাকা এবং ২২টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্পের জন্য ১৯০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০৮৬ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ৪০৪০ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির

শিল্পে ৪৬ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া, শিল্প খাতে মেশিনারীজ ক্রয়ে সহায়তাদানের জন্য লীজ ফাইন্যান্সিং (Lease financing) নামে বিশেষ প্রকল্প চালু রয়েছে, যার আওতায় ২০০২ সাল শেষে ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৪৯৬ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

২০০২ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের সর্বমোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৯৩৮ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৪৯৮ মিলিয়ন টাকা। বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার ভাগলপুর শাখার মাধ্যমে ইতোমধ্যে গো-দুগ্ধ উৎপাদন ও হাঁস-মুরগী পালন খাতে প্রকল্প ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০২ শেষে এ খাতে ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭ মিলিয়ন টাকা।

অক্টোবর ১৯৯৬ হতে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড "উত্তরণ" শীর্ষক ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে ঋণ সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে। ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত এর আওতায় ৫২১ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আদায়ের হার প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ। জুলাই ১৯৯৯ থেকে চাকরীজীবীদের জরুরী প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে "ব্যক্তিগত ঋণ প্রকল্প" নামে আরও একটি প্রকল্প চালু রয়েছে যেখানে ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত এর আওতায় ৯০ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০০০ হতে উদ্যমী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা নিজেদের মূলধন দিয়ে ব্যবসা করছে কিন্তু মূলধন ঘাটতির কারণে ব্যবসা বিস্তৃতি লাভ করতে পারছে না তাদের সহায়তা কল্পে "ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঋণ" এবং যাদের নিজস্ব বাড়ি আছে কিন্তু অর্থাভাবে তা মেরামত বা সংস্কার করতে পারছে না তাদের জন্য "গৃহ সংস্কার ঋণ" নামে দু'টি প্রকল্প চালু করেছে। ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত এ দু'টি প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ২৮৭ মিলিয়ন টাকা এবং ৬১ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড-এর বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত-ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	২৭	১৮	১৮	১৮
	ক) শস্য	১২	১৭	১৭	১৭
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৫	১	১	১
২।	**শিল্প :**	২৯৫৭	৩২৭৭	৩২৩৫	৩২৭৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৭৫০	৩২৪০	৩১৯০	৩২২৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২০৭	৩৭	৪৫	৫০
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	১০৯১৭	১০০০৮	১০০৩৩	১০০৫০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৫১৮	৯৫৪	৯৫৬	৯৭৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	১৬৪	৪৯৮	৪৮০	৫০০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	১৬৪	৪৯৮	৪৮০	৫০০
৭।	অন্যান্য	৭৫৫৬	৮১৩৫	৭৫৮৮	৭৭৮৪
	সর্বমোট	**২৪১৮৭**	**২২৯৩৮**	**২২৩৫৮**	**২২৬৫০**

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ১২ এপ্রিল ১৯৮২ তারিখে ২০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৮৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকাণ্ড শুরু করে। ২০০২ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৪১০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ৫৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে ব্যাংকটির শাখা ৬৯টিতে এবং মোট জনশক্তি ১৬৫৯ জনে দাঁড়ায়। মোট জনশক্তির

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪১০	৪১০	৪১০	৪৭১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৪৮	৫৬৯	৫৬৯	৫৬৯
৪।	আমানত :	১৯৪১০	২৫৫২৫	২৪৭৪৭	২৬৭৫০
	ক) তলবি আমানত	৩৬১৬	৪৪৭৭	৪৫২৮	৪৭৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৫৭৯৪	২১০৪৮	২০২১৯	২২০০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৪৮৬২	১৯৪৭৭	১৯৪৩৩	২১২৫০
৬।	বিনিয়োগ	২৭০৪	৩২১৯	৩২২০	৩৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৫৩৫২	৩১৯১৯	৩২৪২৮	৩৫৪০০
৮।	মোট আয়	২২০৮	২৪১৯	৮২৬	১৬৫০
৯।	মোট ব্যয়	১৯৪৫	২৩৯৫	৭৫৬	১৪০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	২২৩২৫	৩১৭৭৭	৮৪৭৬	১৮৫০০
	ক) রপ্তানি	৮২৭৫	৮৪৬৭	১৯২৩	৪৫০০
	খ) আমদানি	১২৪২৮	১৭২১৩	৪৯৮৫	১০৫০০
	গ) রেমিটেন্স	১৬২২	৬০৯৭	১৫৬৮	৩৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	১৫৯৭	১৬৫৯	১৬৯১	১৭২০
	ক) কর্মকর্তা	৯৪৮	৯৬৬	৯৮৩	৯৮৫
	খ) কর্মচারী	৬৪৯	৬৯৩	৭০৮	৭৩৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩১০	৩২৫	৩৩০	৩৪০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়) :	৬৪	৬৯	৬৯	৬৯
	ক) বাংলাদেশে	৬৩	৬৮	৬৮	৬৮
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

৯৬৬ জন কর্মকর্তা এবং ৬৯৩ জন কর্মচারী ছিল।

২০০২ সালে আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২৫৫২৫ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবি আমানত ৪৪৭৭ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ২১০৪৮ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৭৪৭ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবি আমানত ৪৫২৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ২০২১৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১৯৪৭৭ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে ১৯৪৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৭৭৭ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৪৬৭ মিলিয়ন টাকা, ১৭২১৩ মিলিয়ন টাকা এবং ৬০৯৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ৮৪৭৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ২০০২ সালে ১৩৬২৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৯২৩৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। এ সময়ে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৭৩০৩ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ এবং ৯৫ মিলিয়ন টাকা ছিল কৃষি ঋণ। খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক শুরু থেকে মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ১৬০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩২০৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ২৪০৩ মিলিয়ন টাকা (৭৫%) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ৮০০ মিলিয়ন টাকা (২৫%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত) এবি ব্যাংক মোট ১৫৬টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩১১৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ২৩৩৪ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ৭৭৯ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে। শুধু ২০০২ সালে এ ব্যাংক ২১টি প্রকল্পে ৪৪৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, যার মধ্যে ৩৬০ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ শিল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	১৭৫	৬২৫	৬৫১৫	৭১৪০	৫১৯৮	১২৫১৩
	আদায়	৯৭	৫৮০	৬৫৫০	৭১৩০	৩১০৬	১০৩৩৩
২০০২	বিতরণ	৯৫	২৪৬	৭০৫৭	৭৩০৩	৬২৩০	১৩৬২৮
	আদায়	৪০	৪৩৫	৬৩২৬	৬৭৬১	২৪৩৪	৯২৩৫
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	২০	৫১	১৮৪৭	১৮৯৮	১৬২৪	৩৫৪২
	আদায়	২১	৮৫	১৭৯৫	১৮৮০	১৪৭২	৩৩৭৩
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	৫৫	১১০	৪০০০	৪১১০	৩০০০	৭১৬৫
	আদায়	৪০	১৫০	৩৯১৫	৪০৬৫	২৮৩৫	৬৯৪০

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৪	১০২	১৫৬
পরিমাণ	২৩৩৪	৭৭৯	৩১১৩
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	১৫	২১
পরিমাণ	৩৬০	৮৫	৪৪৫
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৫	১০৫	১৬০
পরিমাণ	২৪০৩	৮০০	৩২০৩
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	৩	৪
পরিমাণ	৬৫	২১	৮৬
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	১০	১৩
পরিমাণ	২৩০	৪৫	২৭৫

** প্রাক্কলিত।*

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

এবি ব্যাংক-এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২০০২ সাল শেষে ১৯৪৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০০১ সাল শেষের স্থিতি ১৪৮৬২ মিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৩১ ভাগ বেশি। ২০০২ সালে মোট ঋণের স্থিতির মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ৪৬৫ মিলিয়ন টাকা (৩%), শিল্প খাতে ৩০৪২ মিলিয়ন টাকা (১৬%), পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল খাতে ৮৪০৪ মিলিয়ন টাকা (৪৩%), বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ১২৭৫ মিলিয়ন টাকা (৬%), পরিবহন খাতে ১৮৮ মিলিয়ন টাকা (১%), বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ৭২০ মিলিয়ন টাকা (৪%) এবং অন্যান্য খাতে ৫৩৮৩ মিলিয়ন টাকা (২৭%) বিদ্যমান। আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৪১০	৪৬৫	৪৭৪	৪৯০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪১০	৪৬৫	৪৭৪	৪৯০
২।	**শিল্প :**	২৫০০	৩০৪২	৩০৬০	৩৫৪৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৯২০	২৬৩০	২৬৪৫	৩০৭৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫৮০	৪১২	৪১৫	৪৭০
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	৬২২০	৮৪০৪	৮৪১৯	৮৫০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১২৬০	১২৭৫	১২৬০	১২৯০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৭৫	১৮৮	১৯০	২০০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	৬৭০	৭২০	৭৫০	৭৭৫
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৬৭০	৭২০	৭৫০	৭৭৫
৭।	অন্যান্য	৩৬২৭	৫৩৮৩	৫২৮০	৬৪৫০
	সর্বমোট	**১৪৮৬২**	**১৯৪৭৭**	**১৯৪৩৩**	**২১২৫০**

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ১০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৪৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ৪৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৯৫ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬টি। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল-এর মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহায়তায় বহির্বিশ্ব থেকে স্বদেশে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও, এ ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড, এটিএম, সঞ্চয়ী বীমা প্রকল্প, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, বিশেষ আমানত প্রকল্প, কঞ্জুমারস ক্রেডিট স্কীম, বরেন্দ্র বহুমুখী ঋণ কর্মসূচী ইত্যাদি সেবা প্রকল্প চালু করেছে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৭১ জনে, তন্মধ্যে, ১৫৪৪ জন কর্মকর্তা এবং ৬২৭ জন কর্মচারী।

২০০২ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৫.৫৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬২৭৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৩৫৫ মিলিয়ন টাকায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ২১৬৭৮ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে ২১৪৮৮

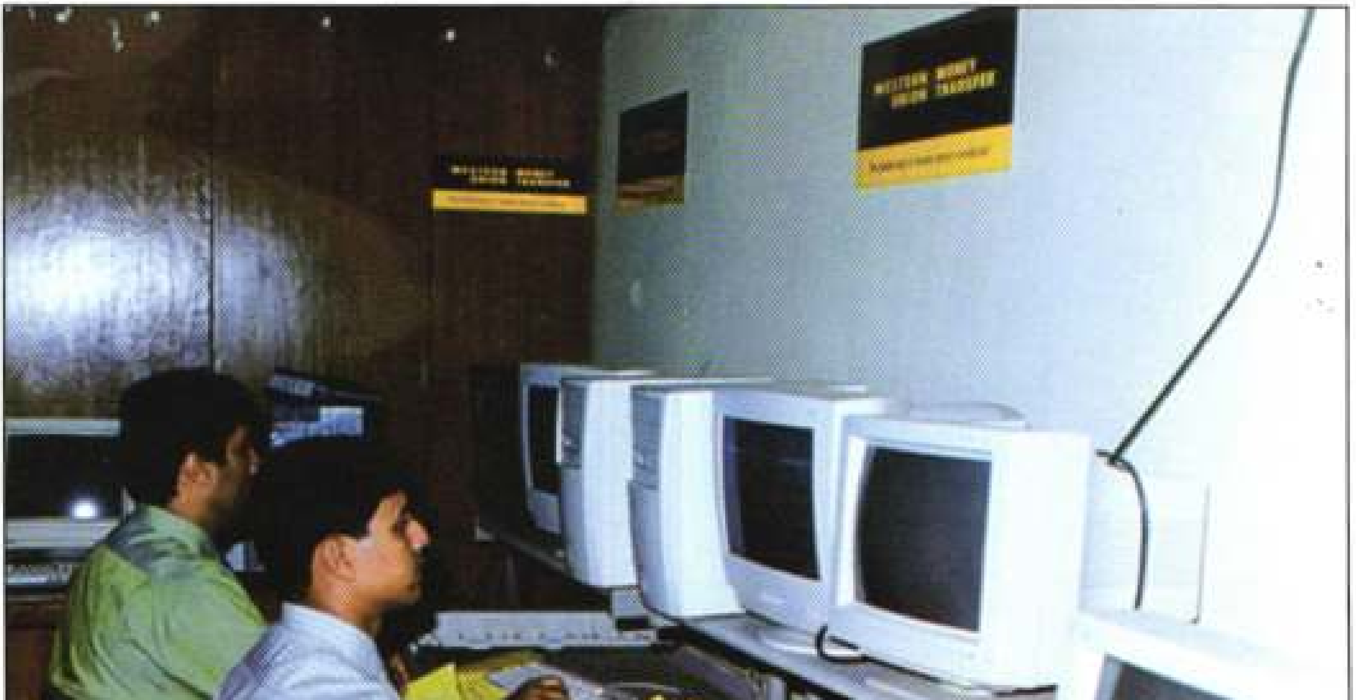

ব্যাংকের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন মানি ট্রান্সফার সার্ভিসেস-এর কার্যক্রম।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪৩০	৪৩০	৪৩০	৪৩০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১১৪২	১১৯৫	১১৯৫	১১৯৫
৪।	**আমানত :**	২৪৮৯৭	২৬২৭৬	২৫৩৫৫	২৭১৪০
	ক) তলবি আমানত	৫৮৬৩	৬১৪২	২৫৮৭০	৬৫১৪
	খ) মেয়াদি আমানত	১৯০৩৪	২০১৩৪	১৯৪৮৫	২০৬২৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২০২০১	২১৬৭৮	২১৪৮৮	২২৮৪০
৬।	বিনিয়োগ	২৮৯২	৩৮৪০	৩২৮৬	৪০৯৪
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৮৭৩২	৪৫৭১৯	৪৫৯০০	৪৬৫০০
৮।	মোট আয়	৩২৮৫	৩৩৪৩	৮২৫	১৬৬০
৯।	মোট ব্যয়	২২৬৮	২৪৭৩	৬২৫	১১৪০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	৪৭৮২৩	৪৩৪৮২	১১৩৬০	২২৭২০
	ক) রপ্তানি	২২০৭১	১৭৭৭৯	৩৬৯৫	৭৩৯০
	খ) আমদানি	২০৭৭৩	১৯২৪৫	৫৪৬৯	১০৯৩৮
	গ) রেমিটেন্স	৪৯৭৯	৬৪৫৮	২১৯৬	৪৩৯২
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	২০৭৩	২১৭১	২১৭১	২১৮৬
	ক) কর্মকর্তা	১৪৩৪	১৫৪৪	১৫৪৪	১৫৫৯
	খ) কর্মচারী	৬৩৯	৬২৭	৬২৭	৬২৭
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৮১	১৯১	১৯২	১৯৫
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়) :**	৭৫	৭৬	৭৬	৭৬
	ক) বাংলাদেশে	৭৫	৭৬	৭৬	৭৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৮৪০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ৪৩৪৮২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৭৭৭৯ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৯২৪৫ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৬৪৫৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩৬০ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬৯৫ মিলিয়ন টাকা, ৫৪৬৯ মিলিয়ন টাকা এবং ২১৯৬ মিলিয়ন টাকা। সারণি-১-এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক মোট ৩৬১৭৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ২৯০৩৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩৫৩৩ মিলিয়ন টাকা ও ২২৯৮৬ মিলিয়ন টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০২ সালে ব্যাংকটি কৃষি খাতে ২৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৩ মিলিয়ন টাকা ও ৬১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৪২৬ মিলিয়ন টাকা ও

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	১১৩	৫২২৯	১৩৭১	৬৬০০	২৬৮২০	৩৩৫৩৩
	আদায়	৬১	২২০	৭১২	৯৩২	২১৯৯৩	২২৯৮৬
২০০২							
	বিতরণ	২৮	২১৬৮	১২৫৮	৩৪২৬	৩২৭২২	৩৬১৭৬
	আদায়	১২	৩৩৬	৬৮০	১০১৬	২৮০০৬	২৯০৩৪
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	২৮	১৮৫৯	৮৭৯	২৭৩৮	১৯১৬৪	২১৯৩০
	আদায়	১৪	১৫৩	৬৭৬	৮২৯	১০২৭৯	১১১২২
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	৯	১৮৯৬	৬৫১	২৫৪৭	২১৮৬৭	২৪৪২৩
	আদায়	৩	২৭৮	৪৭৮	৭৫৬	১৩৯৯৫	১৪৭৫৪

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫২	৮৪	১৩৬
	পরিমাণ	২৩২৯	৮৮৮	৩২১৭
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	১৬	২২
	পরিমাণ	৪৫৩	১০৭	৫৬০
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৭	৯৪	১৫১
	পরিমাণ	২৬৮০	১০১৪	৩৬৯৪
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	১০	১৫
	পরিমাণ	৩৫১	১২৬	৪৭৭
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৫	৪১	৬৬
	পরিমাণ	৫২৬	৭৮	৬০৪

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৬৭	৭৭	৬৭	৭৭
	ক) শস্য	২৭	২১	২০	১৯
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪০	৫৬	৪৭	৫৮
২।	**শিল্প :**	৩৯১০	৩৫৬৩	৩৫৪০	৩৭৩২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩৭৬৬	৩১৩৮	৩১০৩	৩২৬৮
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৪৪	৪২৫	৪৩৭	৪৬৪
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	৬৯৭৬	৩৫৯৯	৩৫৬৮	৩৯৮৩
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫২৯	৭৬১	৬০৯	৮২০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৭	৩২	৫৭	১৬৯
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৮৬৫২	১৩৬৪৬	১৩৬৪৭	১৪০৫৯
	সর্বমোট	**২০২০১**	**২১৬৭৮**	**২১৪৮৮**	**২২৮৪০**

১০১৬ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬০০ মিলিয়ন টাকা ও ৯৩২ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ২২টি প্রকল্পে মোট ৫৬০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ২০০২ সালে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩২১৭ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩৬৯৪ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ সারণি-৩-এ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ২৭ মার্চ ১৯৮৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন এবং ২৪০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ১২০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ১২০ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪৪ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬টিতে এবং মোট জনবল দাঁড়ায় ১৭৮৬ জনে, যার মধ্যে ১১৮৬ জন কর্মকর্তা ও ৬০০ জন কর্মচারী।

২০০২ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৬৮৩ মিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের ১৭১৮৪ মিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১৪.৫ ভাগ বেশি। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের মোট আমানত ১৬৬৫৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ১২৭২৯ মিলিয়ন টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালে ১৩৮৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০৩ শেষে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪০৬৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটির বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়ায় মোট ২৫১১ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১৯৭৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ১৯৪৭৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৬২১৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১২২৬৩

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি পাদুকা শিল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	২৪০	২৪০	২৪০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৬৩	৫৪৪	৫৪৪	৫৪৪
৪।	আমানত :	১৭১৮৪	১৯৬৮৩	১৬৬৫৯	২০০০০
	ক) তলবি আমানত	৩৭৮০	৩৭১৬	৩৩১৭	৪৫০০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৩৪০৪	১৫৯৬৭	১৩৩৪২	১৫৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১২৭২৯	১৩৮৮৫	১৪০৬৪	১৫৪৪৫
৬।	বিনিয়োগ	১৯৭৮	২৫১১	২৬০০	৩০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২০৭২৬	২৪৩৪৩	২৪৫০০	২৫৫০০
৮।	মোট আয়	১৭৪৯	২১২০৯	৮৩১৭	১১৫০০
৯।	মোট ব্যয়	১৩৪২	১৫৬৯৭	৭৮৩৯	৯০০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	১৮৪৩৮	১৯৪৭৭	৫৬৬০	১৩৮০০
	ক) রপ্তানি	৩৯৮২	৬২১৪	১৬০১	৪০০০
	খ) আমদানি	১৩৫০৩	১২২৬৩	৩৭৭১	৮০০০
	গ) রেমিটেন্স	৯৫৩	১০০০	২৮৮	১৮০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	১৬৮৮	১৭৫১	১৭৮৬	১৮৩৫
	ক) কর্মকর্তা	১০৯৯	১১৫৩	১১৮৬	১২১৬
	খ) কর্মচারী	৫৮৯	৫৯৮	৬০০	৬১৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪০০	৪০৮	৪০৮	৪০৮
১৩।	শাখা (সংখ্যায়) :	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
	ক) বাংলাদেশে	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৫৬৬০ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৬০১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩৭৭১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৮৮ মিলিয়ন টাকা। দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৪৮৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ১০৮৪৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩৬৩৭ মিলিয়ন টাকা ও ৯৮৪২ মিলিয়ন টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০৩ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে কৃষি ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ৮১ মিলিয়ন টাকা ও ১১৯২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ১৩৯৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	২৭০	৯২০	৯৩০	১৮৫০	১১৫১৭	১৩৬৩৭
	আদায়	১৭০	১৬৭	৩৪০	৫০৭	৯১৬৫	৯৮৪২
২০০২	বিতরণ	৭৭	৩৮০	৭৪৮	১১২৮	১৩৬৫১	১৪৮৫৬
	আদায়	১	৮০	২৩৭	৩১৭	১০৫২৮	১০৮৪৬
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	৮১	৪০২	৭৯০	১১৯২	১৪৩২৭	১৫৬০০
	আদায়	১	৮৪	২৫১	৩৩৫	১১১২০	১১৪৫৬
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	৮৬	৪২৩	৮৩৩	১২৫৬	১৫০৯৪	১৬৪৩৬
	আদায়	১	৮৮	২৬৪	৩৫২	১১৭১১	১২০৬৪

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৩৩	-	১৩৩
	পরিমাণ	৩৭৬৬	-	৩৭৬৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৭০	-	৭০
	পরিমাণ	১৩৯৩	-	১৩৯৩
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৪২	-	১৪২
	পরিমাণ	৪০০৭	-	৪০০৭
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৯	-	৯
	পরিমাণ	২৪১	-	২৪১
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১৯	-	১৯
	পরিমাণ	৩৮০	-	৩৮০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	৬১	৮৫	৮৯	৯৪
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৬১	৮৫	৮৯	৯৪
২।	**শিল্প :**	৪১৫৮	৪৬৪৭	৪৯০৮	৫১৬৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৪১৫৮	৪৬৪৭	৪৯০৮	৫১৬৯
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	৬০৯৮	৬৮৮৫	৭২৭২	৭৬৫৯
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৩০	৬৪৭	৬৮৩	৭২০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭৯	৮৩	৮৮	৯৩
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৮০৩	১৫৩৮	১০২৪	১৭১০
	সর্বমোট	**১২৭২৯**	**১৩৮৮৫**	**১৪০৬৪**	**১৫৪৪৫**

৪০০৭ মিলিয়ন টাকা। সারণি-৩-এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

মার্চ ২০০৩ শেষে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ মোট ১৪০৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (কৃষি খাতে ৮৯ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ৪৯০৮ মিলিয়ন টাকা, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল খাতে ৭২৭২ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৬৮৩ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৮৮ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১০২৪ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ শেষে এ ব্যাংকের ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৩৮৮৫ মিলিয়ন টাকা ছিল। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী ১৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে ৩০ মার্চ ১৯৮৩ হতে দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক। এটি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানী যার মূলধনের শতকরা ৫৯ ভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, কয়েকটি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক বিনিয়োগকৃত। অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশী উদ্যোক্তা ও শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৬৪০ মিলিয়ন ও ২৮৫২ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা ১৩১টিতে এবং মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৩২৯৩ জনে দাঁড়ায় যার মধ্যে ২৬৮৯ জন কর্মকর্তা। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পরিপালন ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের প্রখ্যাত আলেম, আইনজীবী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের নিয়ে গঠিত একটি "শরীয়াহ কাউন্সিল" আছে। ২০০২ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর মোট আমানতের পরিমাণ ৫৫৪৬২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৩৯১৫ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৩৩ ভাগ বেশি। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধি পায় ৩৪৯৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটির অগ্রিম ও ঋণ (বিনিয়োগ) স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১১০৪৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬২৮১ মিলিয়ন

ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি নিটিং ইন্ডাস্ট্রি।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	৩০০০	৩০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬৪০	৬৪০	৬৪০	১৯২০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৯৯৮	২৮৫২	২৮৫২	২৮৫২
৪।	**আমানত :**	৪১৫৪৭	৫৫৪৬২	৫৮৯৫৬	৬৬২৫০
	ক) তলবি আমানত	৫৯৮৭	৭২৮৬	৭৬৬৫	৮৬৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৫৫৬০	৪৮১৭৬	৫১২৯১	৫৭৬০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম (বিনিয়োগ)	৩৫২৩৮	৪৬২৮১	৫১৪২৬	৫৫৬১২
৬।	বিনিয়োগ	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪
৭।	মোট পরিসম্পদ (কন্ট্রা ব্যতীত)	৪৯৪৫৮	৬৫০৮১	৭০২২৬	৭৫০০০
৮।	মোট আয়	৪২৬০	৫২৩৪	১৩৪৭	৩২৩৫
৯।	মোট ব্যয়	৩৬৮৩	৪২৪০	৯৫২	২১৬০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	৫১৮৬৮	৬৫১৩১	১৮৬৬৭	৪৫৬৫০
	ক) রপ্তানি	১৬০৮২	১৬৬৭৩	৪৯৭২	১০০০০
	খ) আমদানি	২৫৯০৭	৩৩৭৮৮	৯৫০১	২২৮০০
	গ) রেমিটেন্স	৯৮৭৯	১৪৬৭০	৪১৯৪	১২৮৫০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	৩০৬০	৩২৯৭	৩২৯৩	৩৩৬৩
	ক) কর্মকর্তা	২৫৫২	২৬৯২	২৬৮৯	২৭৩৯
	খ) কর্মচারী	৫০৮	৬০৫	৬০৪	৬২৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৮১৫	৮৩০	৮৩০	৮৩০
১৩।	শাখা সংখ্যা (বাংলাদেশে)	১২১	১২৮	১৩১	১৩১

টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ৬৫১৩১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। তার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩৭৮৮ মিলিয়ন, ১৬৬৭৩ মিলিয়ন ও ১৪৬৭০ মিলিয়ন টাকা। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ১১২৫৮৪ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ বিতরণ ও ৮৬২৬৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৮৭৯৩ মিলিয়ন ও ৭২৮০৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত বিনিয়োগের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় যথাক্রমে ৪৭ মিলিয়ন টাকা ও ১৪৯৯৭ মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত খাতদ্বয়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১ মিলিয়ন ও ১৩০১২ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুরী

২০০২ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৩১টি প্রকল্পের জন্য ৭৪৮৩ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১০৫টি প্রকল্পের জন্য ৭৭৫৬ মিলিয়ন টাকা। ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ব্যাংকটি সর্বমোট ৫১৮টি প্রকল্পের জন্য ২৭৩৩৮ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি আকারের শিল্পের জন্য ১৫৪৯৫ মিলিয়ন টাকা (৫৬.৬৮%) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ১১৮৪৩ মিলিয়ন টাকা (৪৩.৩২%) মঞ্জুর করা হয়। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ৮টি

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি বিনিয়োগ	শিল্প বিনিয়োগ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি বিনিয়োগ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	৩৫	২১৮৭	১৪০২১	১৬২০৮	৬২৫৫০	৭৮৭৯৩
	আদায়	৩০	৭৪১	১৩৫৯৫	১৪৩৩৬	৫৮৪৪০	৭২৮০৬
২০০২	বিতরণ	৪৭	২৯২৩	১২০৭৪	১৪৯৯৭	৯৭৫৪০	১১২৫৮৪
	আদায়	৩১	১৩০৪	১১৭০৮	১৩০১২	৭৩২২০	৮৬২৬৩
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	১৯	১৩১৫	৫০৭৫	৬৩৯০	২৫০২০	৩১৪২৯
	আদায়	৭	২৭০	১০২০	১২৯০	১৭০০০	১৮২৯৭
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	৩৩	২৬৪০	১০৯১১	১৩৫৫১	৫২৫০০	৬৬০৮৪
	আদায়	১৯	৬৭০	২৯২০	৩৫৯০	৩৭৩২০	৪০৯২৯

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

বিনিয়োগ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৫১	৪৬৭	৫১৮
	পরিমাণ	১৫৪৯৫	১১৮৪৩	২৭৩৩৮
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত (৭টি পুরাতন ও ৬টি নতুন)	প্রকল্প সংখ্যা	১১	২০	৩১
	পরিমাণ	৫২৬২	২২২১	৭৪৮৩
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৫৫	৪৭১	৫২৬
	পরিমাণ	১৭৫০২	১১৯৪৬	২৯৪৪৮
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪	৪	৮
	পরিমাণ	২০০৭	১০৩	২১১০
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৮	৭	১৫
	পরিমাণ	৩৩৮৭	২৯৬	৩৬৮৩

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	৬৪	৫৫	৭৩	৮৫
	ক) শস্য	২৮	২	১৮	২৩
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৬	৫৩	৫৫	৬২
২।	শিল্প :	১২১৫৯	১৮২৯৩	২০৩৭৫	২১৭০৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৬৩০৮	১১৬৫৭	১২৯১৪	১৩২৮০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫৮৫১	৬৬৩৬	৭৪৬১	৮৪২৯
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	১৪৬৫৬	২১১২৫	২৩৯৩৫	২৫৯০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৩৭০	৩৬০২	৩৮৮০	৪২৭৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১২৮৫	১৮৫১	১৯৮৪	২১৫০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :	১০৫৫	১৩১২	১১৫১	১৪৫০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	৩৪১	৪৩২	৪৫৬	৪৯০
	খ) অন্যান্য	৭১৪	৮৮০	৬৯৫	৯৬০
৭।	অন্যান্য	৩৫৪৯	৪৩	২৮	৪০
	সর্বমোট	৩৫২৩৮	৪৬২৮১	৫১৪২৬	৫৫৬১২

প্রকল্পে ২১১০ মিলিয়ন টাকার শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ মঞ্জুরীর তুলনামূলক অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাংকের কর্মসূচী ২০০২ সালেও অব্যাহত থাকে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকটি পল্লী এলাকার গরীব ও সম্বলহীন মানুষের জন্য কৃষি খাতে সর্বোচ্চ ২৫০০০ টাকা এবং অকৃষি খাতে সর্বোচ্চ ৫০০০০ টাকা বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। স্বল্পশিক্ষিত বেকার ও কৃষিকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যাংক কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প, শ্যালো টিউবওয়েল ও প্রেসার মেশিন ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৭৫০০০ টাকা বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ১৩টি বিশেষায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সীমিত আয়ের মানুষের জন্য গৃহ-সামগ্রী প্রকল্পের আওতায় নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহ-সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৩৫০০০ টাকা হতে ৩.০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। দেশের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনা জামানতে ৫.০ লক্ষ টাকা থেকে ২৫.০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক সর্বোচ্চ ১.০ লাখ টাকা বিনিয়োগ প্রদান করে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তার লক্ষ্যে বিনা জামানতে ৩০০০০ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়াও, ইসলামী ব্যাংক ঢাকাসহ দেশের পরিবহন ও গৃহায়ন সমস্যা দূর করণার্থে ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প ও গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রদান করে আসছে। বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচীসহ ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

১৯৭৬ সালে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় যার মোট শেয়ারের শতকরা ৪০ ভাগের মালিক বাংলাদেশ সরকার। ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেড নামে একটি পরিপূর্ণ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০২ সালে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪০৬	৪০৬	৪০৬	৪০৬
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬২২	৭৭৪	৭৭৪	৭৭৪
৪।	আমানত :	১৭০৯০	১৮৭২০	১৭৮১৯	১৯৬৩৫
	ক) তলবি আমানত	৪০৬৮	৪৩৯৬	৩৪৩৭	৪৯০৮
	খ) মেয়াদি আমানত	১৩০২২	১৪৩২৪	১৪৩৮২	১৪৭২৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৭০৫৩	১৯৫০৩	১৯৮০২	২১০০০
৬।	বিনিয়োগ	১০৩১	৪২৬৩	২৭২২	৪৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৫৬৭৭	২৭৩৩৩	২৬৮৪৫	২৯০০০
৮।	মোট আয়	২১৭৪	২১৩৬	৫৫৫	১২০০
৯।	মোট ব্যয়	১৬৬১	১৮০০	৪৫৫	৮৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	৩৬৮৪২	৪১১২৬	১৩১৭৬	২৩৭৫০
	ক) রপ্তানি	১৬৫৩৩	১৮৫২৬	৫৮৪৩	১০৬০০
	খ) আমদানি	১৭৪১০	১৯৪০৭	৬৪৯১	১০৭০০
	গ) রেমিটেন্স	২৮৯৯	৩১৯৩	৮৪২	২৪৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭৩৩	১৭৫৫	১৭৬৭	১৭৭০
	ক) কর্মকর্তা	৯৪৭	৯৫৫	৯৫১	৯৫২
	খ) কর্মচারী	৭৮৬	৮০০	৮১৬	৮১৮
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০২	১৯৮	১৯৮	২০০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫৪	৫৮	৫৮	৬০
	ক) বাংলাদেশে	৫২	৫৬	৫৬	৫৮
	খ) বিদেশে	২	২	২	২

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	২	৪৪৩	১৪০০	১৮৪৩	১৯৭৬২	২১৬০৭
আদায়	১	২৬০	১৫৭৭	১৮৩৭	১৮৯৫০	২০৭৮৮
২০০২						
বিতরণ	০	৬২৯	১৮৪৯	২৪৭৮	২২০৭১	২৪৫৪৯
আদায়	৮	২৩২	১৩৯০	১৬২২	২০৪৬৯	২২০৯৯
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	২	২২	৩১২	৩৩৪	৫৭৮২	৬১১৮
আদায়	০	৫২	৩৪৭	৩৯৯	৫৪২০	৫৮১৯
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	২	৩১৩	৮২২	১১৩৫	১১৭৯৩	১২৯৩০
আদায়	১	২৩৪	৭২৫	৯৫৯	১০৪৭৩	১১৪৩৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৫	১৯১	২৪৬
পরিমাণ	৪২২৫	১৫৭৭	৫৮০২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	২১	৩০
পরিমাণ	৭২৬	৯১	৮১৭
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৮	১৯৩	২৫১
পরিমাণ	৪২৭৭	১৫৮৪	৫৮৬১
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	২	৫
পরিমাণ	৫২	৬	৫৮
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	৭	১৪
পরিমাণ	২৮৯	৩৮	৩২৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৭৫	৬৭	৬৯	৭০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৫	৬৭	৬৯	৭০
২।	**শিল্প :**	৩৫৩৪	৪৩৮৬	৪৩২৩	৪৭২০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৮২৫	৩৪২৭	৩৩৪১	৩৬৯০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৭০৯	৯৫৯	৯৮২	১০৩০
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	৪৫১৪	৫৪৮২	৫৬৬৭	৫৯০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২০৫	২৩৫	২১৬	২৫৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫৭	১১৭	১০৯	১২৫
৬।	অন্যান্য	৮৫৬৮	৯২১৬	৯৪১৮	৯৯৩০
	সর্বমোট	**১৭০৫৩**	**১৯৫০৩**	**১৯৮০২**	**২১০০০**

আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৪০৬ মিলিয়ন টাকায়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ২৬৬ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ১৪০ মিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০২ সাল শেষে ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮টিতে তন্মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫৬টি এবং দেশের বাইরে পাকিস্তানে ২টি। এছাড়াও, ব্যাংকটি ওমান নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে ১৯৮৫ সালে স্থাপন করে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কোম্পানী এলএলসি (ওবেক) এবং ১৯৯৪ সালে আইএফআইসি ব্যাংক ও নেপালী নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে কাঠমুন্ডুতে নেপাল-বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপালে আইএফআইসি ব্যাংক ও নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে একটি লিজিং কোম্পানী (নেপাল বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড লিজিং কোম্পানী লিঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০২ সালে এ ব্যাংকের মোট আমানত দাঁড়ায় ১৮৭২০ মিলিয়ন টাকায় যেখানে ২০০১-এ এর পরিমাণ ছিল ১৭০৯০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ৪১১২৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ১৮৫২৬ মিলিয়ন, ১৯৪০৭ মিলিয়ন এবং ৩১৯৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৫০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরে ১৭০৫৩ মিলিয়ন টাকা ছিল। এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

আইএফআইসি ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২ সারণি-৩ ও সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ২৯ জুন ১৯৮৩ সাল হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড শুরু করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ২৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা ৮০টি এবং মোট জনশক্তি সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৪১ জন যার মধ্যে ১১৬০ জন কর্মকর্তা এবং ৬৮১ জন কর্মচারী।

২০০২ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৬৪১৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫২৭৩ মিলিয়ন ও ১১১৪৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে এ ব্যাংকের মোট আগাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১৮২৬ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৯৬২ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে এ ব্যাংক মোট ২১৩৩১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬২১ মিলিয়ন, ১৪৯৭৫ মিলিয়ন এবং ৭৩৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ৫৪২২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬৪৪৬ মিলিয়ন ও ১৫০১৪ মিলিয়ন টাকা। এ ক্ষেত্রে শিল্প খাতে

ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় গড়ে ওঠা একটি ইস্পাত কারখানা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৩০	২৩০	২৩০	২৩০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৯৩	৪৪০	৪৪০	৩৯৩
৪।	**আমানত :**	**১৪২৪৬**	**১৬৪১৭**	**১৫৫৪৬**	**১৬৫০০**
	ক) তলবি আমানত	৪২৫৮	৫২৭৩	৪৭৩৬	৫০০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৯৯৮৮	১১১৪৪	১০৮১০	১১৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১০৯৪২	১১৮২৬	১১৮৫৭	১২০০০
৬।	বিনিয়োগ	১৯৬২	৩৯৬২	৩৪৫১	৩৬০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৩৪৯	২০৬৫৩	১৯৩৪৮	১৯৫০০
৮।	মোট আয়	২৫২৪	২৬৭৫	৭৫২	১৮০০
৯।	মোট ব্যয়	২০২০	২২২০	৬০৮	১৫৫০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	**১৯০৭০**	**২১৩৩১**	**৫৪২২**	**৬০৩০**
	ক) রপ্তানি	৫৩০৯	৫৬২১	১৬০৫	১৮০০
	খ) আমদানি	১৩১৩৩	১৪৯৭৫	৩৬৪৫	৪০০০
	গ) রেমিটেন্স	৬২৮	৭৩৫	১৭২	২৩০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	**১৮১২**	**১৮১৯**	**১৮৪১**	**১৮১০**
	ক) কর্মকর্তা	১১৩৬	১১৪৬	১১৬০	১১২৫
	খ) কর্মচারী	৬৭৬	৬৭৩	৬৮১	৬৮৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১০	১১০	১১০	১১০
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়) :**	**৭৯**	**৮০**	**৮০**	**৮০**
	ক) বাংলাদেশে	৭৯	৮০	৮০	৮০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১৭১ মিলিয়ন এবং ৪৬৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংক মোট ৪২১৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৩৮৫৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ইউনাটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ১১৩টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৯৮৭ মিলিয়ন টাকা (ক্রমপুঞ্জিভূত) শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ৩৮১১ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য এবং ১৭৬ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। ২০০২ সালে এ ব্যাংক ২২টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৬৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ৪২৬ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য এবং ১৩৯ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। শিল্পের আকার ভিত্তিক ব্যাংকটির ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

২০০২ সালে শেষে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৮২৬ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে ১১৮৫৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	১০৭	৮৪১	৯৪৮	১৪৩৫৪	১৫৩০২
	আদায়	-	৪৪৯	-	৪৪৯	১৩৪৭৩	১৩৯২২
২০০২							
	বিতরণ	-	৬২	১১০৯	১১৭১	১৫২৭৫	১৬৪৪৬
	আদায়	-	৪৬৩	-	৪৬৩	১৪৫৯১	১৫০১৪
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	৩২	২৯২	৩২৪	৩৮৯২	৪২১৬
	আদায়	-	৯৫	-	৯৫	৩৭৬০	৩৮৫৫
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	৬৪	৫৮৩	৬৪৭	৭৫৫৮	৮২০৫
	আদায়	-	১৯১	-	১৯১	৭৩৩৯	৭৫৩০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৫	৮২	১০৭
	পরিমাণ	৩৬৬১	১৪৩	৩৮০৪
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	১৫	২২
	পরিমাণ	৪২৬	১৩৯	৫৬৫
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৭	৮৬	১১৩
	পরিমাণ	৩৮১১	১৭৬	৩৯৮৭
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৪	৬
	পরিমাণ	১৫০	৩৪	১৮৪
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	৭	১০
	পরিমাণ	২০০	৪১	২৪১

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৩৬৮৩	৩৮৩২	৩৯৬৮	৪০৬২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩৪০১	৩৬৬১	৩৭২২	৩৭৩১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৮২	১৭১	২৪৬	৩৩১
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	৬৪৭৪	৭৩০৪	৭১৭৭	৭২০৮
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৬৪৩	৫৪৭	৫৭৩	৫৮০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭২	৬৭	৬৬	৭২
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৭০	৭৬	৭৩	৭৮
	সর্বমোট	**১০৯৪২**	**১১৮২৬**	**১১৮৫৭**	**১২০০০**

দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড
(আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড)

পূর্বের আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক যা ২০ মে ১৯৮৭ হতে তফসিলী ব্যাংক রূপে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে যা বর্তমানে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড নামে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০২ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০০ মিলিয়ন ও ২৬০ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০ মিলিয়ন টাকা। ওরিয়েন্টাল ব্যাংক সারাদেশে ৩৪টি শাখার মাধ্যমে সুদবিহীন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের মোট

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৬০০	৬০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৬০	২৬০	২৬০	৫১৯
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮০	৮০	৮০	৮০
৪।	আমানত :	১৪২৬৩	১৫৮৩৬	১৭১৫২	১৭৬৪৭
	ক) তলবি আমানত	২২৪০	৮৮৬	১১৫৪	১২৩৫
	খ) মেয়াদি আমানত	১২০২৩	১৪৯৫০	১৫৯৯৮	১৬৪১২
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯৭১৬	১১৭০৪	১৩২০৮	১৪২০৭
৬।	বিনিয়োগ	-	৪	৪	৪
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪৭৯৮	১৫৪৯৪	১৬৮০৮	১৮১২২
৮।	মোট আয়	১২৬৫	৯২১	৩১৩	৬৭৩
৯।	মোট ব্যয়	১১৬৬	১৫২৯	৩৮৪	৮২৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	৮৫৮০	৯০৩২	৩৭৯৪	৭৫৮৩
	ক) রপ্তানি	২৭৭১	২৩৫৮	৯৪০	১৮৭৫
	খ) আমদানি	৪৫১৮	৫৬৯৮	২৫৫৪	৫১০৮
	গ) রেমিটেন্স	১২৯১	৯৭৬	৩০০	৬০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	৬৩৮	৬৩৯	৬৪৪	৬৫৪
	ক) কর্মকর্তা	৪৭৬	৪৮৫	৪৮৯	৪৯৫
	খ) কর্মচারী	১৬২	১৫৪	১৫৫	১৫৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	শাখার সংখ্যায় (বাংলাদেশে)	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	৪	১৩৮	১৯৫০	২০৮৮	১০৩৭৮	১২৪৭০
	আদায়	৪	৩৫১	১৫৫৭	১৯০৮	১০০৭২	১১৯৮৪
২০০২	বিতরণ	-	১৯৪	২০১৪	২২০৮	৬৯৪৮	৯১৫৬
	আদায়	-	২০৫	১৫৮২	১৭৮৭	৫৮৪৫	৭৬৩২
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	৭৫	৫৬০	৬৩৫	১৭৫০	২৩৮৫
	আদায়	-	৪৫	৩৫০	৩৯৫	১২৫০	১৬৪৫
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	১৫০	১১৭০	১৩২০	৩৫০০	৪৮২০
	আদায়	-	১২০	৮০০	৯২০	২৫০০	৩৪২০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১৯৫	-	১৯৫
	পরিমাণ	৫২৮৫	-	৫২৮৫
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৫৯	-	৫৯
	পরিমাণ	১৫৫০	-	১৫৫০
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২০৫	-	২০৫
	পরিমাণ	৫৬৩৫	-	৫৬৩৫
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২১	-	২১
	পরিমাণ	৩৫০	-	৩৫০
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪৫	-	৪৫
	পরিমাণ	৯৫০	-	৯৫০

* প্রাক্কলিত।

জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪৪ জন যার মধ্যে ৪৮৯ জন কর্মকর্তা এবং ১৫৫ জন কর্মচারী।

২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট আমানত ২০০১ সালের তুলনায় ১৫৭৩ মিলিয়ন টাকা (১১.০৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৮৩৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে এ আমানত ১৩১৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭১৫২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটির মোট ঋণ ও অগ্রিম পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৮৮ মিলিয়ন টাকা (২০.৪৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সাল শেষে ১১৭০৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ৯০৩২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৮৫৮০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩৫৮ মিলিয়ন, ৫৬৯৮ মিলিয়ন ও ৯৬৭ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে উক্ত ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ৩৭৯৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড মোট ৯১৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৭৬৩২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৪৭০ মিলিয়ন টাকা ও ১১৯৮৪ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় ২২০৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ২০৮৮ মিলিয়ন টাকা। এ খাতে আলোচ্য বছরে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৮৭ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে উক্ত ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩৮৫ মিলিয়ন টাকা ও ১৬৪৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক অবস্থা সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড মোট ৫৯টি শিল্প প্রকল্পের জন্য ১৫৫০ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে। এর পুরোটাই মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রকল্পের জন্য। মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ২০৫টি প্রকল্পের জন্য শিল্প ঋণের মোট পুঞ্জিভূত মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬৩৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৭	-	-	-
	ক) শস্য	৭	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৪৭৮৭	৫২৮৫	৫৬৩৫	৬০০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৪৭৮৭	৫২৮৫	৫৬৩৫	৬০০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	২৬৩৫	৩৪৫২	৪১০২	৪৫০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৭১৭	৮৬১	৮৭১	৮৯০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৯৫	৫০৫	৫২৫	৫৬০
৬।	অন্যান্য	১০৭৫	১৬০১	২০৭৫	২২৫৭
	সর্বমোট	**৯৭১৬**	**১১৭০৪**	**১৩২০৮**	**১৪২০৭**

ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড (পুনর্গঠন) স্কীম, ১৯৯২ অনুযায়ী পূর্বতন বিসিসিআই-এর বাংলাদেশস্থ সমস্ত শাখাসমূহের সমস্ত হ্রাসকৃত/সমন্বিত সম্পদ, দায় ও ক্ষতি নিয়ে আগস্ট ১৯৯২ সালে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৭২০ মিলিয়ন ও ১৩৯১ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭২০	৭২০	৭২০	৭২০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১১৯৭	১৩৯১	১৩৯১	১৩৯১
৪।	আমানত :	১৩২৭৭	১৩৬৬২	১১৯৮১	১৩৫০০
	ক) তলবি আমানত	১৯৩৬	২৩৭০	১৮৬৩	২০০০
	খ) মেয়াদি আমানত	১১৩৪১	১১২৯২	১০১১৮	১১৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯৯৪৬	১০৮৯১	১০৬৭৯	১১৫০০
৬।	বিনিয়োগ	১২৫৮	১৯৫৬	৩৩৮৬	৩৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮২৮৪	১৮১৩৩	১৯১০৩	১৯৫০০
৮।	মোট আয়	২০২২	১৯৮৭	৭২১	১৫৮৬
৯।	মোট ব্যয়	১৩১৯	১২৫৬	৫৪৬	১১৩৪
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	১৭২৪২	১৭১১৩	৭৪৬১	৯৮৩০
	ক) রপ্তানি	৫৪০২	৪৩৫৮	১৮৯৯	২৭৫০
	খ) আমদানি	১১৪১৫	১২৬৪২	৫৫২২	৭০০০
	গ) রেমিটেন্স	৪২৫	১১৩	৪০	৮০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	৪৯২	৪৮৪	৪৮৫	৪৮৬
	ক) কর্মকর্তা	৪২২	৪১৫	৪১৯	৪২০
	খ) কর্মচারী	৭০	৬৯	৬৬	৬৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪৭	৫২	৫২	৫৬
১৩।	শাখা (সংখ্যায়) :	২২	২২	২২	২২
	ক) বাংলাদেশে	২২	২২	২২	২২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
	বিতরণ	৮৪২	৩২৩১	৪০৭৩	৬৫২৪	১০৫৯৭
	আদায়	৩৪৮	২৭২৪	৩০৭২	৫১৪৯	৮২২১
২০০২						
	বিতরণ	৭৫৮	২৫৬৩	৩৩২১	৬৫১৩	৯৮৩৪
	আদায়	১১৬৮	২০৩০	৩১৯৮	৪৯৭৫	৮১৭৩
৩১ মার্চ ২০০৩*						
	বিতরণ	১৪৪	৯২৪	১০৬৮	২৫৯৯	৩৬৬৭
	আদায়	৮২	৮১৪	৮৯৬	১৭২৯	২৬২৫
৩০ জুন ২০০৩**						
	বিতরণ	১৭৩	১১০৮	১২৮১	৩১১৮	৪৩৯৯
	আদায়	৯৬	৯৭৬	১০৭২	২০৭৪	৩১৪৬

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা ও মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২টি ও ৪৮৫ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৪১৯ জন কর্মকর্তা এবং ৬৬ জন কর্মচারী।

২০০২ সাল শেষে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২.৯০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৬৬২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৯৮১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১০৮৯১ মিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৯.৫০ ভাগ বেশি। মার্চ ২০০৩ শেষে উক্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০৬৭৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৫৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ১৭১১৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৩৫৮ মিলিয়ন, ১২৬৪২ মিলিয়ন ও ১১৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে এই ব্যাংক কর্তৃক মোট ৭৪৬১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৯৯ মিলিয়ন, ৫৫২২ মিলিয়ন ও ৪০ মিলিয়ন টাকা। ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড মোট ৯৮৩৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৮১৭৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এ ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৫৯৭ মিলিয়ন ও ৮২২১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের বিতরণকৃত মোট ঋণের মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৩২১ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৬৫১৩ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে এ ব্যাংক শিল্প খাত থেকে ৩১৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে ৪৯৭৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটি কৃষি খাতে কোন ঋণ বিতরণ করেনি। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৬৬৭ মিলিয়ন টাকা ও ২৬২৫ মিলিয়ন টাকা। ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-এর খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড ২৬টি বৃহৎ ও মাঝারি

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫১	৩১	১৮২
পরিমাণ	১২৩৫৭	২৪৫	১২৬০২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৬	২২	৪৮
পরিমাণ	২৬৮৯	১৯৫	২৮৮৪
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫৪	৩৬	১৯০
পরিমাণ	১২৬০৭	২৫২	১২৮৫৯
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	৫	৮
পরিমাণ	২৫০	৭	২৫৭
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৯	১৪
পরিমাণ	৩৫০	১০	৩৬০

* প্রাক্কলিত।

শিল্প ইউনিটকে মোট ২৬৮৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ১৫৪টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ইউনিটের জন্য ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৬০৭ মিলিয়ন টাকা। ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

২০০২ সালে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ১০৮৯১ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ৫৯৩৫ মিলিয়ন টাকা, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল খাতে ৩২৫৭ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৬৭২ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১০২৭ মিলিয়ন টাকা ঋণের স্থিতি বিদ্যমান। মার্চ ২০০৩ শেষে উক্ত ব্যাংকের মোট ১০৬৭৯ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ৬১০৭ মিলিয়ন টাকা, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল খাতে ৩২৬০ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৬৮৫ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৬২৭ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়।

ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতির অবস্থা সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৫০০৯	৫৯৩৫	৬১০৭	৬৪৭০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৪৯৫০	৫৬৯০	৫৭৮৪	৬১১৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫৯	২৪৫	৩২৩	৩৫৫
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	২৯৯৭	৩২৫৭	৩২৬০	৩৫৮৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৫৫	৬৭২	৬৮৫	৭৫৪
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৩৮৫	১০২৭	৬২৭	৬৯০
	সর্বমোট	**৯৯৪৬**	**১০৮৯১**	**১০৬৭৯**	**১১৫০০**

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৭৫০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৯৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৭ মে ১৯৯৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৫০ মিলিয়ন টাকা ও ৪৮০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯৭ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২টি ও ৭৭৭ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৫৭৯ জন কর্মকর্তা এবং ১৯৮ জন কর্মচারী।

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ গ্রাহক সেবায় ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে শেয়ারড ATM নেটওয়ার্কের সহায়তায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের গ্রাহকগণকে দিবা-রাত্রি নগদ উত্তোলন ও বিল প্রদানের সুবিধা দিয়ে আসছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহরেও এর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি Master Credit Card ও VISA Credit Card-এর সদস্যপদ লাভ করার মাধ্যমে গ্রাহকদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম সেবা প্রদানের জন্য একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। ব্যাংক কর্তৃক ইতোপূর্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে Money Gram এবং SWIFT-এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা গ্রহণ ও প্রেরণ করে আসছে এবং Dealing Room

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি জাহাজ ভাঙ্গা (Ship breaking) প্রকল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭৫০	৭৫০	৭৫০	৭৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪২৯	৪৮০	৪৮০	৫৫২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৬৯	৩৯৭	৩৯৭	৪২৫
৪।	**আমানত :**	১২৬৩১	১৬০৬২	১৫২৭৫	১৬১০০
	ক) তলবি আমানত	২৩৬৪	২৯০৩	২৬৪২	২৯৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	১০২৬৭	১৩১৫৯	১২৬৩৩	১৩১৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১০৭৮৮	১৩১৪৮	১৩৫৭৫	১৫০৭০
৬।	বিনিয়োগ	১৭৫৭	২৯০৯	৩২০৮	৩৩৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২১২৪৭	২৪৬৫১	২৬৬৮৫	২৭০৩৫
৮।	মোট আয়	১৭৮০	২০৫০	৬৫৪	১৩৮৫
৯।	মোট ব্যয়	১২১২	১৪৫২	৫৭৪	১১৬০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	১৮৫৭৬	১৯৫৯৪	৪৫৩৩	৯৯৭২
	ক) রপ্তানি	৪৫০৪	৪৫৫৯	৯০৭	১৯৯৬
	খ) আমদানি	১৩৭৫৪	১৩৫৮০	৩৩২৮	৭৩২২
	গ) রেমিটেন্স	৩১৮	১৪৫৫	২৯৮	৬৫৪
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	৭৫৯	৮১৩	৭৭৭	৭৮৫
	ক) কর্মকর্তা	৫৭৬	৬০৫	৫৭৯	৫৮১
	খ) কর্মচারী	১৮৩	২০৮	১৯৮	২০৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৬৫	২৮১	২৮৬	২৯১
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়) :**	২৯	৩১	৩২	৩৫
	ক) বাংলাদেশে	২৯	৩১	৩২	৩৫
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

Operation-এর সহায়তায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উন্নততর গ্রাহকসেবা প্রদান করে আসছে। এছাড়া, ব্যাংকটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য হওয়ার সুবাদে নিজস্ব Brokerage House-এর মাধ্যমে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগকারীদেরকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। চলতি বছরে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অন-লাইন ব্যাংকিং চালু করেছে। যার ফলে গ্রাহকগণ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সহজে ও দ্রুততার সাথে টাকা আদান প্রদান করতে পারবে। সর্বস্তরের জনসাধারণকে সঞ্চয়ে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাংকটি বিশেষ আমানত প্রকল্প, বিশেষ সঞ্চয়ী প্রকল্প, ইসলামী ব্যাংকিং প্রকল্প ইত্যাদি নামে প্রকল্প সেবা প্রবর্তন করেছে। অধিকন্তু, মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে কনজ্যুমার ফাইনান্সিং এবং লীজ ফাইনান্সিং-এর মাধ্যমে ঋণ সুবিধা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে।

২০০২ সালের শেষে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের মোট আমানত ১৬০৬২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। যার মধ্যে তলবি আমানত ২৯০৩ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১৩১৫৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ১৩১৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সাল শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৯০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৩ শেষে ৩২০৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	৫৪	৯০৩	৯৮৮৭	১০৭৯০	৭৩০৯	১৮১৫৩
	আদায়	১৭	৩৯৭	৫৪৩৮	৫৮৩৫	৫৯৫৭	১১৮০৯
২০০২	বিতরণ	৩০	৩২৬	৫২৮৫	৫৬১১	৮২৩৭	১৩৮৭৮
	আদায়	০.৪৭	৫৯১	১১৩২	১৭২৩	৩৩৬৯	৫০৯৩
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	৩	১৬	১৬০০	১৬১৬	১৫০০	৩১১৯
	আদায়	১৪	২৪	৭০০	৭২৪	৮৫০	১৫৮৮
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	৪	২৩	২০০০	২০২৩	২০০০	৪০২৭
	আদায়	১২	৩৫	৬৫০	৬৮৫	৮৭০	১৫৬৭

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৩০	৪১	৭১
	পরিমাণ	৭৯১	২৫	৮১৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	১৭	১৮
	পরিমাণ	১৬৯	৭৭	২৪৬
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৩০	৪৯	৭৯
	পরিমাণ	১০৩৯	৯০	১১২৯
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	৬	৬
	পরিমাণ	-	৪৪	৪৪
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	-	১৫	১৫
	পরিমাণ	-	৯০	৯০

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	৫৪	২৩৮	২৬০	২৭০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫৪	২৩৮	২৬০	২৭০
২।	শিল্প :	১১১০	৮১৬	৯০০	১১০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১০০৬	৭৯১	৮৫০	১০০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১০৪	২৫	৫০	১০০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৮০১১	১০৯৪৬	১১০০০	১২০০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৪৭	২৮৯	৩১৫	৪০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৮৭৯	২৪৯	৪০০	৫০০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩৮৭	৬১০	৭০০	৮০০
	সর্বমোট	১০৭৮৮	১৩১৪৮	১৩৫৭৫	১৫০৭০

ব্যাংকটি মোট ১৯৫৯৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৫৫৯ মিলিয়ন, ১৩৫৮০ মিলিয়ন ও ১৪৫৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটি মোট ৪৫৩৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯০৭ মিলিয়ন, ৩৩২৮ মিলিয়ন ও ২৯৮ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৩৮৭৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৫০৯৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১১৯ মিলিয়ন টাকা ও ১৫৮৮ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ১৮টি প্রকল্পের জন্য মোট ২৪৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির মোট ৭৯টি শিল্প প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১১২৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির প্রকল্প সংখ্যা ও ঋণের অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

ডিসেম্বর ২০০২ শেষে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ ১৩১৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০৩ শেষে মোট ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩৫৭৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৭ এপ্রিল ১৯৯৫ সালে বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ৭০০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময় শেষে রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৪৩ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭টিতে এবং মোট

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০০	৬০০	৭০০	৭০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮৫৮	১০৬১	৮৪৩	৮৪৩
৪।	আমানত :	১৩২৬০	১৬৯০২	১৭১৯১	১৮৩৬১
	ক) তলবি আমানত	৩৮৯২	৫৩১৯	৫০৪৩	৫৩৮৬
	খ) মেয়াদি আমানত	৯৩৬৮	১১৫৮৩	১২১৪৮	১২৯৭৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯০৭৫	১২৬৮৭	১৩৭৫৭	১৪১৫৩
৬।	বিনিয়োগ	১৭৩১	১৯৯৬	১৮০১	২৭২৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫৭৩৭	২০০৪৮	২০৩৫৩	২১৬২২
৮।	মোট আয়	১৯৮৮	২২৫১	৬৩৮	১৩২০
৯।	মোট ব্যয়	১২৩১	১৫০৩	৪১৯	৮৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	২৭৩০৩	৩৩৭৭৫	৯৯২০	১৬৬২৬
	ক) রপ্তানি	১২০৩৬	১২১৯০	৩৭৮৪	৬৫৯৪
	খ) আমদানি	১২৭২৭	১৯৫৬৪	৫৮৩৪	৯৪২০
	গ) রেমিটেন্স	২৫৪০	২০২১	৩০২	৬১২
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	৬১৩	৭৩০	৭৮৩	৭৮৭
	ক) কর্মকর্তা	৫৯৫	৭১২	৭৬১	৭৬৫
	খ) কর্মচারী	১৮	১৮	২২	২২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) :	৩৯৮	৪২২	৪৩০	৪৩৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়) :	২৬	২৭	২৭	২৮
	ক) বাংলাদেশে	২৬	২৭	২৭	২৮
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	৩৩	৫৮৮	১২৫৯	১৮৪৭	৩৬১৯	৫৪৯৯
	আদায়	৮	৪৮৪	১৩৩৯	১৮২৩	১৭৩৩	৩৫৬৪
২০০২							
	বিতরণ	-	১৪৮৩	১৮৮৫	৩৩৬৮	৬০৫২	৯৪২০
	আদায়	-	৯১১	১১২৩	২০৩৪	৩৬৬৮	৫৭০২
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	৩৩	১৩৯৮	১১৯৩	২৫৯১	৬৪৯১	৯১১৫
	আদায়	৪	৫৮৬	৬৭০	১২৫৬	৩৬৯৯	৪৯৫৯
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	৯	১৫২৬	১৬৩৯	৩১৬৫	৬৮৫১	১০০২৫
	আদায়	১২	৬৮৫	৯০০	১৫৮৫	৪৮২১	৬৪১৮

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৮৩ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৭৬১ জন কর্মকর্তা এবং ২২ জন কর্মচারী।

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সাল থেকে মাস্টার কার্ড –ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। এ কার্ডের মধ্যে রয়েছে দেশীয় মুদ্রায় লোকাল কার্ড এবং বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তর্জাতিক কার্ড। ইতোমধ্যে প্রাইম ব্যাংক VISA Card-এর Principal Membership গ্রহণ করেছে। অন-লাইন (On-Line) ব্যাংকিং সুবিধা প্রবর্তনের ফলে ব্যাংকের গ্রাহকগণ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সহজে এবং দ্রুততার সাথে টাকা প্রেরণ করতে পারছে। এ সুবিধার আওতায় চেকের মাধ্যমে এক শাখার আমানতকারী অন্য শাখায় টাকা জমা ও উত্তোলন করার সুবিধা ভোগ করছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক প্রণীত "কনজুমার ক্রেডিট স্কীম"-এর ঋণ সুবিধা ব্যাপক সংখ্যক গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। ২০০২ সাল পর্যন্ত এ ব্যাংক উক্ত খাতে ২২৯৭২ জন গ্রাহকের মধ্যে ১৩৮৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ ব্যাংক "লীজ ফাইন্যান্স"-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা প্রদান করে আসছে। ইসলামি পদ্ধতিতে সুদমুক্ত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ঢাকার দিলকুশায় একটি ও সিলেটের আম্বরখানায় একটিসহ মোট ২টি ইসলামি শাখা স্থাপন করেছে। শাখা দু'টির সমস্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম ও লেনদেন সম্পূর্ণরূপে ইসলামি শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। পুঁজি বাজার পরিচালনার জন্য প্রাইম ব্যাংক আলাদাভাবে "Merchant Banking Unit"-এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের Dealing Room-এ Reuter Machine স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে যে কোন দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশী টাকার মান সম্বন্ধে অবহিত করা যায় এবং তাদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচায় সহযোগিতা করা যায়। প্রাইম ব্যাংক SWIFT-এর সদস্য হয়েছে যার ফলে Letter of Credit Transmission এবং Fund Transfer সঠিকভাবে ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক কর্তৃক চালুরত উল্লেখযোগ্য আকর্ষণীয় প্রকল্পগুলো হলো : Contributory Savings Scheme, Education Savings Scheme, Monthly Benefit Deposit Scheme, Special Deposit Scheme, Hajj Deposite Scheme, Foreign Currency Deposit Account and Non Resident Foreign Currency Deposit (NFCD) Account.

২০০২ সালে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানত ১৬৯০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে, তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৩১৯ মিলিয়ন ও ১১৫৮৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট আমানত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭১৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৬৮৭ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে ১৩৭৫৭ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ৩৩৭৭৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ১২১৯০ মিলিয়ন ১৯৫৬৪ মিলিয়ন ও ২০২১ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংক মোট ৯৯২০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে, রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৭৮৪ মিলিয়ন, ৫৮৩৪ মিলিয়ন ও ৩০২ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সাল শেষে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৪২০ মিলিয়ন ও ৫৭০২ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩৬৮ মিলিয়ন ও ২০৩৪ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৪৯৯ মিলিয়ন ও ৩৫৬৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায় হয়েছে যথাক্রমে ৯১১৫ মিলিয়ন ও ৪৯৫৯ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে প্রাইম ব্যাংক ২১টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৪৭ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ৩৪০ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প খাতে এবং ৭ মিলিয়ন

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭০	১৩০	২০০
পরিমাণ	১০০২	৬৪	১০৬৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৬	৫	২১
পরিমাণ	৩৪০	৭	৩৪৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৮	১৩৩	২১১
পরিমাণ	১২৬৬	৬৮	১৩৩৪
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	৬	৯
পরিমাণ	৩৩	৬	৩৯
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৮	১৩
পরিমাণ	৮০	৮	৮৮

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৩৩	১৮৭	২৪১	২৪১
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৩	১৮৭	২৪১	২৪১
২।	**শিল্প :**	১৮৮৫	৩৮৮৯	৪৭৫৯	৫৩৩৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৮২৫	৩৭৮৪	৪৩৮৭	৪৯৩৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬০	১০৫	৩৭২	৪০২
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৯৬	৩৯২৩	৩০২৯	৩৪৭৬
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৫৪	৮৮৮	৯৮৭	১২০৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪২	১১৭	৩১০	৩৬১
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	৩৭৩	১৭৭	১৯৩	২১৯
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	৩৭৩	১৭৭	১৯৩	২১৯
৭।	অন্যান্য	৬২৯২	৩৫০৫	৪২৩৮	৩৩১২
	সর্বমোট	৯০৭৫	১২৬৮৭	১৩৭৫৭	১৪১৫৩

টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে। মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ২১১টি শিল্প প্রকল্পে ১৩৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

মার্চ ২০০৩ শেষে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ১৩৭৫৭ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে, কৃষি খাতে ২৪১ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ৪৭৫৯ মিলিয়ন টাকা, পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল খাতে ৩০২৯ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৯৮৭ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৩১০ মিলিয়ন টাকা, বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ১৯৩ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৪২৩৮ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড ১২ মার্চ ১৯৯৫ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং উক্ত বছরের ২৫ মে হতে ৫০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ২৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৩৬৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১৬ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৫০৮ জন এবং কর্মচারী ১০৮ জন। উক্ত সময় শেষে মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯টিতে।

বৈচিত্র্যময় ব্যাংকিং সেবায় সাউথইস্ট ব্যাংক সর্বদাই বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যে সব ক্ষেত্রে সাউথইস্ট ব্যাংক আন্তরিক ও সময়োপযোগী সেবা প্রদানে এগিয়ে এসেছে তার মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য, তহবিল সহযোগিতা, মূলধনে অংশগ্রহণ, কর্পোরেট ব্যাংকিং, মাইক্রো ক্রেডিট সুবিধা, চলতি ঋণ ও সিন্ডিকেট ঋণের মাধ্যমে বৃহৎ শিল্পে ঋণের ব্যবস্থা, লকার সুবিধা, এটিএম কার্ড সুবিধা এবং লীজিং কোম্পানীসমূহে বিনিয়োগ সুবিধা রয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকটির বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক মাসিক কিস্তি-ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে : শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প, বিবাহ সঞ্চয় প্রকল্প, অবসর সঞ্চয় প্রকল্প, মুনাফা-ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প, ৩০ দিনের মেয়াদি আমানত প্রকল্প এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদের আমানত প্রকল্প।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড তার দেয় ঋণ সুবিধা বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মধ্যম ও স্বল্প আয়ের জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কনজুমার্স ক্রেডিট স্কীম প্রকল্প পরিচালনা করছে। ব্যাংকটি পুঁজিবাজার কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব জোরদার করার প্রয়াস নিয়ে Reuter Screen-এর সুযোগের ব্যবস্থা এবং SWIFT (Society for World Wide Interbank Financial Telecommunication)-এর মেম্বার হয়েছে। SWIFT-এর মাধ্যমে বৈদেশিক ব্যবসা পরিচালনা এবং শিল্প বাণিজ্যাদিতে বিনিয়োগার্থ তহবিল স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়া সহজতর ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এ ব্যাংক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বেসরকারি খাতে বিদ্যুতায়ন, নিউজপ্রিন্ট ও সিমেন্টের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্পসারণ, বেসরকারি সেলুলার মোবাইল ফোন খাতে এবং গৃহ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করছে।

ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় তৈরী তৈজষপত্র।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	২৫০০	২৫০০	২৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৬৩	৩৬৩	৩৬৩	৫২৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৯৪	৬১৭	৬১৭	৬১৭
৪।	**আমানত :**	<u>১২৬৩০</u>	<u>১৬৫৯৮</u>	<u>১৮০০৪</u>	<u>১৮৪৮০</u>
	ক) তলবি আমানত	২৯৮০	২৪৩৬	২০৪৭	২১০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৯৬৫০	১৪১৬২	১৫৯৫৭	১৬৩৮০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯১৭৮	১৩০২৭	১৪০২১	১৪০৮২
৬।	বিনিয়োগ	১৭২৭	২২৮২	৩১০৫	৩২০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪৪৬৯	১৮৮৮২	২০৬৪০	২১২০০
৮।	মোট আয়	১৭৪৮	১৯৩৭	৬০৭	১৩৯৪
৯।	মোট ব্যয়	১২৫৬	১৪৪৪	৪৮২	১১০৭
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	<u>১৫৩১৪</u>	<u>১৫৫৭৩</u>	<u>৫০৯৩</u>	<u>৯৮৯৫</u>
	ক) রপ্তানি	২৬৭৫	২২৬৩	৬২২	২১৫০
	খ) আমদানি	১২১৮৭	১২৮১৭	৪৩২৮	৭৪৪৫
	গ) রেমিটেন্স	৪৫২	৪৯৩	১৪৩	৩০০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	<u>৫৭৬</u>	<u>৫৯৫</u>	<u>৬১৬</u>	<u>৬৪০</u>
	ক) কর্মকর্তা	৩৯৫	৪৮৮	৫০৮	৫২৮
	খ) কর্মচারী	১৮১	১০৭	১০৮	১১২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৮০	২৯৫	৩০০	৩১০
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়) :**	<u>১৩</u>	<u>১৯</u>	<u>১৯</u>	<u>২১</u>
	ক) বাংলাদেশে	১৩	১৯	১৯	২১
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

ইতোমধ্যে ব্যাংকের সকল শাখাসমূহের মধ্যে অন-লাইন সংযোগ দেয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই "রিয়েল টাইম হিসাব লেনদেন" আরম্ভ করা হবে।

২০০২ সালে সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ১৬৫৯৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে তলবি আমানত ২৪৩৬ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১৪১৬২ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮০০৪ মিলিয়ন টাকায় তন্মধ্যে তলবি আমানত ২০৪৭ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১৫৯৫৭ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩০২৭ মিলিয়ন টাকায় যা মার্চ ২০০৩ শেষে ১৪০২১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২২৮২ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে ৩১০৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ১৫৫৭৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ২২৬৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১২৮১৭ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৯৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০৯৩ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ৬২২ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ৪৩২৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৪৩ মিলিয়ন টাকা।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	১১৮০	২৫০	১৪৩০	২৯৬৫৮	৩১০৮৮
	আদায়	-	৫৩৬	১৫১	৬৮৭	১৯৬২৯	২০৩১৬
২০০২							
	বিতরণ	-	৮২২	৫৩০	১৩৫২	২১৪৬৬	২২৮১৮
	আদায়	-	৪৮১	২১৭	৬৯৮	১৮৩৯৯	১৯০৯৭
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	২৩৬	১৪০	৩৭৬	১০২৭৬	১০৬৫২
	আদায়	-	১২১	৫৫	১৭৬	৮৭৪১	৮৯১৭
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	৫৪৭	১৫৪	৭০১	১০৮০০	১১৫০১
	আদায়	-	১৮১	১৫৬	৩৩৭	৮৯০০	৯২৩৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪২	১	৪৩
	পরিমাণ	২৫৫১	১	২৫৫২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	-	১৭
	পরিমাণ	১০২৫	-	১০২৫
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৬	১	৪৭
	পরিমাণ	২৬৫২	১	২৬৫৩
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	১০১	-	১০১
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
	পরিমাণ	৩০৬	-	৩০৬

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	১৩১৪	২১৪১	২১৮২	২৪৩৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৩১৩	২১৪১	২১৮২	২৪৩৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৫৬৩৭	৬৫৬৪	৭৩৬৬	৭৩৫৯
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৯০০	১২৬৭	১৪৬৩	১৪৭৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৫	৩১	-	১১০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	**১৫**	**৪৪**	**৫২**	**৬৭**
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	১৫	৪৪	৫২	৬৭
৭।	অন্যান্য	১২৬৭	২৯৮০	২৯৫৮	২৬৩৮
	সর্বমোট	৯১৭৮	১৩০২৭	১৪০২১	১৪০৮২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সাউথইস্ট ব্যাংক ২০০২ সালে মোট ২২৮১৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৯০৯৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। এর মধ্যে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩৫২ মিলিয়ন ও ৬৯৮ মিলিয়ন টাকা। সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, সারণি-৩ ও সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ব্রত নিয়ে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ৫ জুলাই ১৯৯৫ সালে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালে এ ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭৯ মিলিয়ন টাকা ও ৫১৬ মিলিয়ন টাকা। সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রাহকদের কাছে উন্নত সেবা পৌছে দেয়াই ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড-এর মূল লক্ষ্য। এ ব্যাংকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : One Point Customer Service বা এক

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩০৩	৩৭৯	৩৭৯	৫৩১
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৩৫৮	৫১৬	৫১৬	৫১৬
৪।	**আমানত :**	১৭৭০৬	১৬৮৫৪	১৫০৭৭	১৮৫০০
	ক) তলবি আমানত	৫৯৫৮	৩৪১৪	২৩৬২	৪৫০০
	খ) মেয়াদি আমানত	১১৭৪৮	১৩৪৪০	১২৭১৫	১৪০০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯৯৪৪	১০৭৬১	১০৩৫৫	১০৫৫১
৬।	বিনিয়োগ	১২৭৪	১৯৫০	১৮০৯	২০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯১২৫	১৯১০৩	১৮৬২৮	১৯০০০
৮।	মোট আয়	১৯২৫	২৩৮৫	৬৮৪	১১১৯
৯।	মোট ব্যয়	১৪৭২	১৯৫৫	৭৮৩	৮২৫
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	২৪৫৮৪	২৫৭৬০	৬২২৭	১২৯২০
	ক) রপ্তানি	৬১৮৩	৬১১০	১৭৭০	৩০৩৭
	খ) আমদানি	১৭৬৪৯	১৮৬৯৭	৪১২৭	৯৩৮৩
	গ) রেমিটেন্স	৭৫২	৯৫৩	৩৩০	৫০০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	৪৯৫	৫৩২	৫২৯	৫৪৫
	ক) কর্মকর্তা	৩৯৭	৪৩২	৪২৯	৪৪০
	খ) কর্মচারী	৯৮	১০০	১০০	১০৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪১৬	৪২০	৪২০	৪২২
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়) :**	১৭	১৮	১৮	২০
	ক) বাংলাদেশে	১৭	১৮	১৮	২০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	১	৭০৩	২৯৪৮	৩৬৫১	২১৬০৯	২৫২৬১
আদায়	-	২৭৯	১৭৯২	২০৭১	১৮৩৫০	২০৪২১
২০০২						
বিতরণ	৩	৮৯৯	৪২৮৪	৫১৮৩	২৩৩৮৩	২৮৫৬৯
আদায়	১	৭১৫	৪৫২৮	৫২৪৩	২২৪৩০	২৭৬৭৪
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	-	১৯৬	১০১৪	১২১১	৩৭০২	৪৯১৩
আদায়	-	২৯৯	১৮৮১	২১৮০	২৭০৬	৪৮৮৬
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	-	৩১৬	১৫৩৭	১৮৫৩	৪৯৮৬	৬৮৩৯
আদায়	-	২২৬	১৭০৫	১৯৩১	৪১৭৬	৬১০৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৭	২	৭৯
পরিমাণ	৬২২৫	৬	৬২৩১
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	২	১১
পরিমাণ	৫২৪	৬	৫৩০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮০	২	৮২
পরিমাণ	৬৪১৯	৬	৬৪২৫
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	২	৮
পরিমাণ	৩৮০	৬	৩৮৬
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	২	১১
পরিমাণ	৪১১	৬	৪১৭

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	১	২	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১	২	-	-
২।	**শিল্প :**	২৩৩১	২৬৪৪	২০২৪	২২৮৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৩৩১	২৬৩৯	২০১৮	২২৮০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	৬	৬	৫
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৮৬৩	৫০৩	৭৮৩	৮৬২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৯৮	৬২৯	৭২০	৭৪৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৩	৭২	৬২	৬৭
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬৪০৮	৬৯১১	৬৭৬৬	৬৫৯৩
	সর্বমোট	**৯৯৪৪**	**১০৭৬১**	**১০৩৫৫**	**১০৫৫১**

কাউন্টারভিত্তিক গ্রাহক সেবা প্রদান। ব্যাংক ইতোমধ্যেই ডিপোজিট পেনশন স্কীম, বিবাহ সঞ্চয় স্কীম, উপহার চেক স্কীম এবং কনজুমার ক্রেডিট স্কীম চালু করেছে। এছাড়া, ঢাকা ব্যাংক তার গ্রাহক সেবার পরিধি বিস্তৃত করতে টেলিব্যাংকিং ব্যবস্থাও চালু করেছে। ২০০১ সালে ঢাকা ব্যাংক লিঃ গ্রাহকদের অধিকতর সেবার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য M/s. ETN এবং M/s. Vanik (Bd) Ltd-এর সাথে দু'টি স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে ঢাকা শহরে ATM-এর সাহায্যে গ্রাহক সেবা দিতে এবং Vanik-এর সাথে দ্বৈত নামে Credit Card চালু করেছে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮টি এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট লোকবলের পরিমাণ ছিল ৫২৯ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৪২৯ জন এবং কর্মচারী ১০০ জন।

২০০২ সালে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৬৮৫৪ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি আমানতের পরিমাণ ৩৪১৪ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানতের পরিমাণ ছিল ১৩৪৪০ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংকের মোট আমানত ১৫০৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ ছিল ১০৭৬১ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে ১০৩৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৫৭৬০ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে রপ্তানি ৬১১০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৮৬৯৭ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৯৫৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২২৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮৫৬৯ মিলিয়ন টাকা ও ২৭৬৭৪ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় ছিল যথাক্রমে ৫১৮৩ মিলিয়ন টাকা ও ৫২৪৩ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৯১৩ মিলিয়ন টাকা ও ৪৮৮৬ মিলিয়ন টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের তথ্যাদি এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ ও সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সাল হতে দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক রূপে কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংক তার সমস্ত কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালনা করতে অংগীকারবদ্ধ। এটি সুদ মুক্ত এবং সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি ব্যাংক।

২০০২ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৩	২৫৩	২৫৩	৫০৬
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪১৬	৪৮৫	৪৮৫	৪৮৫
৪।	আমানত : ক) তলবি আমানত খ) মেয়াদি আমানত	৭৮৭৯ ৪২৬১ ৩৬১৮	৭১৬৩ ৩৪৭৩ ৩৬৯০	৭০০৯ ৩২৩৩ ৩৭৭৬	৭৭১০ ৩৩৩৫ ৪৩৭৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৮৭৫	৫২৮৯	৬৫৭০	৬৯৩৯
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯২৬৪	৮৭৫৯	৯৩৮২	১০০০৫
৮।	মোট আয়	৮০০	৮৩৫	১৯৬	৪১৮
৯।	মোট ব্যয়	৬৭৯	৬৭১	১৭৯	৩৩৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা : ক) রপ্তানি খ) আমদানি গ) রেমিটেন্স	৮২৮৯ ২৫২৫ ৫৫৫৯ ২০৫	৭২৩৭ ১৮৯৫ ৫১৬৩ ১৭৯	২৪২৩ ৬৭৯ ১৩০৫ ৪৩৯	৫৩৭৮ ১৫০০ ৩০০০ ৮৭৮
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) : ক) কর্মকর্তা খ) কর্মচারী	৬৫৯ ৫২৬ ১৩৩	৬৭০ ৫৮৫ ৮৫	৬৮৬ ৬০১ ৮৫	৭০৬ ৬২১ ৮৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়) : ক) বাংলাদেশ খ) বিদেশে	৪০ ৪০ -	৪০ ৪০ -	৪০ ৪০ -	৪২ ৪২ -

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	৯	১৮৪	২০	২০৪	৭২৩৭	৭৪৫০
	আদায়	৭	৩৫	১৭	৫২	৬৬১০	৬৬৬৯
২০০২	বিতরণ	৮	১৫১	৮০	২৩১	৮৫৩১	৮৭৭০
	আদায়	৬	৩৬	৫৪	৯০	৮০৪২	৮১৩৮
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	২	১৩১	৫৪	১৮৫	৪২০৩	৪৩৯০
	আদায়	১	৩৫	৫৩	৮৮	৩০২০	৩১১০
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	৬৯	২৩	৯২	৩৫৫৩	৩৬৪৫
	আদায়	-	৩২	১৯	৫১	৩২২৫	৩২৭৬

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১২	৬	১৮
	পরিমাণ	৪৫০	৩৭	৪৮৭
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূত ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১২	৬	১৮
	পরিমাণ	৩৮৮	৪০	৪২৮
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	৩০	-	৩০
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩** পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩	৮
	পরিমাণ	২০০	২০	২২০

* সাময়িক । ** প্রাক্কলিত ।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৪	৬	৭	৭
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪	৬	৭	৭
২।	**শিল্প :**	৩৫৯	৪০৪	৪২৮	৪৪৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৯৩	৩৬৭	৩৮৮	৪০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৬	৩৭	৪০	৪৮
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	২৫৯০	২৬৮৯	৩৮০৩	৩৫৫৩
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৮৯৯	২১৫৫	২২৪৪	২৮১৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০	১৭	৬২	৭০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	১২	১৮	২৫	৪১
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	১২	১৮	২৫	৪১
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৩৮৭৫	৫২৮৯	৬৫৭০	৬৯৩৯

এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ২৫৩ মিলিয়ন ও ৪৮৫ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০টিতে। উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮৬ জনে তন্মধ্যে, ৬০১ জন কর্মকর্তা ও ৮৫ জন কর্মচারী।

২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট আমানত ছিল ৭১৬৩ মিলিয়ন টাকা (তলবি ও মেয়াদি আমানত যথাক্রমে ৩৪৭৩ মিলিয়ন ও ৩৬৯০ মিলিয়ন টাকা) যা মার্চ ২০০৩ শেষে ৭০০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি ও মেয়াদি আমানত যথাক্রমে ৩২৩৩ মিলিয়ন ও ৩৭৭৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালে আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৫২৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ৭২৩৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে, রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ১৮৯৫ মিলিয়ন, ৫১৬৩ মিলিয়ন ও ১৭৯ মিলিয়ন টাকা।

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, সারণি-৩ ও সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

দেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক "সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড" ২২ নভেম্বর ১৯৯৫ হতে বেসরকারি তফসিলী ব্যাংক রূপে তার কার্যক্রম শুরু করে। দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি বহুজাতিক ব্যাংকিং কোম্পানী যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যাংক ফরমাল, নন-ফরমাল ও ভলান্টারী ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬০ মিলিয়ন টাকা এবং ব্যাংকটির কর্মরত

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৭২	৪৯৬	৪৯৬	৪৯৬
৪।	আমানত :	১০৫৬৯	১৫১৪১	১৪৫৩১	১৭৮৯৯
	ক) তলবি আমানত	১২১১	১৭৩০	১৫১৭	২০৪৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৯৩৫৮	১৩৪১১	১৩০১৪	১৫৮৫৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৪৯৯	৭৫০৪	৮২৯৯	১০১৪৬
৬।	বিনিয়োগ	০.১	০.১	০.১	০.১
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৩০০	১৬২২৪	১৫৫৭৭	১৮০০০
৮।	মোট আয়	৯১৫	২২৯৪	৬৯২	৯৫৪
৯।	মোট ব্যয়	৬১৩	১৮৭৪	৫৯২	৬৭৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	৬১৯৫	১৩৫২০	৫২৫৪	১০২১৩
	ক) রপ্তানি	১৪৪০	২২৮৮	৭৪৬	১২০০
	খ) আমদানি	৪৭২৩	১১১২৫	৪৪৯৯	৮৯৯৮
	গ) রেমিটেন্স	৩২	১০৭	৯	১৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	৩৬১	৪৭২	৪৭৪	৫০০
	ক) কর্মকর্তা	৩১৪	৪২৭	৪২৩	৪৪৪
	খ) কর্মচারী	৪৭	৪৫	৫১	৫৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯২	২২০২	২৩৬৬	২৫০০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়) :	১৫	১৯	১৯	২২
	ক) বাংলাদেশে	১৫	১৯	১৯	২২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	৭২	২৮৪	৩৫৬	১১৫৭৮	১১৯৩৪
আদায়	-	৩২	২৫৩	২৮৫	৮০৪৭	৮৩৩২
২০০২						
বিতরণ	-	১০৭	৯৪৬	১০৫৩	১৩৫৪৮	১৪৬০১
আদায়	-	১৯	৬১৮	৬৩৭	১১৪৬৮	১২১০৫
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	-	৪০	৭৪৩	৭৮৩	৮৭৭০	৯৫৫৩
আদায়	-	১৭	৪৮৭	৫০৪	৭৯০১	৮৪০৫
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	৭	৯০	৫৫৯	৬৪৯	৮৬৬৩	৯৩১৯
আদায়	২	৩৫	২৭৮	৩১৩	৭৫৪৭	৭৮৬২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩	১২৪	১৩৭
পরিমাণ	৩৩৬	৩৩	৩৬৯
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	৬৩	৭০
পরিমাণ	২৪২	১০	২৫২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৮	১৩৪	১৫২
পরিমাণ	৩০৪	৩৩	৩৩৭
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	২৫	৩১
পরিমাণ	৪২	৫	৪৭
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৫২	৬৯
পরিমাণ	১৯১	২২	২১৩

* প্রাক্কলিত।

জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭২ জনে, যার মধ্যে ৪২৭ জন কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৪৫ জন কর্মচারী।

নন-ফরমাল সেক্টরের আওতায় এ ব্যাংক দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা উদ্বৃত্ত শ্রম ও সম্পদ সংগ্রহ করে বেকার ও বিত্তহীনদের কর্মসংস্থান, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী ইত্যাদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে। নন-ফরমাল খাতে ব্যাংকের সকল শাখার মাধ্যমে এ যাবৎ যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো : পারিবারিক ক্ষমতায়নে মাইক্রো ক্রেডিট এন্ড মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ কর্মসূচী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচী, বেনারশী শাড়ী ও তাঁত প্রকল্প, মনিপুরি উপজাতীয়দের হস্তশিল্প কার্যক্রমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচী, পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের কারিগরী শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে তাদের অভিভাবকদের আয় বর্ধনমূলক ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচী (আইএলও-এর সহায়তায় ইটালিয়ান ও নোরাড সাহায্যপুষ্ট), টাংগাইলের মধুপুরে আনারস চাষীদের আনারস উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম উৎসাহিত করণকল্পে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এ ব্যাংক ভলান্টারী খাতে মূলধন বাজারের কার্যক্রম সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবে ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট স্কীম চালু করেছে। ক্যাশ ওয়াকফ হচ্ছে সমাজে বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ নিয়ে ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট ক্রয়পূর্বক এর অর্জিত আয়ের দ্বারা বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক সেবায় বিনিয়োগ করার একটি মহৎ প্রয়াস।

২০০২ সালে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫১৪১ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে তলবি আমানত ১৭৩০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১৩৪১১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫০৪ মিলিয়ন টাকায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৫২০ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে রপ্তানি ২২৮৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১১১২৫ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১০৭ মিলিয়ন টাকা। সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, সারণি-৩ ও সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	১৮২	২৫০	১৮০	১৬৩
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৭০	২৩২	১৬৯	১৪৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১১২	১৮	১১	২০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৩০৯৪	৪০০১	৪৫১০	৪৭০৭
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৮৫	৫২৪	৬১৫	১০১৪
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৪৩	৩২৩	৩৩৯	৩৬৯
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	৯২	৫২	৪৯	৫১
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	৬৩	৩২	৩০	৩৩
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	২৯	২০	১৯	১৮
৭।	অন্যান্য	১৪০৩	২৩৫৪	২৬০৬	৩৮৪২
	সর্বমোট	**৫৪৯৯**	**৭৫০৪**	**৮২৯৯**	**১০১৪৬**

ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

ইউরোপ-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ৩ জুন ১৯৯৬ হতে বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করে। দি নেদারল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি (এফএমও) এবং বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০২ সাল শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন ও ২০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বিদেশী অংশীদার এফএমও-এর প্রতিনিধি সহ মোট ৮ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদ ব্যাংকটি পরিচালনা করছেন। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটি ১৭টি শাখার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে ব্যাংকে কর্মরত মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩২ জনে, যার মধ্যে ৪২৩ জন কর্মকর্তা এবং ৯ জন কর্মচারী।

দেশে শিল্প কারখানা স্থাপন ও বিকাশের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদানে ডাচ-বাংলা ব্যাংক বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মধ্যে বরাবরই শীর্ষে রয়েছে। ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের প্রায় শতকরা ২৮ ভাগ (৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত) মেয়াদি ঋণ। দেশের শিল্পায়নের গতিকে অধিকতর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সরবরাহ করার জন্য

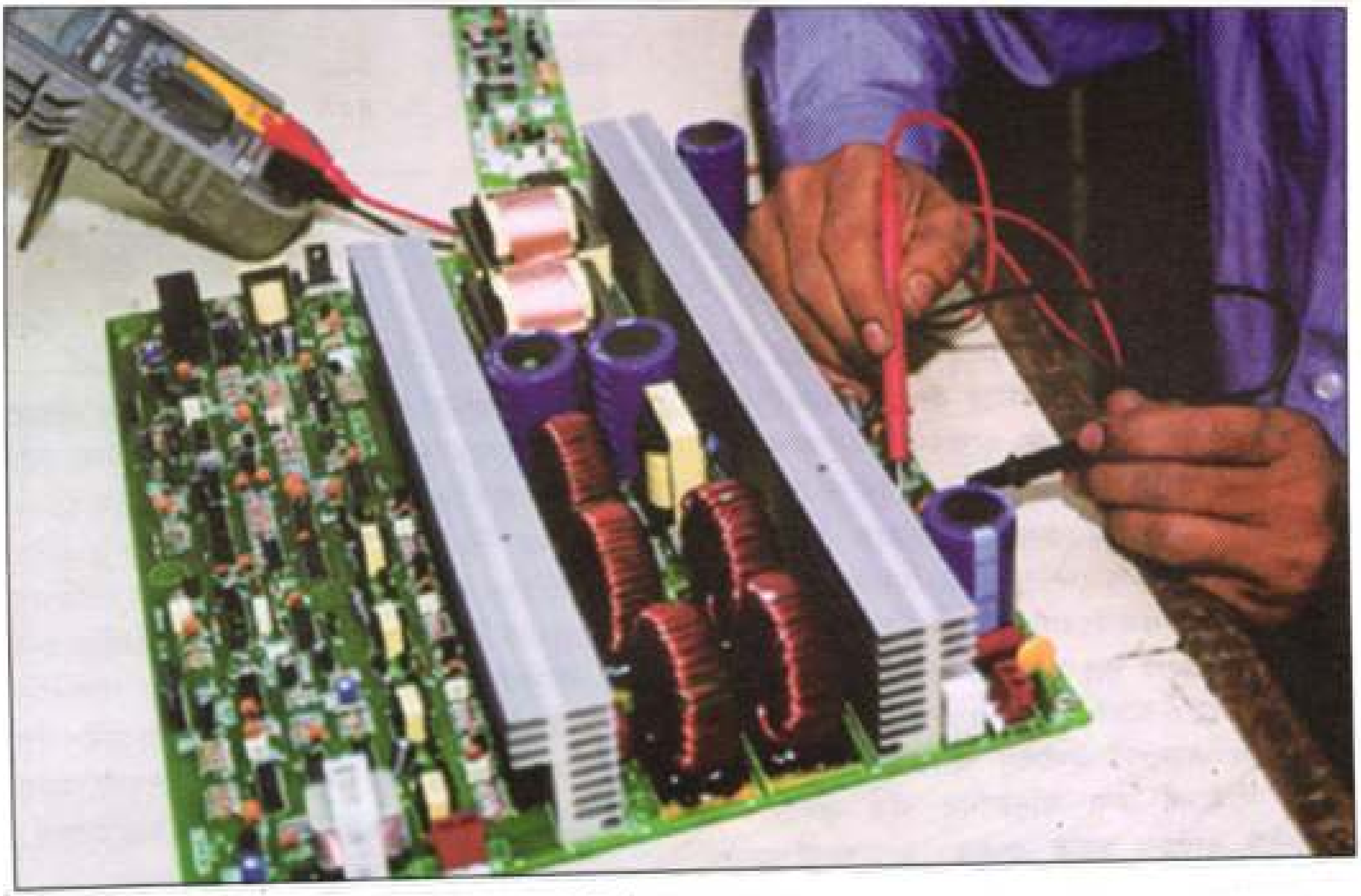

ব্যাংকের অর্থায়নে স্থাপিত একটি বৈদ্যুতিক সামগ্রী নির্মাণ প্রকল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০২	২০২	২০২	২০২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১১৭	১৭৭	২০১	২০২
৪।	**আমানত :**	<u>১১৪৫৮</u>	<u>১৫৯৭৫</u>	<u>১৩৬৬৬</u>	<u>১৭৮২৫</u>
	ক) তলবি আমানত	১৪১১	১৬৪১	১৮২৩	২৩৭৮
	খ) মেয়াদি আমানত	১০০৪৭	১৪৩৩৪	১১৮৪৩	১৫৪৪৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮০৪৪	৯৩৯২	৯০৯৬	১১১৮২
৬।	বিনিয়োগ	৭৫২	৩২৯২	২৬৩২	৩৯১৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৩৪৬৩	১৭৮৬৬	১৬০৯০	২০৪০০
৮।	মোট আয়	১২৯৯	১৮৯৭	৫৩৬	১৮৪২
৯।	মোট ব্যয়	৯০২	১৪৭৪	৪১৫	১৫১৪
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	<u>১৬৪০০</u>	<u>১৭৭০৫</u>	<u>৫১৪১</u>	<u>১৩০৬৭</u>
	ক) রপ্তানি	৪৮০১	৫০১৬	১৩৫৮	৩৫৫৭
	খ) আমদানি	১১২১৫	১১৮৫৬	৩৬৮৮	৮৯১৫
	গ) রেমিটেন্স	৩৮৪	৮৩৩	৯৬	৫৯৫
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	৩১৭	৪০৯	৪৩২	৪৪৯
	ক) কর্মকর্তা	৩০৯	৪০১	৪২৩	৪৪০
	খ) কর্মচারী	৮	৮	৯	৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) :	৫৪	৭১	৭২	৭৩
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	<u>১১</u>	<u>১৭</u>	<u>১৭</u>	<u>২০</u>
	ক) বাংলাদেশে	১১	১৭	১৭	২০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

ডাচ-বাংলা ব্যাংক প্রাথমিকভাবে ৫০০ মিলিয়ন টাকার "ইন্ডাস্ট্রিয়াল বন্ড" ইস্যু করার প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করেছে। নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি (এফএমও) ডাচ-বাংলা ব্যাংকের অনুকূলে ৫ মিলিয়ন ইউরো মুদ্রার সমতুল্য দেশীয় মুদ্রার মেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। ব্যাংক ইতোমধ্যে এ ঋণ সহায়তার অধীনে সারা দেশে ৩৩৭টি ক্ষুদ্র প্রকল্পে ১৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ব্যাংক এফএমও-এর এক্সপোর্ট ক্রেডিট লাইন এবং এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া-এর ক্রেডিট লাইনের জন্য আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করেছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রান্যারশীপ ফান্ড (ইইএফ)-এর অধীনে ৫৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে যার মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ২৫ মিলিয়ন টাকা এবং ইইএফ হতে প্রাপ্ত ১০ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া, ব্যাংক ২০০২ সালে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা প্রদান ও এসিড সন্ত্রাস, পলিথিন দূষণ, যৌতুক, সড়ক দুর্ঘটনা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরীর জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি জনাকীর্ণ এলাকায় বিল বোর্ড স্থাপন করেছে এবং গ্রামীণ দুস্থ মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্যে ব্যাংকের পল্লী শাখাসমূহে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু করেছে।

২০০২ সালে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ ছিল ১৫৯৭৫

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	১০	১৫০৪	৪৩১৭	৫৮২১	৭৬৭৩	১৩৫০৪
	আদায়	৬	২৭৬	৩৫২৭	৩৮০৩	১৮২৮৮	২২০৯৭
২০০২							
	বিতরণ	১	১১২৭	২৫৮৫	৩৭১২	১৬০৬৮	১৯৭৮১
	আদায়	৪	৪২৫	১২৭৩	১৬৯৮	১৩৫৮০	১৫২৮২
৩০ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	৪৫১	৫১৬	৯৬৭	৪৪৮৯	৫৪৫৬
	আদায়	-	৩৭৮	৫১৫	৮৯৩	৩৮৯৪	৪৭৮৭
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	১০৪৫	১৩৩৯	২৩৮৪	৭২২৭	৯৬১১
	আদায়	-	৫৬৮	৯১২	১৪৮০	৫৬৯২	৭১৭২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪৭	২৯	১৭৬
	পরিমাণ	৪৫৯০	১৯৮	৪৭৮৮
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৪	২০	৭৪
	পরিমাণ	২০৫৫	৫৬	২১১১
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৬০	৪৬	২০৬
	পরিমাণ	৫৩২৩	৩৩২	৫৬৫৫
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩	১৭	৩০
	পরিমাণ	৭৩৩	১৩৪	৮৬৭
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪০	৪৭	৮৭
	পরিমাণ	১৩৬৩	২০৬	১৫৬৯

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৪	১	১	১
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪	১	১	১
২।	**শিল্প :**	৩৫৬৯	৪৩০০	৪১০৪	৪৯৯৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩৫১৭	৪১৯৯	৩৭৩০	৪৩৯৭
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫২	১০১	৩৭৪	৬০১
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১১৩১	৯৭৩	৮৮০	১১৭৭
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৭৩	২৭১	৩৩০	৩৭৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৮৪	১৫২	৯৩	১৫৫
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩০৮৩	৩৬৯৪	৩৬৮৬	৪৪৭৯
	সর্বমোট	**৮০৪৪**	**৯৩৯২**	**৯০৯৬**	**১১১৮২**

মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে ১৩৬৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩৯২ মিলিয়ন টাকায়। মার্চ ২০০৩ শেষে এর পরিমাণ ৯০৯৬ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়।

২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩২৯২ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সালে ব্যাংকটি ১৭৭০৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৫০১৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১১৮৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৮৩৩ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৫১৪১ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৩৫৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩৬৮৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৯৬ মিলিয়ন টাকা।

ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৯৭৮১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৫২৮২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০২ সালে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৩৭১১ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, সারণি-৩ এবং সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ২ জুন ১৯৯৯ সালে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এটি সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি ব্যাংক। ২০০২ সালে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২০০ মিলিয়ন ও ৩০৫ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময় শেষে রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৯ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫টি, তন্মধ্যে ৩টি পল্লী শাখা। উক্ত সময়ে মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭৬ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৩৬৩ জন এবং কর্মচারী ১৩ জন।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক জনসাধারণের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হলো : মাসিক মুনাফা প্রকল্প, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, অগ্রিম সঞ্চয় প্রকল্প, দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প, বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প, আজীবন পেনশন স্কীম, কনজুমার্স ক্রেডিট স্কীম, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, ডাক্তার ঋণ প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প।

২০০২ সালে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫১৫০ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪৯০ মিলিয়ন ও ১১৬৬০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৮৮৯৬ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে ৮৮৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ২৬৯৮৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ১১৩৭৭ মিলিয়ন টাকা,

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	১২০০	১২০০	১২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৭৭	৩০৫	৩২০	৬৪০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৫০	২৮৯	৩৮৮	৫২৪
৪।	**আমানত :**	১২২৩৫	১৫১৫০	১১৭৪৮	১৫০০০
	ক) তলবি আমানত	৪১৫৮	৩৪৯০	২২৭৬	২৯০৬
	খ) মেয়াদি আমানত	৮০৭৭	১১৬৬০	৯৪৭২	১২০৯৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৭০৭	৮৮৯৬	৮৮৬৭	১০০০০
৬।	বিনিয়োগ	৮৮২	১৩৮২	১৩৭২	১৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৩০৭৯	১৬৩৮৩	১২৯৬৪	১৬৫০০
৮।	মোট আয়	১২৬৯	১৫৯২	৪৭৬	৯৫০
৯।	মোট ব্যয়	৮৬৫	১১৩১	৩৬২	৭০০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	২২৭৯৬	২৬৯৮৬	৭৪৮৯	১৫২০০
	ক) রপ্তানি	১০৪৫৮	১১৩৭৭	৩১৬৬	৬৫০০
	খ) আমদানি	১২০৩০	১৫১১৩	৪২৩৬	৮৫০০
	গ) রেমিটেন্স	৩০৮	৪৯৬	৮৭	২০০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	৩০৫	৩৬৩	৩৭৬	৪০০
	ক) কর্মকর্তা	২৯২	৩৫০	৩৬৩	৩৮৭
	খ) কর্মচারী	১৩	১৩	১৩	১৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৪৪	২১৫	২১৭	২৩০
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়) :**	১৪	১৫	১৫	১৯
	ক) বাংলাদেশে	১৪	১৫	১৫	১৯
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

আমদানি ১৫১১৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৯৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম ৩ মাসে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৪৮৯ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি ৩১৬৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪২৩৬ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৮৭ মিলিয়ন টাকা।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে মার্কেন্টাইল ব্যাংক মোট ১৬৬৮২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১০৩৪৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। উক্ত সময়ে শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৯৮৪ মিলিয়ন টাকা ও ৫৪৪৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২৪৬ মিলিয়ন টাকা ও ৩১৭৭ মিলিয়ন টাকা।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকটির শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	৯৪৬	৪১০৯	৫০৫৫	৩২৫৪	৮৩০৯
আদায়	-	৩১১	৪১০৩	৪৪১৪	৩২৫৪	৭৬৬৮
২০০২						
বিতরণ	-	১৩৩১	৯৬৫৩	১০৯৮৪	৫৬৯৮	১৬৬৮২
আদায়	-	৬৭৩	৪৭৭৩	৫৪৪৬	৪৮৯৭	১০৩৪৩
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	-	৩০০	১৫০০	১৮০০	৩৪৪৬	৫২৪৬
আদায়	-	১৫০	১৪৭০	১৬২০	১৫৫৭	৩১৭৭
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	-	৬৭০	৩০০০	৩৬৭০	৬৮৯৩	১০৫৬৩
আদায়	-	৩৩৫	২৯৪০	৩২৭৫	৩১১৪	৬৩৮৯

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৪	-	৬৪
পরিমাণ	২৭৩৬	-	২৭৩৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
পরিমাণ	১৩৩১	-	১৩৩১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭০	-	৭০
পরিমাণ	৩১৩৬	-	৩১৩৬
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
পরিমাণ	৪০০	-	৪০০
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	-	১৫
পরিমাণ	১০০০	-	১০০০

* প্রাক্কলিত।

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৪৫৪৩	৬০০০	৫৯৮০	৬৭৪৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৩৮০৯	৫৯৭২	৫৯৫২	৬৭১৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৭৩৪	২৮	২৮	৩১
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৪০	৯১	৯১	১০২
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	২৫৯	২৩৪	২৩৪	২৬৪
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	২৫৯	২৩৪	২৩৪	২৬৪
৭।	অন্যান্য	১৭৬৫	২৫৭১	২৫৬২	২৮৯০
	সর্বমোট	৬৭০৭	৮৮৯৬	৮৮৬৭	১০০০০

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশে উন্নততর প্রযুক্তি ও পেশাগত দক্ষতার সমন্বয়ে গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ৩ জুন ১৯৯৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তির আওতায় উন্নত মানের ব্যাংকিং সফটওয়ারের মাধ্যমে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭৫০	১২৫০	১২৫০	১২৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২৪০	২৬০	৬৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৯	৪৫	৭১	১৩১
৪।	আমানত :	২৭৪৮	৪১০২	৪৩৫৩	৫৩৫০
	ক) তলবি আমানত	৫৭৯	৭৪০	৫৪০	৮০২
	খ) মেয়াদি আমানত	২১৬৯	৩৩৬২	৩৮১৩	৪৫৪৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৩৬৫	৩৪৯৬	৩৩৭২	৫০৪৬
৬।	বিনিয়োগ	২৬২	৪৮২	৪৯০	৬৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪০৩৮	৫২৭৫	৬৬৯৪	৮২৩৪
৮।	মোট আয়	৩২২	৪৯০	২২৯	৩৫০
৯।	মোট ব্যয়	২৪৫	৩৬৮	১৮৬	২৩০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	৩৩৯৩	৬১২৩	১৬১৭	৩২৩৫
	ক) রপ্তানি	৬৮২	৮৭২	২৩২	৪৫০
	খ) আমদানি	২৬৯৯	৫১৭২	১৩৪২	২৭০০
	গ) রেমিটেন্স	১২	৭৯	৪৩	৮৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	২৪০	২৬২	২৬৭	২৭৯
	ক) কর্মকর্তা	১৬১	১৮০	১৮৪	১৯৪
	খ) কর্মচারী	৭৯	৮২	৮৩	৮৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৫	১৫	১৫	১৬
১৩।	শাখা (সংখ্যা) :	১০	১৩	১৪	১৪
	ক) বাংলাদেশে	১০	১৩	১৪	১৪
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	৩৫২	১৭২	৫২৪	৩১০১	৩৬২৫
	আদায়	-	৪৯	১০৬	১৫৫	১৩৬৪	১৫১৯
২০০২	বিতরণ	-	৪৩	৯৯৪	১০৩৭	৫০৭৫	৬১১২
	আদায়	-	২৯	২৬৫	২৯৪	৩৬৫৫	৩৯৪৯
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	৮৯	১১২১	১২১০	৩৭২২	৪৯৩২
	আদায়	-	৮	৩৩০	৩৩৮	২৩৯৪	২৭৩২
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	১২৮	১৭৬১	১৮৮৯	৫৫০১	৭৩৯০
	আদায়	-	১৬	৮৮৯	৯০৫	৩৪৩০	৪৩৩৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪৩	৬	৪৯
	পরিমাণ	১০৭৫	৩৭	১১১২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪২	৪	৪৬
	পরিমাণ	১১৭৬	২২	১১৯৮
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৪৯	১০	৫৯
	পরিমাণ	১১৫৫	৫৯	১২১৪
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৬	৪	১০
	পরিমাণ	৮০	২২	১০২
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১৯	৭	২৬
	পরিমাণ	৪৪৫	৩০	৪৭৫

* প্রাক্কলিত।

সম্পন্ন হয়। যার ফলে, গ্রাহকদের অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সর্বোত্তম সেবাদান সম্ভব হচ্ছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়নে এবং গ্রাহক সেবা উন্নততর করার লক্ষ্যে রয়টার সার্ভিস, সুইফট (SWIFT)-এর সদস্য হওয়া ছাড়াও এটিএম ও অন-লাইন সার্ভিস চালু করার ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৫০ মিলিয়ন, ২৬০ মিলিয়ন ও ৭১ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ২৬৭ জনে, যার মধ্যে ১৮৪ জন কর্মকর্তা এবং ৮৩ জন কর্মচারী। উক্ত সময় শেষে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪টিতে।

২০০২ সাল শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১০২ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৪০ মিলিয়ন টাকা ও ৩৩৬২ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে এ ব্যাংকের মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ৩৪৯৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে এ ব্যাংক মোট ৬১২৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৭২ মিলিয়ন টাকা, ৫১৭২ মিলিয়ন টাকা ও ৮০ মিলিয়ন টাকা। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬১১২ মিলিয়ন টাকা ও ৩৯৪৯ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ হলো ১০৩৭ মিলিয়ন টাকা ও ২৯৪ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে কৃষি খাতে এ ব্যাংকের কোন ঋণ কর্মসূচী নেই। স্ট্যান্ডাড ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডে-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-৩ এবং সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৩৬৯	১০৮৭	১১২৫	১৪৫৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২১১	১০৫৭	১০৯৬	১৪১৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৫৮	৩০	২৯	৪৫
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	১১২২	১৫৪৫	১৪২০	২৩৬৩
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৫	৪৯	৫০	৬৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৭০	১৭৭	১৭৬	২৬০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬৬৮	৬৩৭	৬০০	৮৯৫
	সর্বমোট	২৩৬৫	৩৪৯৬	৩৩৭২	৫০৪৬

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড

১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ২০৩ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে জুলাই ১৯৯৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭টি ও ১৭৮ জন। মোট জনশক্তির মধ্যে ১৫৯ জন কর্মকর্তা এবং ১৯ জন কর্মচারী।

গ্রাহকদের অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ান ব্যাংক তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে একটি আধুনিক ও সমন্বিত

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১২০০	১২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২২৩	২২৩	২৬২	৬০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৫	১৪১	১০০	১০০
৪।	**আমানত :**	<u>৬৩৯৮</u>	<u>৭৬০৮</u>	<u>৫৯৩৩</u>	<u>৯৩০০</u>
	ক) তলবি আমনত	৫৫৪	১০৯৪	১৫৩৩	৫০০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৫৮৪৪	৬৫১৪	৪৪০০	৪৩০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪৩৯২	৫১২৫	৫০৭১	৭৬৮০
৬।	বিনিয়োগ	৫৪০	৬৩০	৭০০	৭০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৪৩১	৮৩৮৪	৭০০০	৮০০০
৮।	মোট আয়	২১৪	৩৪১	৯০	২১৬
৯।	মোট ব্যয়	৯৪	১২৪	৩০	৮৪
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	<u>৬৪৬২</u>	<u>১১৭৮১</u>	<u>৩০৭০</u>	<u>৫৯৩৭</u>
	ক) রপ্তানি	১৫০১	৩৩৭১	৯৮০	১৮৫০
	খ) আমদানি	৪৮৮৬	৮২৩৪	২০৮৭	৪০৮০
	গ) রেমিটেন্স	৭৫	১৭৬	৩	৭
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	<u>১৩৩</u>	<u>১৭৮</u>	<u>১৮৬</u>	<u>২০০</u>
	ক) কর্মকর্তা	১২২	১৫৯	১৬৭	১৭৭
	খ) কর্মচারী	১১	১৯	১৯	২৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১০৫	১৮৭	১৮৭	২০০
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়) :**	<u>৫</u>	<u>৭</u>	<u>৮</u>	<u>৯</u>
	ক) বাংলাদেশে	৫	৭	৮	৯
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	১১৩৪	৫৯৩	১৭২৭	৪২৫২	৫৯৭৯
	আদায়	-	১৩৯	২৮৯	৪২৮	১৭৮৭	২২১৫
২০০২							
	বিতরণ	-	১১৮৬	৩৫৮৯	৪৭৭৫	২২১৯	৬৯৯৪
	আদায়	-	৯২৩	২১২১	৩০৪৪	৭৪২	৩৭৮৬
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	৩২৫	৯৮৩	১৩০৮	৫৮০	১৮৮৮
	আদায়	-	২৭৯	৫৮০	৮৫৯	১৯৪	১০৫৩
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	৬৮৩	২০৬৪	২৭৪৭	১২১৮	৩৯৬৫
	আদায়	-	৫৮৬	১২১৮	১৮০৪	৪০৭	২২১১

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭৩	৪	৭৭
	পরিমাণ	৩৪৫৪	২৪	৩৪৭৮
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৪	৩	৫৭
	পরিমাণ	২৬৭০	২০	২৬৯০
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭৪	১	৭৫
	পরিমাণ	৩৫১০	৫	৩৫১৫
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	৮৪	-	৮৪
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	-	৯
	পরিমাণ	২৭১	-	২৭১

* প্রাক্কলিত।

ব্যাংকিং সফট ওয়্যার সংযোজন করেছে এবং গ্রাহকদের স্বার্থে SWIFT-এর সদস্যপদ গ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী দ্রুততর নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা চালু করেছে। সঞ্চয়ীদের জন্য ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের স্বার্থে 'ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে।

২০০২ সালে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬০৮ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ১০৯৪ মিলিয়ন ও ৬৫১৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৫১২৫ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৩০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংক মোট ১১৭৮১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে, রপ্তানি ৩৩৭১ মিলিয়ন, আমদানি ৮২৩৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৭৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ৩০৭০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে, রপ্তানি ৯৮০ মিলিয়ন, আমদানি ২০৮৭ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩ মিলিয়ন টাকা।

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ২০০২ সালে মোট ৬৯৯৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৩৭৮৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৮৮ মিলিয়ন টাকা ও ১০৫৩ মিলিয়ন টাকা। ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ২০০২ সালে মোট ৫৭টি প্রকল্পে মোট ২৬৯০ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ মঞ্জুরী করে এবং ২০০৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ৪টি প্রকল্পে মোট ৮৪ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	১২	১৪	১৪	২১
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১২	১৪	১৪	২১
২।	শিল্প :	১৫০১	১৭৫১	১৭৩২	২৬২৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৪২১	১৬৫৮	১৬৪০	২৪৮৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৮০	৯৩	৯২	১৪০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	২০১	২৩৫	২৩২	৩৫১
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৫	২৯	২৯	৪৪
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৯	৮১	৮০	১২১
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :	৫১	৬০	৫৯	৮৯
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	৫১	৬০	৫৯	৮৯
৭।	অন্যান্য	২৫৩৩	১৯৫৫	২৯২৫	৪৪২৯
	সর্বমোট	৪৩৯২	৫১২৫	৫০৭১	৭৬৮০

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক) ৩ আগস্ট ১৯৯৯ হতে বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রাখার লক্ষ্যে এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাংক রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে সহজ শর্তে অর্থায়ন করে থাকে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। ফলে এক্সিম ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে।

মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ২৫৩ মিলিয়ন এবং ২৩৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে এ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯৫৭ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে তলবি আমানত ২১৭৮ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৭৭৭৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ২৩৫১৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি ১০০৮৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৩১৫২ মিলিয়ন টাকা ও

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি তথ্য প্রযুক্তি প্রকল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২২৫	২৫৩	২৫৩	২৫৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১২০	২৩৫	২৩৫	২৩৫
৪।	**আমানত :**	৭৩৯০	৯৯৫৭	১০৪৪০	১১০৪১
	ক) তলবি আমানত	১৯৪৩	২১৭৮	২০৩৩	২৩৩৩
	খ) মেয়াদি আমানত	৫৪৪৭	৭৭৭৯	৮৪০৭	৮৭০৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫১৩৩	৭৯৫৫	৮৩৮৩	৯১৩৫
৬।	বিনিয়োগ	৮২৯	১৪১৯	১৬৮৮	১৯৩৪
৭।	মোট পরিসম্পদ	৮০৩৫	১১৩৭৫	১২১৪৩	১২৯৪২
৮।	মোট আয়	৪২০	৫৮৮	৪৯৬	১০৯৬
৯।	মোট ব্যয়	১৪৬	২০১	৪১৪	৮৯৪
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	১৬৩৬৫	২৩৫১৮	৬৪৪০	১৩২১০
	ক) রপ্তানি	৭৪৪২	১০০৮৮	৩০১৭	৬০৫০
	খ) আমদানি	৮৫২০	১৩১৫২	৩৩৮২	৭০৮০
	গ) রেমিটেন্স	৪০৩	২৭৮	৪১	৮০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৩৫৭	৫০০	৫১৯	৫৮৫
	ক) কর্মকর্তা	২৮৭	৩২৫	৩৩৮	৩৯৯
	খ) কর্মচারী	৭০	১৭৫	১৮১	১৮৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৭৫	১৮০	১৮০	১৮২
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	১০	১৬	১৬	১৬
	ক) বাংলাদেশে	১০	১৬	১৬	১৬
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

রেমিটেন্স ২৭৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৯৫৫ মিলিয়ন ও ১৪১৯ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ সালের শেষে এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬টিতে। উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট লোকবলের পরিমাণ ছিল ৫১৯ জন। তন্মধ্যে ৩৩৮ জন কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ১৮১ জন কর্মচারী।

এক্সিম ব্যাংক তাদের ব্যাংকিং সেবায় বৈচিত্র আনয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে মাসিক আয় প্রকল্প, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প, সুপার সেভিংস স্কীম, মাল্টি প্লাস সেভিংস স্কীম এবং স্মার্ট সেভার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাংক ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আরো যেসব সেবা দক্ষতার সাথে দিয়ে যাচ্ছে সেগুলো হলো : রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা ও অর্থায়ন, সরাসরি ঋণপত্র খোলার সুবিধা, বাণিজ্যিক ঋণ, কর্পোরেট ঋণ, শিল্প ঋণ, প্রকল্পে অর্থায়ন, পুঁজিবাজার কার্যক্রম, সিন্ডিকেট ফাইনান্স, লিজ ফাইন্যান্স, হায়ার পারচেজ, বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হিসাব, রিয়েল এস্টেট ফাইন্যান্স এবং লকার সুবিধা। এক্সিম ব্যাংকের অগ্রগতির সার্বিক চিত্র সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	৩৫	১৯৪	৪৩২	৬২৬	১০৬২৮	১১২৮৯
আদায়	০.১৫	৪৫	৭২	১১৭	৭২৫৪	৭৩৭১
২০০২						
বিতরণ	৩৩	৫৮২	২৩৫৫	২৯৩৮	১০৩০৭	১৩২৭৮
আদায়	৮৭	৩৬৪	১৮৮৫	২২৪৯	৭৬৬৬	১০০০২
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	৬৪	৩৮৫	১৪৯১	১৮৭৫	৩৫১২	৫৪৫১
আদায়	৭	৯৫	১০৯০	১১৮৫	২৭৫৩	৩৯৪৫
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	৫০	৩১৩	১৯০০	২২১৩	৪১৫৬	৬৪১৯
আদায়	১৫	৮৮	১৪৭০	১৫৫৮	৩৩৩৯	৪৯১২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১১৭	২১	১৩৮
পরিমাণ	১৭১৩	২০৩	১৯১৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৬	১০	৩৬
পরিমাণ	৫৫৮	১০৯	৬৬৭
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪১	৩৫	১৭৬
পরিমাণ	২০১৯	৩৪৬	২৩৬৫
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৪	১৪	৩৮
পরিমাণ	৩০৯	১৪৫	৪৫৪
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৫	৩৬	৯১
পরিমাণ	১০৬৪	৩৫৮	১৪২২

* প্রাক্কলিত।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে এক্সিম ব্যাংক শিল্প ঋণসহ মোট ১৩২৭৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং এর বিপরীতে ১০০০২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৪৫১ মিলিয়ন টাকা ও ৩৯৪৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।

এক্সিম ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিসংখ্যান সারণি-৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৩৯	৩৮	৬৪	৭১
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৯	৩৮	৬৪	৭১
২।	**শিল্প :**	১৭৭১	২১০৮	২১০২	২৪৬১
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৭৬৩	১৯০৮	২০২৯	২৩৭৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৮	২০০	৭৩	৮৮
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	২২২৯	৪৭৫৪	৪২৫১	৪৫৬০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	২৫৪	২৮৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	২১৭	১০৭	১২৩
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	১৯	২০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	১৯	২০
৭।	অন্যান্য	১০৯৪	৮৩৮	১৫৮৬	১৬১৪
	সর্বমোট	**৫১৩৩**	**৭৯৫৫**	**৮৩৮৩**	**৯১৩৫**

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

সাবেক বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (বিসিআই)কে পুনর্গঠন করে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকার ১৩ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে একটি আইন পাশ করে। এ আইনের বিধান মোতাবেক সাবেক বিসিআই কে পুনর্গঠন করে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ গঠিত হয়। ১ জুন ১৯৯৮ সালের বিসিআই লিমিটেড একটি ব্যাংকিং কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮২০	৯২০	৯২০	৯২০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১০	২৩	২৩	২৩
৪।	**আমানত :**	১৯৯৮	২৯৬৭	৩১৯৪	৩৪৯৫
	ক) তলবি আমানত	৭২৩	৩৫৮	৩৮০	৪৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	১২৭৫	২৬০৯	২৮১৪	৩০৪৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৭০	১৭০০	২০২০	২৪২০
৬।	বিনিয়োগ	১০	৬২	৭২	৯২
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩২৫৪	৪০৪৮	৪৩০০	৪৮০০
৮।	মোট আয়	২০১	৩০৮	৯৩	২১০
৯।	মোট ব্যয়	১৯৯	২৭৬	৬৪	১৪০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	২১৬	১৮৫৩	১২১৭	২২৪
	ক) রপ্তানি	১০	২০	৭১৭	১০
	খ) আমদানি	২০৬	৮৬৫	৪৭৭	২১২
	গ) রেমিটেন্স	-	৯৬৮	২২	২
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৩৮৪	৩৭৫	৩৭৪	-
	ক) কর্মকর্তা	২২১	২১৩	২১২	-
	খ) কর্মচারী	১৬৩	১৬২	১৬২	-
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৮	৯	১০	১২
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	২৪	২৫	২৫	-
	ক) বাংলাদেশে	২৪	২৫	২৫	-
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	৭৫	২৩	৯৮	৪৭২	৫৭০
	আদায়	-	-	-	-	১১৩	১১৩
২০০২	বিতরণ	-	২৬	১৪৬	১৭২	১৫২৮	১৭০০
	আদায়	-	৭০৪	-	৭০৪	৫২	৭৫৬
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	১২০	১৭০	২৯০	১০০	৩৯০
	আদায়	-	-	-	-	-	-
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	১০০	২০০	৩০০	১০০	৪০০
	আদায়	-	-	৭	৭	৩৫	৪২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
	পরিমাণ	১৭৬	-	১৭৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	১৪৬	-	১৪৬
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
	পরিমাণ	২২০	-	২২০
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
	পরিমাণ	২৮০	-	২৮০

* প্রাক্কলিত।

মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন, ৯২০ মিলিয়ন ও ২৩ মিলিয়ন টাকায়।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে প্রিন্সিপাল শাখা খোলার মাধ্যমে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ-এর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। প্রচলিত সেবা খাত ছাড়াও এ ব্যাংক ৮টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। সেগুলো হলো কনজ্যুমার্স ক্রেডিট স্কীম, স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য পেনশন স্কীম, মাসিক মুনাফাভিত্তিক মেয়াদি আমানত প্রকল্প, শেয়ার বিনিয়োগ সহায়তা প্রকল্প, লকার সুবিধাসহ বিল কালেকশনের ব্যবস্থা, সুদ-বিহীন আমানত ও ঋণ প্রকল্প, চাকুরীজীবীদের জন্য বিশেষ ঋণ প্রকল্প এবং স্বল্পবিত্ত বেকার মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজনকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প।

মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭৪ জন, তন্মধ্যে ২১২ জন কর্মকর্তা এবং ১৬২ জন কর্মচারী। ২০০২ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৬৭ মিলিয়ন টাকা। যার মধ্যে তলবি আমানত ৩৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ২৬০৯ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৩ শেষে ৩১৯৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭০০ মিলিয়ন ও ৬২ মিলিয়ন টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৩ শেষে যথাক্রমে ২০২০ মিলিয়ন ৭২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ১৮৫৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ২০ মিলিয়ন, ৮৬৫ মিলিয়ন ও ৯৬৮ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	২৬	১৭৬	২২০	২৮০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৬	১৭৬	২২০	২৮০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	১০৬	৮৫৭	১০৬০	১৩০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৭৫	২৭৪	৩২০	৩৬০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৩	৫৩	৬০	৮০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	৩৩০	৩৪০	৩৬০	৪০০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৩৩০	৩৪০	৩৬০	৪০০
	সর্বমোট	৫৭০	১৭০০	২০২০	২৪২০

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ২৪ অক্টোবর ১৯৯৯ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সাল শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধন ২০০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ১২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ব্যাংকটির মোট জনশক্তি ছিল ১৫২ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ১১৯ জন ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৩ জন। ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ব্যাংকের শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টিতে।

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি খাদ্যসামগ্রী প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান।

২০০২ সাল শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫১৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণ ও অগ্রীমের পরিমাণ ছিল ৩৪৩৭ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের আমানত, ঋণ ও অগ্রিম এবং পরিচালনগত মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ব্যাংকের কোন ঋণ শ্রেণীকৃত হয়নি।

বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেন প্রসারে এ ব্যাংক মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ২৩টি ব্যাংকের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেনের জন্য সুসম্পর্ক স্থাপন করেছে। তন্মধ্যে সিটি ব্যাংক এন এ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড এন্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, মাসরেক ব্যাংক দুবাই, আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, ব্যাংক অব টোকিও মিটসুবিশি- জাপান, কমার্জ ব্যাংক- জার্মানী, ডয়েস ব্যাংক- জার্মানী, উবাফ ব্যাংক- ফ্রান্স, ডেনডেসকি ব্যাংক এ/এস- ডেনমার্ক, হাইপো বেরিঙ্গ- জার্মানী এবং লয়েড টিএসবি ব্যাংক- লন্ডন-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ২০০২ সালে ব্যাংকের বৈদেশিক ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৮৬১০ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩১৯৯ মিলিয়ন টাকায়।

আমানত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক চালুকৃত ৪টি সঞ্চয় প্রকল্প হলো :

১। ব্রিক বাই ব্রিক সঞ্চয় প্রকল্প,
২। সঞ্চয় প্রতিদিন প্রকল্প,
৩। মাসিক মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদি আমানত প্রকল্প এবং
৪। উৎসব সঞ্চয় প্রকল্প (ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, দূর্গাপূজা, বড়দিন, বৌদ্ধপূর্ণিমা)

ইতোমধ্যে সঞ্চয় প্রতিদিন প্রকল্প এবং উৎসব সঞ্চয় প্রকল্প বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	৬০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৭	১২০	১২০	২৫০
৪।	**আমানত :**	**৩৩৫৮**	**৫১৫৮**	**৫২৫০**	**৫৭৫০**
	ক) তলবি আমানত	৪৫৮	৭৫৫	৬২০	৮০০
	খ) মেয়াদি আমানত	২৯০০	৪৪০৩	৪৬৩০	৪৯৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৯১০	৩৪৩৭	৩৫০০	৪৫০০
৬।	বিনিয়োগ	৩১৫	৬৩১	৬৭৬	৭২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৭১৬	৫৮৩২	৬১০০	৬৭০০
৮।	মোট আয়	৪২৯	৬৮৪	২২৫	৪৬০
৯।	মোট ব্যয়	৩২১	৫০৩	১৫৭	৩১০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	**৪৫৮০**	**৮৬১০**	**৩১৯৯**	**৬৫৭০**
	ক) রপ্তানি	১১৩০	২১৪৩	৬৮৯	১৫০০
	খ) আমদানি	৩৪১২	৬৩৯৪	২৪৮০	৫০০০
	গ) রেমিটেন্স	৩৮	৭৩	৩০	৭০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	**১০১**	**১৪২**	**১৫২**	**১৭০**
	ক) কর্মকর্তা	৭৭	১১৪	১১৯	১৩০
	খ) কর্মচারী	২৪	২৮	৩৩	৪০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৪	২৩	২৩	২৫
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	**৭**	**৮**	**১০**	**১২**

ব্যাংকের ঋণ সুবিধা শুধুমাত্র বিত্তবানদের মাঝে সীমিত না রেখে স্বল্প ও সীমিত আয়ের ব্যাপক জনগোষ্ঠির মাঝে পৌঁছে দেয়া ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক "ভোগ্যপণ্য ক্রয় সহায়তা" ঋণ প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে গ্রাহক ১.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভোগ্যপণ্য ক্রয় ঋণ গ্রহণ করে সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারে। উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড এবং একক কাউন্টার সার্ভিস ব্যবস্থা চালু করেছে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়, আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, ৩ এবং ৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১					
বিতরণ	২৫১	৬৫০	৯০১	১২৪৯	২১৫০
আদায়	২৩	২১৫	২৩৮	৬০২	৮৪০
২০০২					
বিতরণ	৩৩৫	৯৬০	১২৯৫	৭৩৬৪	৮৬৫৯
আদায়	৯৪	৯২৪	১০১৮	৬১১৪	৭১৩২
৩১ মার্চ ২০০৩*					
বিতরণ	১৫০	৬৬০	৮১০	৩২৪০	৪০৫০
আদায়	৫০	৬৫০	৭০০	৩২৭০	৩৯৭০
৩০ জুন ২০০৩**					
বিতরণ	৩৫০	৫৪৮	৮৯৮	৩৬০০	৪৪৯৮
আদায়	১০০	৪৭৫	৫৭৫	২৮৬৭	৩৪৪২

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৩	৩০	৫৩
পরিমাণ	৬৫০	৪৩	৬৯৩
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪	২১	৩৫
পরিমাণ	২১৩	২৬	২৩৯
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৮	৩৬	৬৪
পরিমাণ	৬৭৫	৫৫	৭৩০
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৬	১১
পরিমাণ	২৫	১২	৩৭
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	১৫	২৫
পরিমাণ	৭৫	৪৫	১২০

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৬৬০	৬৯৩	৭৩০	৮৫০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৪২৯	৬৫০	৬৭৫	৭৫০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৩১	৪৩	৫৫	১০০
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	৩৭২	৫৭৮	৬০০	৯৫০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	১১৯	১১৯	১৭৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	৩	৫	৫
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	৫	২	২	২
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৫	২	২	২
৭।	অন্যান্য	৮৭৩	২০৪২	২০৪৪	২৫১৮
	সর্বমোট	**১৯১০**	**৩৪৩৭**	**৩৫০০**	**৪৫০০**

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড ২৮ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ২০০ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টিতে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৪ জন, তন্মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা হলো ২৭১ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১১৩ জন।

২০০২ সালে ব্যাংকের মোট আমানত ছিল ৫৫১১ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবি আমানত ৯১২ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৪৫৯৯ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬১৩ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবি আমানত ১৪৫৪ মিলিয়ন এবং মেয়াদি আমানত ৪১৫৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংক ৫৮০০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ১৯৮৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩৭৫১ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৬১ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ১৫২৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ৫২২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৯৬১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৫ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

পদ্মার ছোবল থেকে রক্ষার জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে নির্মিত একটি সুরক্ষা বাঁধ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮	১১	১১	১১
৪।	**আমানত :**	৩৪৯০	৫৫১১	৫৬১৩	৬০০০
	ক) তলবি আমানত	৮৮২	৯১২	১৪৫৪	১৫০০
	খ) মেয়াদি আমানত	২৬০৮	৪৫৯৯	৪১৫৯	৪৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৫৪০	৪১০৩	৪৩০০	৫০০০
৬।	বিনিয়োগ	৩৪০	৫৪০	৬৬১	৭৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫১	১৪৭	১৬০	১৮০
৮।	মোট আয়	৪৩৮	৭৫৫	২৩৫	৩০০
৯।	মোট ব্যয়	৩৫৭	৬২৬	২০২	২৩০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	৩৭৯৭	৫৮০০	১৫২৮	১৫৮৫
	ক) রপ্তানি	১৫১৪	১৯৮৮	৫২২	৫৩০
	খ) আমদানি	২২২২	৩৭৫১	৯৬১	৯৯৫
	গ) রেমিটেন্স	৬১	৬১	৪৫	৬০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	২৮৯	৩৭৬	৩৮৪	৪০০
	ক) কর্মকর্তা	২০০	২৬৪	২৭১	২৮৩
	খ) কর্মচারী	৮৯	১১২	১১৩	১১৭
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩১	২১৬	৩৬২	৩৮৫
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	৮	১০	১০	১২
	ক) বাংলাদেশে	৮	১০	১০	১২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-২, সারণি-৩ ও সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	৬	২২৬	৫৯৬	৮২২	২৪৩৭	৩২৬৫
	আদায়	৪	৫৫	৪৫	১০০	৬২১	৭২৫
২০০২							
	বিতরণ	-	-	৪৮১	৪৮১	৪৪৯৪	৪৯৭৫
	আদায়	-	২	২৩৬	২৩৮	২৯৭০	৩২০৮
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	৩০	৯০	১২০	২২০	৩৪০
	আদায়	-	৫	৮০	৮৫	১০০	১৮৫
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	৫৫	১২০	১৭৫	৩১০	৪৮৫
	আদায়	-	১০	৯০	১০০	১০০	২০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩	৮
	পরিমাণ	৩১৪	১৭৮	৪৯২
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	৩	৬
	পরিমাণ	২২০	১৭৮	৩৯৮
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	৫	১১
	পরিমাণ	৩৪৪	২০৩	৫৪৭
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	২	৪
	পরিমাণ	১১০	৮০	১৯০
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	৪	৮
	পরিমাণ	১৪০	১২০	২৬০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	২৬	৬০	৬২	৭২
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২৬	৬০	৬২	৭২
২।	**শিল্প :**	১৯২	৪৯২	৫০৭	৫৪৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৯২	৩১৪	৩২৫	৩৪৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	১৭৮	১৮২	২০০
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	২১৩৯	৩৩০	৩৭০	৪২০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৬	৪৩১	৪৯৫	৫৮০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৪	৭৩৯	৮১০	৯০০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৭৩	২০৫১	২০৫৬	২৪৮৩
	সর্বমোট	২৫৪০	৪১০৩	৪৩০০	৫০০০

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড ২৬ অক্টোবর ১৯৯৯ সাল হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ২৪০ মিলিয়ন ও ৫২ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের ১৩ জন উদ্যোক্তার মধ্যে একজন তাইওয়ান বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ডের নাগরিকও আছেন। মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টিতে এবং মোট জনশক্তি ৩১৩ জনে, যার মধ্যে কর্মকর্তা

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২২২	২৪০	২৪০	৫১৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৫	৫২	৫২	৫২
৪।	**আমানত**	<u>২২০৬</u>	<u>৫৩৭৪</u>	<u>৫৬১১</u>	<u>৮৭৫০</u>
	ক) তলবি আমানত	৪৫০	১০৯৫	১০৮০	১৭৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৭৫৬	৪২৭৯	৪৫৩১	৭০০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২০৫৮	৪২৮১	৪৮৯৯	৭০৭৫
৬।	বিনিয়োগ	২৭০	৬৮০	৭৮০	১২২৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৪৪৯	৬০৩৭	৬৭২৭	১০৪১০
৮।	মোট আয়	৪১৫	৫৭৭	২৯২	৬২৫
৯।	মোট ব্যয়	২৯১	৩৮১	২১৭	৪৫০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	<u>৬১৭৮</u>	<u>১১৮৩৮</u>	<u>৪২০১</u>	<u>৮৮২০</u>
	ক) রপ্তানি	২১৩০	৪০৪০	১৮৩২	৩৭৭৫
	খ) আমদানি	৪০২৯	৭৭৪৩	২২৮৫	৪৮৭০
	গ) রেমিট্যান্স	১৯	৫৫	৮৪	১৭৫
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	<u>১৬৩</u>	<u>২৮১</u>	<u>৩১৩</u>	<u>৩৬৯</u>
	ক) কর্মকর্তা	১৩৩	২৩২	২৬৩	৩১৩
	খ) কর্মচারী	৩০	৪৯	৫০	৫৬
১২।	বিদেশী প্রতিনিধি ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৩১	১৫৬	১৬৩	১৭০
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	<u>৭</u>	<u>১২</u>	<u>১২</u>	<u>১৫</u>
	ক) বাংলাদেশে	৭	১২	১২	১৫
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
	মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১					
বিতরণ	২১৮	১৬৬	৩৮৪	৩৭২২	৪১০৬
আদায়	২	৬৪৩	৬৪৫	২৭৪১	৩৩৮৬
২০০২					
বিতরণ	৬৮৩	৬৫৯	১৩৪২	৭৪৩০	৮৭৭২
আদায়	১৩৬	৫৩৬	৬৭২	৪৬৫৪	৫৩২৬
৩১ মার্চ ২০০৩*					
বিতরণ	৫৩৬	৩৭৯	৯১৫	৪৮৭৬	৫৭৯১
আদায়	৬৬	২০১	২৬৭	৩৪২৮	৩৬৯৫
৩০ জুন ২০০৩**					
বিতরণ	৬১৬	৪৩৬	১০৫২	৫৬০৭	৬৬৫৯
আদায়	৭৫	২২৯	৩০৪	৩৯০৮	৪২১২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৭	৩	৫০
পরিমাণ	৮১৭	৬৪	৮৮১
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৭	৩	৩০
পরিমাণ	৩৮৪	২৬	৪১০
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৭	১	৫৮
পরিমাণ	১০৬৯	৪	১০৭৩
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	১৯২	-	১৯২
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৫	-	২৫
পরিমাণ	৪০২	-	৪০২

* প্রাক্কলিত।

২৬৩ জন এবং কর্মচারী ৫০ জন।

২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৩৭৪ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে, তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ১০৯৫ মিলিয়ন ও ৪২৭৯ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ ও অগ্রিম এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪২৮১ মিলিয়ন ও ৬৮০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ১১৮৩৮ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে, রপ্তানি ৪০৪০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৭৭৪৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৫৫ মিলিয়ন টাকা।

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১, ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ বিতরণ সারণি-৩ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৬৫৯	৮৮১	১০৭৩	১৩৫৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৬৪৯	৮১৭	১০০৯	১২৭০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১০	৬৪	৬৪	৮৫
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	১৭৬	২৮৪	৩৫৮	৫০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৭২	৮৫	৮	৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯১	১০৪	৭১	৮৫
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১০৬০	২৯২৭	৩৩৮৯	৫০৮৫
	সর্বমোট	**২০৫৮**	**৪২৮১**	**৪৮৯৯**	**৭০৭৫**

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ২৭ নভেম্বর ১৯৯৯ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ফেব্রুয়ারি ২০০১ সালে একটি বহুজাতিক বিদেশী ব্যাংক "ব্যাংক অব নোভা স্কশিয়"-এর ঢাকার কার্যক্রম এবং জানুয়ারি ২০০২ সালে "মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড"-এর বাংলাদেশস্থ কার্যক্রম অধিগ্রহণ করে। ২০০২ সালে ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন ও ২৫৪ মিলিয়ন

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	১২০০	১২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২১৮	২৫৪	২৫৪	৬০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৬	৭৩	৭৪	১৩৭
৪।	আমানত :	৩৮৪৯	৭০০৮	৭৪৯৫	৮০০০
	ক) তলবি আমানত	৭৭৪	৬২২	৮৯৩	১২০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৩০৭৫	৬৩৮৬	৬৬০২	৬৮০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩০১২	৫৪৪৯	৬০০৫	৭০০০
৬।	বিনিয়োগ	৩৮০	১৩৩৭	১৬১৫	১৬১৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৭২২	৮৪৫৭	৯৩৬৪	১১৩৫১
৮।	মোট আয়	২২৮	৯৩১	৪২০	১৫৮০
৯।	মোট ব্যয়	১০২	৭০১	৩৩৮	১২২০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫১৪৫	১৩২২৭	২৭০০	৩১০০
	ক) রপ্তানি	১১৩৫	৫৩৩৬	৫৬৯	৭৫০
	খ) আমদানি	৩৯৫৩	৭৭৬১	২০৩৪	২২৫০
	গ) রেমিটেন্স	৫৭	১৩০	৯৭	১০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩৭	২১৩	২২৯	২৩৯
	ক) কর্মকর্তা	১২৪	১৮৯	২০৩	২১৩
	খ) কর্মচারী	১৩	২৪	২৬	২৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৪৫	১৫০	১৯৮	২০০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭	১২	১২	১৪
	ক) বাংলাদেশে	৭	১২	১২	১৪
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	৩৬৬	২৯৯৪	৩৩৬০	৬৯০০	১০২৬০
আদায়	-	১০৩	২০১২	২১১৫	৬০০৫	৮১২০
২০০২						
বিতরণ	-	১৬২	২১৭৫	২৩৩৭	৮২৪৮	১০৫৮৫
আদায়	-	১৭২	১৯৮৫	২১৫৭	৬২৭৪	৮৪৩১
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	-	৪০	১৬২৩	১৬৬৪	২১২২	৩৭৮৬
আদায়	-	১৪০	১৫৯০	১৭৩০	২২২৬	৩৯৫৬
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	-	২৪২	৩২৪৪	৩৪৮৬	১৮৯১	৫৩৭৭
আদায়	-	১৭১	৩১৩৯	৩৩১০	১৬০৪	৪৯১৪

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৯	২১	৭০
পরিমাণ	১৬৬০	৪৭৫	২১৩৫
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৬	১০	৩৬
পরিমাণ	৪২৩৪	৩১০	৪৫৪৪
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৫	২১	৬৬
পরিমাণ	১৫৪৪	৪৬৮	২০১২
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
পরিমাণ	১৩৪৩	-	১৩৪৩
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩০	১০	৪০
পরিমাণ	২৮২৯	২৩০	৩০৫৯

* প্রাক্কলিত।

টাকা এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৩ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৯ জন যার মধ্যে ২০৩ জন কর্মকর্তা এবং ২৬ জন কর্মচারী।

২০০২ সালে এ ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৭০০৮ মিলিয়ন টাকা (তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬২২ মিলিয়ন ও ৬৩৮৬ মিলিয়ন টাকা) যা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৩ শেষে ৭৪৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৯৩ মিলিয়ন ও ৬৬০২ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকটির মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ ২০০২ সালের ৫৪৪৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৩ শেষে ৬০০৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬১৫ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংক ২০০২ সালে মোট ১৩২২৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে, রপ্তানি ৫৩৩৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৭৭৬১ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১৩০ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭০০ মিলিয়ন টাকায় যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬৯ মিলিয়ন, ২০৩৪ মিলিয়ন এবং ৯৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংক এশিয়ার অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ব্যাংক এশিয়া লিঃ-এর মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৫৮৫ মিলিয়ন ও ৮৪৩১ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭৮৬ মিলিয়ন ও ৩৯৫৬ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড-এর আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন সারণি-৩ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	৬	৭	৭
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	৬	৭	৭
২।	**শিল্প :**	২১৬৮	৪৯৬২	৫৪২৭	৬৩০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২০১১	৪৬৫২	৫০২৭	৫৮০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৫৭	৩১০	৪০০	৫০০
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	২৭৯	১৭৪	২৪০	২৯৯
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৮০	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৩৬	১৮২	১৯০	২৩৬
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	০.২৯	০.৪২	১	২
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	০.২৯	০.৪২	১	২
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২৪৯	১২৫	১৪১	১৫৬
	সর্বমোট	৩০১২	৫৪৪৯	৬০০৫	৭০০০

দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড

দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড মে ১৯৯৯ সালে নিবন্ধিত এবং একই বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে ঐ বছরেরই ২৯ নভেম্বর থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ৩৫০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ট্রাস্ট ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ১২টি এবং মোট জনশক্তি ২১৯ জনে দাঁড়ায়

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫০	২৫০	৩৫০	৩৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১১	২৮	২৮	২৮
৪।	আমানত :	২৪৭৯	২৯৭৬	২৬৮০	২৮২০
	ক) তলবি আমানত	৪৮০	৭৬৮	৪৮০	৫২০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৯৯৯	২২০৮	২২০০	২৩০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৬০৩	২৯১২	২১০৬	২৩৫৭
৬।	বিনিয়োগ	৩৬৩	৪৯৩	৪৯৩	৪৯৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	-	-	-	-
৮।	মোট আয়	১১৬	৫৫০	১৯৫	২০০
৯।	মোট ব্যয়	৪৫	৪৪৫	৮৭	৯০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৬৭১	১৬৪	৫২	১০৮
	ক) রপ্তানি	২৩	৮	১	৪
	খ) আমদানি	৬২৬	১৩৮	৪৯	১০০
	গ) রেমিটেন্স	২২	১৮	২	৪
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭৪	২১০	২১৯	২২৬
	ক) কর্মকর্তা	১৩৮	১৬০	১৬৯	১৭৪
	খ) কর্মচারী	৩৬	৫০	৫০	৫২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৮	১২	১২	১২
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১০	১১	১২	১২
	ক) বাংলাদেশে	১০	১১	১২	১২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	৩০৮	৩২৩	৬৩১	১১৪১	১৭৭২
আদায়	-	১৪	৭৮	৯২	৯২	১৮৪
২০০২						
বিতরণ	-	৯৪	৪৩৮	৫৩২	১৮৫৮	২৩৯০
আদায়	-	৮২	১০৫	১৮৭	৩৭৫	৫৬২
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	-	১০০	১৫০	২৫০	৫০০	৭৫০
আদায়	-	২৫	৫০	৭৫	১০০	১৭৫
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	-	১০	১০	২০	৫০	৭০
আদায়	-	২	৪	৬	১০	১৬

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	১০২৪	-	১০২৪
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	১০২৪	-	১০২৪
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪	-	১৪
পরিমাণ	২০২৫	-	২০২৫
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৩০	-	৩০
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৫০	-	৫০

** প্রাক্কলিত।*

যার মধ্যে ১৬৯ জন কর্মকর্তা ও ৫০ জন কর্মচারী।

ট্রাস্ট ব্যাংক আর্মি ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে গঠিত এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সেনাবাহিনীতে কর্মরত হলেও এটি অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতোই একটি পূর্ণাঙ্গ তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংক। তবে, মুনাফা বন্টনে এর ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা কখনই মূল উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত সম্পদকে স্ফীত করে না, আর্মি ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের কল্যাণমুখী কার্যক্রমে ব্যয় হয়। এ ব্যাংকের অর্থনৈতিক সেবা দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত। তবে, মুনাফা পুঞ্জিভূত করার চাইতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তুলনামূলক দুর্বল জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়েই এ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগযোগ্য দীর্ঘ মেয়াদি সঞ্চয় গড়ে তোলা এবং ছোট পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দি ট্রাস্ট ব্যাংক ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন করেছে। যুগপৎভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সহজ শর্তে এবং কম সুদে "কনজিউমার ডিউরেবল ক্রেডিট স্কীম" চালু করেছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে কর্মরত দেশের গর্বিত সৈনিকদের এবং সকল শ্রেণীর প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সহজে দেশে প্রেরণের সুবিধার্থে ট্রাস্ট ব্যাংক ইতোমধ্যে কয়েকটি বিদেশী ব্যাংকের সঙ্গে প্রতিসঙ্গী ব্যবস্থা সম্পাদন করেছে। ডিলিং হাউজের মাধ্যমে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

২০০২ সালে ট্রাস্ট ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৭৬ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে, তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৬৮ মিলিয়ন ও ২২০৮ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ১৯১২ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে এ ব্যাংক মোট ১৬৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে, রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৮ মিলিয়ন, ১৩৮ মিলিয়ন ও ১৮ মিলিয়ন টাকা। দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১, খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ সারণি-৩ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ-দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	<u>৫৩৯</u>	<u>৭৫০</u>	<u>৮০০</u>	<u>৮৫০</u>
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৫৩৯	৭৫০	৮০০	৮৫০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৪	৫	৬	৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	<u>৬০৯</u>	<u>৮১৫</u>	<u>৯০০</u>	<u>১০০০</u>
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৬০৯	৮১৫	৯০০	১০০০
৭।	অন্যান্য	৪৪১	৩৪২	৪০০	৫০০
	সর্বমোট	**১৬০৩**	**১৯১২**	**২১০৬**	**২৩৫৭**

শাহ্জালাল ব্যাংক লিমিটেড

কল্যাণমুখী আর্থ-সামাজিক সেবার লক্ষ্যে "শাহ্জালাল ব্যাংক লিমিটেড" ১০ মে ২০০১ সালে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হয় এবং ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকে। বিনিয়োগলব্ধ মুনাফা থেকে আনুপাতিক হারে আমানতকারীদেরকে মুনাফা প্রদান করা হয়। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা এ ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য। ইতোমধ্যে, গতিশীল

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০৫	২০৫	২০৫	২০৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১	১৬	১৬	১৬
৪।	আমানত :	১৪০১	৩৩৩৩	৪০৭৯	৫০০০
	ক) তলবি আমানত	২২০	৪০৪	৪৩৭	৭০০
	খ) মেয়াদি আমানত	১১৮১	২৯২৯	৩৬৪২	৩২৬৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২১৬	২০০০	২৫০৩	৩০৫৫
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬২৫	৩৬৭০	৪৫৯৮	৪৯৭০
৮।	মোট আয়	৯৯	৩৫১	১৩৭	৪০৫
৯।	মোট ব্যয়	৯১	২৫৬	১২৩	৩৫৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫৬৭	৩৬৬৯	১৮৯২	৪৩১৫
	ক) রপ্তানি	৯৬	৬৪৪	৪৭২	১১০৫
	খ) আমদানি	৪৭১	২৬৭৪	১১৪৪	২৫০৫
	গ) রেমিটেন্স	-	৩৫১	২৭৬	৭০৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৮৪	১৯৫	২০৫	২২০
	ক) কর্মকর্তা	৭৩	১৬১	১৬৯	১৮১
	খ) কর্মচারী	১১	৩৪	৩৬	৩৯
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়) বাংলাদেশে	২	৮	১০	১০

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	১০	১৭	২৭	১৯০	২১৭
আদায়	-	-	-	-	১০০	১০০
২০০২						
বিতরণ	-	৪৬৯	৪১৮	৮৮৭	১১১৩	২০০০
আদায়	-	৫০	১১৭	১৬৭	৮২৯	৯৯৬
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	-	৬৫	৯৫	১৬০	২৩৪২	২৫০২
আদায়	-	১৫	২৫	৪০	৯৩৭	৯৭৭
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	-	৬৫	৯০	১৫৫	৩১০৯	৩২৬৪
আদায়	-	১০	১৫	২৫	১২৪৪	১২৬৯

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩০	-	৩০
পরিমাণ	৮৮৭	-	৮৮৭
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৬	-	২৬
পরিমাণ	৮৬৫	-	৮৬৫
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৪	-	৩৪
পরিমাণ	৯৮৭	-	৯৮৭
১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
পরিমাণ	১২২	-	১২২
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	১৩০	-	১৩০

* প্রাক্কলিত।

চাহিদার ভিত্তিতে এ ব্যাংক যে ১০টি আকর্ষণীয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেগুলো হলো : টাকা দ্বিগুণ বৃদ্ধি স্কীম, মাসিক উপার্জন স্কীম, মাসিক আমানত স্কীম, কিস্তিতে গৃহসামগ্রী ক্রয় স্কীম, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিনিয়োগ স্কীম, আত্মকর্মসংস্থান স্কীম, মহিলাদের জন্য বিনিয়োগ স্কীম, হজ্ব ডিপোজিট স্কীম, প্রবাসীদের জন্য সেবা স্কীম ও মিলিয়নিয়ার স্কীম।

মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন, ২০৫ মিলিয়ন ও ১৬ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৫ জনে, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৬৯ জন ও কর্মচারী ৩৬ জন। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৩৩৩ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৪০৪ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ২৯২৯ মিলিয়ন টাকা)। মার্চ ২০০৩ শেষে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ৪৩৭ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৩৬৪২ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ২০০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৭০ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৬৪৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৬৭৪ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৩৫১ মিলিয়ন টাকা)। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাস সময়ে ব্যাংক ১৮৯২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৪৭২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১১৪৪ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ২৭৬ মিলিয়ন টাকা)। শাহ্‌জালাল ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে শাহ্‌জালাল ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২০০০ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৮৮৭ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ১১১৩ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৯৯৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫০২ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ১৬০ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ২৩৪২ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৯৭৭ মিলিয়ন টাকা। শাহ্‌জালাল ব্যাংক লিমিটেড-এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	১০	৮৮৭	৯৮৭	১১১৭
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১০	৮৮৭	৯৮৭	১১১৭
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	৮১	৯৪৮	৯৮৬	১১৯৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	১১৭	১৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	৭৫	৮৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১২৫	১৬৫	৩৩৮	৭১৮
	সর্বমোট	২১৬	২০০০	২৫০৩	৩২৬৪

যমুনা ব্যাংক লিমিটেড

যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ৩ জুন ২০০১ সালে বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি উন্নত ও দ্রুত গ্রাহক সেবা প্রদান এবং দেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে যমুনা ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়। মার্চ ২০০৩ শেষে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৬০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩৯০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ০.৫০ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৮ জন যার মধ্যে, কর্মকর্তা ২০৭ জন ও কর্মচারী ৪১ জন।

যমুনা ব্যাংক লিঃ-এর বেশ কিছু আকর্ষণীয় প্রকল্প রয়েছে। সেগুলো হলো : রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা ও অর্থায়ন, সরাসরি ঋণপত্র খোলার সুবিধা, বাণিজ্যিক ঋণ, কর্পোরেট ঋণ, প্রকল্পে অর্থায়ন, সিন্ডিকেট ফিন্যান্স, হায়ার পারচেজ, কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কীম, মুদ্রাবাজার কার্যক্রম, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, মাসিক মুনাফা প্রকল্প, দ্বিগুণ/তিনগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প ও লীজ ফাইন্যান্সিং উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, গ্রাহক সেবা তরান্বিত করার লক্ষ্যে এ ব্যাংক ইতোমধ্যে SWIFT-এর সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি রপ্তানীমুখী সুয়েটার শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৬০০	১৬০০	১৬০০	১৬০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৯০	৩৯০	৩৯০	৩৯০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	০.৫০	০.৫০	১৫
৪।	**আমানত :**	৩৭৯৪	৪৭৫২	৪২৬৮	৫০০০
	ক) তলবি আমানত	১৯৫২	১৬১৬	১২৪০	১৫০০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৮৪২	৩১৩৬	৩০২৮	৩৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৪৯	১৫১৪	১৮৪৭	২৫০০
৬।	বিনিয়োগ	২৯৬৩	২০৫২	১৫৬০	১৫৭০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৮৮৩	৬৭৯৪	৬৫৪১	৭০৯০
৮।	মোট আয়	২২৯	৩৯১	১৬৪	৩৩০
৯।	মোট ব্যয়	২২৯	৩৭৬	১৪৪	২৮৯
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	২১৬	২৫৮২	১৩৫১	২৬৩৭
	ক) রপ্তানি	৯০	১১৩৩	৫২১	১০০০
	খ) আমদানি	১২৫	১৪৪৯	৮১৯	১৬০০
	গ) রেমিটেন্স	০.৬০	০.৬৯	১১	৩৭
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	১৪০	১৫৩	২৪৮	২৬০
	ক) কর্মকর্তা	১১৫	১১২	২০৭	২১৫
	খ) কর্মচারী	২৫	৪১	৪১	৪৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭	২২	২৪	২৫
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	৩	৮	৮	৯
	ক) বাংলাদেশে	৩	৮	৮	৯
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

ব্যাংকের ব্যবসায়িক উৎকর্ষ বিকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকে Reuters স্ক্রীন সমৃদ্ধ আধুনিক ডিলিং রুম প্রতিষ্ঠিত করে।

২০০২ সালে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭৫২ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ১৬১৬ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৩১৩৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সাল শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫১৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৮২ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে রপ্তানি ১১৩৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৪৪৯ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ০.৬৯ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৫১ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে, রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৫২১ মিলিয়ন, ৮১৯ মিলিয়ন ও ১১ মিলিয়ন টাকা।

যমুনা ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

২০০২ সালে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৮০৯ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৪৮৩ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ১৩২৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৯১ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৬২৫ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ১৬৬৬ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	৫৬	৫৭	১১৩	২২৬	৩৩৯
	আদায়	-	-	-	-	-	-
২০০২							
	বিতরণ	-	৬০	৪২৩	৪৮৩	১৩২৬	১৮০৯
	আদায়	-	৭	১৩১	১৩৮	২৪৭	৩৮৫
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	৫২	৫৭৩	৬২৫	১৬৬৬	২২৯১
	আদায়	-	৭	১৮২	১৮৯	৩১২	৫০১
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	৭৬	৬৮৫	৭৬১	২১৮৯	২৯৫০
	আদায়	-	৮	১৯১	১৯৯	৪১৯	৬১৮

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪	৫	১৯
	পরিমাণ	৫৫৩	৪৩	৫৯৬
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪	৫	১৯
	পরিমাণ	৪৪০	৪৩	৪৮৩
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২০	৫	২৫
	পরিমাণ	৬২৮	৪৩	৬৭১
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
	পরিমাণ	১৮৮	-	১৮৮
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	১	১০
	পরিমাণ	৩১৫	১০	৩২৫

* প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৪৮৩ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্পঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭১ মিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৬৯	৩৪৯	৪৭৭	৬২০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৬৯	৩১৪	৪৪১	৫৮০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	৩৫	৩৬	৪০
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	-	৫৩৫	৬৮৬	৯৩৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৮১	১৬৮	১৭৩	২৩০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৩	১২৩	১৫১	২০৫
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	২	২	৫
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	২	২	৫
৭।	অন্যান্য	৩৬	৩৩৭	৩৫৮	৫০৫
	সর্বমোট	৩৪৯	১৫১৪	১৮৪৭	২৫০০

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

ব্র্যাক সারা বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনে এ উন্নয়ন সংস্থা সারা বিশ্বে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ব্র্যাকের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ব্যাংকিং কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর আওতায় বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত একটি তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংক। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি দেশের কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতির গতিধারায় ফলপ্রসূ অবদান রাখা, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা, রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে সহজ শর্তে অর্থায়ন করে রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দান ইত্যাদি কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ১,০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ২৫০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ৪ জুলাই ২০০১ সালে কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের মোট শাখা ৮টিতে এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা ৩৭৬ জনে দাঁড়ায় যার মধ্যে ৩৬৫ জন কর্মকর্তা এবং ১১ জন কর্মচারী।

২০০২ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৩৬৩ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি

প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তি শেষে ব্যাংকের প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মকর্তাবৃন্দ

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১	১০	১৫	২৪
৪।	**আমানত :**	১১০	১৩৬৩	১৯৪২	২৩৭৬
	ক) তলবি আমানত	২৪	৩৭০	৫৬৭	৬৪৬
	খ) মেয়াদি আমানত	৮৬	৯৯৩	১৩৭৫	১৭৩০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭০	১০৩০	১২৪৮	১৬৭৪
৬।	বিনিয়োগ	৪০	২৫০	৩৪৫	৪৩৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৬১	২০৭০	৩৯৮৩	৫৫৭৬
৮।	মোট আয়	২০	১২২	১০৬	২৪১
৯।	মোট ব্যয়	২২	১৬০	১১১	২৪০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	-	৩৭৮	৪৪৪	৪৭০
	ক) রপ্তানি	-	২৩	২৬	৩০
	খ) আমদানি	-	৪	৫৮	৭০
	গ) রেমিটেন্স	-	৩৫১	৩৬০	৩৭০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৭১	২৭৫	৩৭৬	৩৯৯
	ক) কর্মকর্তা	৬৯	২৬৭	৩৬৫	৩৮৮
	খ) কর্মচারী	২	৮	১১	১১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭	১১	১১	১৩
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	১	৭	৮	১০
	ক) বাংলাদেশে	১	৭	৮	১০
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৭০ মিলিয়ন টাকা ও ৯৯৩ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৪২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে তলবি ও মেয়াদি আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬৭ মিলিয়ন টাকা ও ১৩৭৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১০৩০ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক মোট ৪৪৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ২৬ মিলিয়ন টাকা, ৫৮ মিলিয়ন টাকা ও ৩৬০ মিলিয়ন টাকা। ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো :

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১৬৭ মিলিয়ন টাকা ও ২০৭ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৮১ মিলিয়ন টাকা ও ৪৬৩ মিলিয়ন টাকা। ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড-এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ সারণি-৩ ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	১	-	১	৬৯	৭০
	আদায়	-	-	-	-	-	-
২০০২							
	বিতরণ	১	৩	৩০	৩৩	১১৩৩	১১৬৭
	আদায়	-	-	১	১	২০৬	২০৭
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	১	৩	৪৩	৪৬	৬৩৪	৬৮১
	আদায়	-	-	১২	১২	৪৫১	৪৬৩
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	১	৩	৫৫	৫৮	৯২২	৯৮১
	আদায়	-	-	১৬	১৬	৫৩৯	৫৫৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	১২	১৫
	পরিমাণ	৩	৩১	৩৪
১ জানুয়ারি ২০০২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	১০	১৩
	পরিমাণ	৩	৩০	৩৩
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	২৫	৩১
	পরিমাণ	৬	৭৪	৮০
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	১৩	১৬
	পরিমাণ	৩	৪৩	৪৬
১ জানুয়ারি ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	৩৫	৪৪
	পরিমাণ	৮	১০৩	১১১

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	১	১	১
	ক) শস্য	-	১	১	১
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	১	৩৩	৪৬	৫৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	৩	৩	৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১	৩০	৪৩	৫৫
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	-	২৩৮	৪০১	৭৫৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩২	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	৩৭	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	৭৫৮	৮০০	৮৬১
	সর্বমোট	৭০	১০৩০	১২৪৮	১৬৭৪

বিদেশী বেসরকারি ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড বিশ্বব্যাপী ৪২টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কর্পোরেট সংস্থা, বিত্তশালী উদ্যোক্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও খুচরা গ্রাহক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২০ মিলিয়ন টাকার মূলধন নিয়ে ঢাকার মতিঝিলে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামে আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৯ সালের

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩
২।	আমানত :	৯৪১৫	৯৬৮৩	৮৪৩৭	৮২২৪
	ক) তলবি আমানত	৭০৭০	৭৭৪৫	৬৩০৫	৬১৮৯
	খ) মেয়াদি আমানত	২৩৪৫	১৯৩৮	২১৩২	২০৩৫
৩।	ঋণ ও অগ্রিম	১৭২৫	২১৪৩	১৭১০	১০২৭
৪।	বিনিয়োগ	২৫৭৮	২৪৪৬	২৬০৩	২৬১৬
৫।	মোট পরিসম্পদ	১১১৫৬	১১২৯৫	১০৫০৮	১০৩৯২
৬।	মোট আয়	১৩১৬	১১৪৭	১৬৮	৩৩৬
৭।	মোট ব্যয়	৯২৭	৮৭৪	১১৬	২৩২
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	৩০২৩৩	২৭৯৫৮	৬৬২২	১১৯১৪
	ক) রপ্তানি	৮৫৫৬	৬৭৯৭	১৭০০	৩৪০০
	খ) আমদানি	৫৬৭৩	৫০০০	১১১২	১৭৪৬
	গ) রেমিটেন্স	১৬০০৪	১৬১৬১	৩৮১০	৬৭৬৮
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	১৭৯	১৮৩	১৮৫	১৮৪
	ক) কর্মকর্তা	১৪৬	১৪৮	১৭৯	১৪৮
	খ) কর্মচারী	৩৩	৩৫	৩৬	৩৬
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০০০	২০০১	২০০০	২০০০
১১।	শাখা (সংখ্যায়) :	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
	ক) বাংলাদেশে	৩	৩	৩	৩
	খ) বিদেশে	৭৩	৭৩	৭৩	৭৩

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	৪৭১	৪৯৪৯	৫৪২০	৬৬২	৬০৮২
	আদায়	-	৪২৬	৫৩৪৩	৫৭৬৯	৩৫৮	৬১২৭
২০০২	বিতরণ	-	৭৯৪	৪৬৪১	৫৪৩৫	৫৯৮	৬০৩৩
	আদায়	-	৯৩০	৩৯৫৯	৪৮৮৯	৭২৬	৫৬১৫
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	১৯	৭০৭	৭২৬	৯৩	৮১৯
	আদায়	-	৫৯	১০৮৩	১১৪২	১১০	১২৫২
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	৫	৫৬৮	৫৭৩	১৫৯	৭৩২
	আদায়	-	৫৭	১২১০	১২৬৭	১৪৮	১৪১৫

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার ধানমন্ডিতে ব্যাংকের তৃতীয় শাখা খোলা হয়। এ তিনটি শাখা ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ৫টি বুথ রয়েছে। ২০০১ সালের জুন মাসে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন এর রপ্তানিমুখী কোম্পানীগুলোকে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে অফসোর ব্যাংকিং ইউনিট খোলে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের কার্যক্রম প্রধানত কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং, বৈদেশিক মুদ্রা সার্ভিস এবং কনজ্যুমার ব্যাংকিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যাংকটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্রাভেল রিলেটেড সার্ভিসেস (টিআরএস) এর মাধ্যমে ভ্রমণ ব্যবস্থাপনা ও কার্ড ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। ব্যাংকিং কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে নব নব প্রযুক্তি প্রবর্তন এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে ব্যাংকটি অত্যাধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা ও নতুন নতুন সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০০০ সালে ব্যাংকটি এটিএম (ATM) প্রবর্তন করেছে। এ ছাড়া ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক সর্বদাই কর্পোরেট মূল্যবোধের অংশ হিসাবে সুনাগরিকত্বের ধারণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ২০০২ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক বেসামরিক বিমান চলাচল উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা-এর গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য সহযোগিতা করেছে। এছাড়া, বৃটিশ ওমেন্স এসোসিয়েশন এবং ঢাকা এমেরিকান ওমেন্স ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত দাতব্য কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক চাঁদা প্রদান করেছে।

২০০২ সাল শেষে বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক-এর মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ১১২৯৫ মিলিয়ন টাকা যা ২০০৩ সালের মার্চ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৫০৮ মিলিয়ন টাকায়। ডিসেম্বর ২০০২ এ ব্যাংকের রিজার্ভ / মূলধন ছিল ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৯৬৮৩ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৭৭৪৫ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ১৯৩৮ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০৩ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে ৮৪৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ৬৩০৫ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ২১৩২ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ২১৪৩ মিলিয়ন টাকা যা ২০০৩ সালের মার্চ শেষে কমে ১৭১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের স্থিতি ছিল ২৪৪৬ মিলিয়ন টাকা যা ২০০৩ সালের মার্চ শেষে বেড়ে ২৬০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৭৯৫৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৬৭৯৭ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৫০০০

মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১৬১৬১ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংক ৬৬২২ মিলিয়ন টাকার (রপ্তানি ১৭০০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১১১২ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৩৮১০ মিলিয়ন টাকা) বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা ছিল ১৮৫ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৪৯ জন ও কর্মচারী ৩৬ জন। বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ২০০২ সালে ৫৪৩৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণসহ মোট ৬০৩৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ৫৬১৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ব্যাংক ৫৪২০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণসহ মোট ৬০৮২ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে এবং ৬১২৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছিল। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮১৯ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ঋণ আদায় হয় ১২৫২ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সাল শেষে এ ব্যাংকের শিল্প খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরের পরিমাণ ছিল ৫৭৯২ মিলিয়ন টাকা (প্রকল্প সংখ্যা ৩৩টি) যা ২০০৩ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে ৫৪০৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

ঋণের স্থিতি

২০০২ সালের শেষে এ ব্যাংকের ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৪৩ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ১৬০১ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০৩ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৭১০ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ১১৮৯ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৩	-	৩৩
পরিমাণ	৫৭৯২	-	৫৭৯২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৩	-	৩৩
পরিমাণ	৫৭৯২	-	৫৭৯২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩১	-	৩১
পরিমাণ	৫৪০৬	-	৫৪০৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
পরিমাণ	৫৭৪	-	৫৭৪
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১১	-	১১
পরিমাণ	৬৫৪	-	৬৫৪

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৯৩৩	১৬০১	১১৮৯	৪৮৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৯৩৩	১৬০১	১১৮৯	৪৮৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/ হোটেল	৩৯	৪৭	৫১	৫৩
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	২০	২১	২০
৫।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	৪১৬	২৭৩	২৭৪	২৭৩
	দারিদ্র্য দূরীকরণ	১৪৩	-	-	-
	অন্যান্য কর্মসূচী	২৭৩	২৭৩	২৭৪	২৭৩
৭।	অন্যান্য	৩৩৭	২০২	১৭৫	১৯৫
	সর্বমোট	**১৭২৫**	**২১৪৩**	**১৭১০**	**১০২৭**

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৯৪৮ সাল থেকে এদেশে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে এদেশে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৩০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সাল শেষে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০০১ সালের ৩৬৬১৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭৬৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে যা মার্চ ২০০৩ শেষে দাঁড়ায় ৮৬৮০২ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩১ জনে যার মধ্যে ৫২১ জন কর্মকর্তা এবং ১০ জন কর্মচারী। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের ৫টি শাখা রয়েছে। সাভারে অবস্থিত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) ব্যাংকের একটি বিশেষ শাখা অফসোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) সেবা

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	পরিশোধিত মূলধন	৬৭৫	৮৩০	৮৩০	৮৩০
২।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৩।	**আমানত**	১৩৯৫৬	৩১০৮৭	৪০৪৩৭	৪১৮৩৭
	ক) তলবি আমানত	৬১০২	১৩৬৯৯	১৭৪৫৩	১৮১২৪
	খ) মেয়াদি আমানত	৭৮৫৪	১৭৩৮৮	২২৯৮৪	২৩৭১৩
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	১৫৭৯৩	২৯৬২৩	৩৬৪২৫	৩৮৬০০
৫।	বিনিয়োগ	১৯২৭	৪৬২৭	৬৬৬৮	৬৮২৮
৬।	মোট পরিসম্পদ	৩৬৬১৭	৭৭৬৭০	৮৬৮০২	৮৯৮৫৯
৭।	মোট আয়	৩১৭৭	৩৪১০	১২৫৮	২৬০৬
৮।	মোট ব্যয়	১৮৯০	১০৩৯	৩৭৫	৭৬৫
৯।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	৬৭৬০২	৯৬৬৮৭	২৯৬৭৮	৫৯২৫৯
	ক) রপ্তানি	১৯৭৭৯	২৬৪০৭	৭৮৩৫	১৪৮৮৭
	খ) আমদানি	২২০৭১	৩১৮৪৪	৬৮৫৭	১৪৪০০
	গ) রেমিটেন্স	২৫৭৫২	৩৮৪৩৬	১৪৯৮৬	২৯৯৭২
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	২৬৯	২৯৬	৫৩১	৫৬০
	ক) কর্মকর্তা	২৪৬	২৮৯	৫২১	৫৫০
	খ) কর্মচারী	২৩	৭	১০	১০
১১।	বিদেশী প্রতিযোগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-		
১২।	**শাখার সংখ্যা (বাংলাদেশে)**	৬	৬	৬	৬

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	২৪৩	১৬৭৯	১৯২২	৪৩৩৬	৬২৫৮
	আদায়	-	৬১১	১০৯০	১৭০১	৪০১৪	৫৭১৫
২০০২							
	বিতরণ	-	৫৩৫	২৩৬৭	২৯০২	৬৯৮৪	৯৮৮৬
	আদায়	-	৩০৩	১৮৯৬	২১৯৯	১৫৭৬	৩৭৭৫
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	১৩২	১১৪৬	১২৭৮	৫৪০	১৮১৮
	আদায়	-	১১০	৭২০	৮৩০	৬৭৯	১৫০৯
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	২৬৪	১৩৫০	১৬১৪	৭৪০	২৩৫৪
	আদায়	-	২২০	৭৪১	৯৬১	৯৯০	১৯৫১

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM) সার্ভিস চালু করেছে এবং ঢাকার তেজগাঁও, উত্তরা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে নন ব্রাঞ্চ এটিএম বুথ স্থাপন করেছে।

২০০০ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক অধিগ্রহণ করার পর ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর দুই ব্যাংকের একত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তখন থেকে গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের নাম স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক-এ পরিবর্তন করা হয়।

২০০২ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩১০৮৭ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ১৩৬৯৯ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ১৭৩৮৮ মিলিয়ন টাকা) যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ৪০৪৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ১৭৪৫৩ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ২২৯৮৪ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ২৯৬২৩ মিলিয়ন টাকা, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ৩৬৪২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৯৬৬৮৭ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ২৬৪০৭ মিলিয়ন, আমদানি ৩১৮৪৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩৮৪৩৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৬৭৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৭৮৩৫ মিলিয়ন, আমদানি ৬৮৫৭ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৪৯৮৬ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৮৮৬ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ২৯০২ মিলিয়ন টাকা) ও ৩৭৭৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ১৮১৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে (শিল্প ঋণ ১২৭৮ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৫০৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩৭১০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সাল

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী			সারণি-৩ (মিলিয়ন টাকা)
ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৪	-	৩৪
পরিমাণ	৪৮১৪	-	৪৮১৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
পরিমাণ	৩৭১০	-	৩৭১০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৭	-	৩৭
পরিমাণ	৫৫৬৮	-	৫৫৬৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৮৬৫	-	৮৬৫
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
পরিমাণ	১২০০	-	১২০০

* প্রাক্কলিত।

পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৪৮১৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৬৫ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৫৬৮ মিলিয়ন টাকা। মঞ্জুরীকৃত ঋণ শুধুমাত্র বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল ।

ব্যাংক কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেখানো হলো ।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প ঃ**	১১০১	১৪১২	১৮৬৫	২২৬৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১০২৮	১২৭৫	১৬৮৩	২০৫৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৭৩	১৩৭	১৮২	২১১
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/ হোটেল	-	-	-	-
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৫।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৭	১৭১	২২৬	৩০৫
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ**	৩৪২	১৩৩৭	১৮০৫	২০২২
	ক) দারিদ্র্য দূরীকরণ	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	৩৪২	১৩৩৭	১৮০৫	২০২২
৭।	অন্যান্য	১৪২৯৩	২৬৭০৩	৩২৫২৯	৩৪০০৬
	সর্বমোট	১৫৭৯৩	২৯৬২৩	৩৬৪২৫	৩৮৬০০

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিমিটেড

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক লিমিটেড-এর পূর্ব নাম ছিল এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক। ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক অধিগ্রহণের পর এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের পরিবর্তে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক রাখা হয়। ১৯০৫ সাল থেকে এ ব্যাংক এদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের ১৩টি শাখা

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২*
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৬	৬৬
৪।	**আমানত**	২০৬৬০	৭১৬০
	ক) তলবি আমানত	৬২০৩	২৩৪৩
	খ) মেয়াদি আমানত	১৪৪৫৭	৪৮১৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩৩০২	৪৯৭৯
৬।	বিনিয়োগ	৩৪০৮	৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৮০৬২	১৪৫১২
৮।	মোট আয়	৩৬৫৪	২১০১
৯।	মোট ব্যয়	২০৭১	১২৮৯
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	৪৭৮৭৮	২৮২৭২
	ক) রপ্তানি	১৬৯৩১	৪০৭৬
	খ) আমদানি	১৯৫৫২	৪৭৩৬
	গ) রেমিটেন্স	১১৩৯৫	১৯৪৬০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	২৪৭	২৩২
	ক) কর্মকর্তা	২৪০	২২৯
	খ) কর্মচারী	৭	৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)-বাংলাদেশে**	১৩	১৩

** ৩১ ডিসেম্বর ২০০২-এ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের একত্রীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের নাম পরিবর্তন করে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক রাখা হয়।*

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	১৩৬৮	৭১৮০	৮৫৪৮	-	৮৫৪৮
	আদায়	১৭৩৪	৬৭৫০	৮৪৮৪	-	৮৪৮৪
২০০২	বিতরণ	৯২৭	২১৫৬	৩০৮৩	২৬০৬	৫৬৮৯
	আদায়	৭৬৫৪	৩৪২২	১১০৭৬	৫১৯	১১৫৯৫

রয়েছে। ১৯৯৮ সালে এ ব্যাংক এদেশে প্রথম ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কৌশল (Electronic Banking Strategy) চালু করে যার অংশ হিসেবে ১৯৯৯ সাল থেকে ATM মেশিনের মাধ্যমে এ ব্যাংক দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটিতে ক্রেডিট কার্ড ব্যবসা চালু আছে এবং ১০ এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত ৫০,০০০টি ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। ব্যাংকটি E-Banking-এর মাধ্যমে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত ৩০০ জন গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেট কাস্টমারের সংগে কম্পিউটার যোগাযোগ স্থাপন করেছে, যার ফলে তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের একাউন্টের ব্যালান্স চেক বা অনুসন্ধান করা, এলসি দেখা ও খোলা এবং এলসি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জানা ইত্যাদি কাজসমূহ করতে পারে। অধিকন্তু, ব্যাংকটি একটি অনুসন্ধান কেন্দ্র চালু করেছে যেখান থেকে গ্রহীতারা তাদের PIN নম্বরের মাধ্যমে ফোন করে একাউন্টের বিস্তারিত জানতে পারেন। এই অনুসন্ধান কেন্দ্র প্রতিদিন খোলা থাকে ।

২০০২ শেষে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২৩২ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ২২৯ জন ও কর্মচারী ৩ জন। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪৫১২ মিলিয়ন টাকা ও ৬৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৭১৬০ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ২৩৪৩ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৪৮১৭ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালে এসেট লায়াবিলিটি মাইগ্রেশনের কারণে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ শতকরা ৬৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৯৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০২ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৮২৭২ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৪০৭৬ মিলিয়ন, আমদানি ৪৭৩৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৯৪৬০ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৬৮৯ মিলিয়ন টাকা ও ১১৫৯৫ মিলিয়ন টাকা। শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় কেবলমাত্র শিল্প খাতে সীমাবদ্ধ ছিল। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো ।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৪৩৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১১৩৪ মিলিয়ন টাকা। মঞ্জুরীকৃত ঋণ শুধুমাত্র বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাংক কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো ।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	১১৩৪	-	১১৩৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৪৩৪	-	৪৩৪

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-
	ক) শস্য	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-
২।	শিল্প ঃ	১৫৮৫	২২০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৪৯২	১৯৮
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৯৩	২২
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫১	২০৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৩৪২	১৯০
৭।	অন্যান্য	১১৩২৪	৪৩৬৬
	সর্বমোট	১৩৩০২	৪৯৭৯

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭৬ সালের ৯ জুলাই তারিখে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দুটি শাখা অফিস রয়েছে। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩৭৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ১৪ মিলিয়ন টাকা এবং মোট

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮০	৩৭১	৩৭৩	৩৭৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪	১৪	১৪	১৪
৪।	**আমানত**	<u>১০৩৮</u>	<u>৯২৭</u>	<u>৮৮৭</u>	<u>৮৯০</u>
	ক) তলবি আমানত	৩৪৫	৪০৭	৪১৯	৪২০
	খ) মেয়াদি আমানত	৬৯৩	৫২০	৪৬৮	৪৭০
৫।	অগ্রিম	৭৪৮	৫৮৭	৪৯৮	৫০০
৬।	বিনিয়োগ	৬০৫	৬৩৩	৭১০	৭২৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৫৫৭	২৬১০	২৬৮৮	২৭৫০
৮।	মোট আয়	১৭৭	১৪৯	৩৩	৬৬
৯।	মোট ব্যয়	১৩০	১০১	২৬	৫২
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	<u>২২৫৩</u>	<u>১৮৯৮</u>	<u>৩৯৮</u>	<u>৭৯৬</u>
	ক) রপ্তানি	২৯২	২৬৪	৬১	১২২
	খ) আমদানি	১৯৩৯	১৬০৯	৩২৭	৬৫৪
	গ) রেমিটেন্স	২২	২৫	১০	২০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	<u>৭০</u>	<u>৬৯</u>	<u>৬৯</u>	<u>৬৯</u>
	ক) কর্মকর্তা	৩৩	৩১	৩১	৩১
	খ) কর্মচারী	৩৭	৩৮	৩৮	৩৮
১২।	বিদেশী প্রতিযোগী ব্যাংক (সংখ্যা)	-	-	-	-
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	-	-	-	-
	ক) বাংলাদেশ	২	২	২	২
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	-	৪৮৪	৪৮৪	৫৬৮	১০৫২
	আদায়	-	৪	২৫৪	২৫৮	৪৫৬	৭১৪
২০০২							
	বিতরণ	-	২	৩০৩	৩০৫	৪২০	৭২৫
	আদায়	-	৩	৩৯৮	৪০১	৪১৩	৮১৪
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	২৪	৯১	১১৫	১০৬	২২১
	আদায়	-	১	৮৪	৮৫	১০১	১৮৬
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	২	১০৫	১০৭	১২২	২২৯
	আদায়	-	১	৯৭	৯৮	১১৬	২১৪

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ২৬৮৮ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য সময়ে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯ জনে, যার মধ্যে কর্মচারীর সংখ্যা ৩৮ জন ও কর্মকর্তার সংখ্যা ৩১ জন।

২০০২ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৯২৭ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৪০৭ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৫২০ মিলিয়ন টাকা) যা হ্রাস পেয়ে ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ৮৮৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ৪১৯ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৪৬৮ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালে ব্যাংকটির অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৫৮৭ মিলিয়ন টাকা যা হ্রাস পেয়ে ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ৪৯৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ১৮৯৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ২৬৪ মিলিয়ন, আমদানি ১৬০৯ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাস সময়ে ব্যাংকটি ৩৯৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৬১ মিলিয়ন, আমদানি ৩২৭ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১০ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ৭২৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৮১৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২১ মিলিয়ন ও ১৮৬ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

হাবিব ব্যাংক লিমিটেডে এর ঋণের স্থিতি ২০০২ সালে ছিল ৫৮৭ মিলিয়ন টাকা যা হ্রাস পেয়ে ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ৪৯৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এর ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	-	-	-	-
২।	**শিল্প ঃ**	২৭২	৩৪৯	২৪৮	২৮৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৬৯	৩৪৭	২৪৬	২৮৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩	২	২	২
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	১৪১	১২৩	১১০	১১৮
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৫	২৬	২৪	২৮
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১	১	১	১
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ**				
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২৭৯	৮৮	১১৫	১৫০
	সর্বমোট	**৭৪৮**	**৫৮৭**	**৪৯৮**	**৫৮২**

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একটি মাত্র শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৭৫ সালের ৫ মে তারিখে এ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮৩ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৮ জন ও কর্মচারী ২২ জন।

২০০২ সালে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১১০৮ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ৩২০ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৭৮৮ মিলিয়ন টাকা)। ২০০৩ সালের মার্চ মাস শেষে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ৩২৫ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৮৪২ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৯৯৬ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে দাঁড়ায় ৮৭৯ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সাল শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৯৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৫১৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৩৭৯ মিলিয়ন, আমদানি ২১৭৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৯৬২ মিলিয়ন টাকা)। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ১৫৬৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ৪২৬ মিলিয়ন, আমদানি ৫৯৬

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫৫৬	৫৬২	৫৮৩	৫৮৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	**আমানত**	৯৪৪	১১০৮	১১৬৭	১২২০
	ক) তলবি আমানত	২৭৫	৩২০	৩২৫	৩৪৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৬৬৯	৭৮৮	৮৪২	৮৭৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭২০	৯৯৬	৮৭৯	১০৪০
৬।	বিনিয়োগ	২০০	১৯৮	১৯৮	১৯৮
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮২৫	১৯০০	২৩০৮	২৩২৫
৮।	মোট আয়	২১৪	২৩৪	৫৭	১২০
৯।	মোট ব্যয়	৮৫	৯৯	২৬	৫১
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	৪৭৮০	৫৫১৬	১৫৬৪	২৮৭৩
	ক) রপ্তানি	১৩৭০	১৩৭৯	৪২৬	৮৯৪
	খ) আমদানি	১৬৭২	২১৭৫	৫৯৬	৯৭৯
	গ) রেমিটেন্স	১৭৩৮	১৯৬২	৫৪২	১০০০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৪২	৩৯	৪০	৪০
	ক) কর্মকর্তা	১৯	২০	১৮	১৮
	খ) কর্মচারী	২৩	১৯	২২	২২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৮৪	৮৭	৮৭	-
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	১	১	১	১
	(ক) বাংলাদেশে	১	১	১	১
	(খ) বিদেশে	-	-	-	-

মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৫৪২ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৭৬৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৫১৩ মিলিয়ন ও কৃষিসহ অন্যান্য খাতে ২৫৫ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪৯২ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৭২ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৪১ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৩০ মিলিয়ন টাকা। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০২ সালে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৪৫৮ মিলিয়ন

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	২	২২	৩১৫	৩৩৭	২৪৯	৫৮৮
	আদায়	১	৩	১৫০	১৫৩	২১৬	৩৭০
২০০২							
	বিতরণ	৩	১৭০	৩৪৩	৫১৩	২৫২	৭৬৮
	আদায়	১	৩০	২৮৭	৩১৭	১৭৪	৪৯২
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	২১	৫১	৭২	৪১	১১৩
	আদায়	১	১১	১৫৯	১৭০	৫৯	২৩০
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	২	২৯	১৩৯	১৬৮	৫০	২২০
	আদায়	-	৯	৩৯	৪৮	১১	৫৯

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
	পরিমাণ	৪৫৮	-	৪৫৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	১৩০	-	১৩০
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
	পরিমাণ	৪৫৮	-	৪৫৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	-		-
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত *				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	৮০	-	৮০

* প্রাক্কলিত।

টাকা। ২০০৩ সালে কোন শিল্প ঋণ মঞ্জুরী না থাকায় মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ৪৫৮ মিলিয়ন টাকায় স্থির থাকে। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

২০০২ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৯৯৬ মিলিয়ন টাকা (কৃষি ও মৎস্য খাতে ৩ মিলিয়ন, শিল্প খাতে ৩৯৭ মিলিয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৩২৫ মিলিয়ন এবং অন্যান্য খাতে ১৬০ মিলিয়ন টাকা) এবং ২০০৩ সালের মার্চ শেষে তা হ্রাস পেয়ে ৮৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ৩ মিলিয়ন, শিল্প খাতে ৩৭০ মিলিয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২৩৬ মিলিয়ন এবং অন্যান্য খাতে ১৫৩ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	১৯	৩	৩	৩
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৯	৩	৩	৩
২।	**শিল্প ঃ**	২৮৭	৩৯৭	৩৭০	৫১৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৮৭	৩৯৭	৩৭০	৫১৬
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৭৯	৯০	৯৫	১০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	২১	২২	২৪
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৭১	৩২৫	২৩৬	২৩০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬৪	১৬০	১৫৩	১৬৭
	সর্বমোট	৭২০	৯৯৬	৮৭৯	১০৪০

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ (দি ব্যাংক)

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ-এর পূর্বের নাম ছিল ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ। ১৯৯৭ সালের মে মাসে ব্যাংকটি ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ নাম ধারণ করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটো পূর্ণাংগ শাখা নিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে ব্যাংকটি বাংলাদেশে এর কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ঢাকার মতিঝিলস্থ শাখাটির অধীনে গুলশান ও সোনারগাঁও হোটেলে অবস্থিত দুটো বুথ অফিস রয়েছে।

বাংলাদেশে এ ব্যাংক তাদের রিজার্ভ ফান্ডের ভিত বৃদ্ধি করে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮৬১	১০৪৩	১১১৬	১২০৪
৪।	আমানত	৫৯৯৭	৬২৫৯	৬৩৩৬	৭৪১২
	ক) তলবি আমানত	২৬০৯	২৮২৩	২৯৩৬	৩৪৩৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৩৮৮	৩৪৩৬	৩৪০০	৩৯৭৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৮০৯	৪০৮৬	৩৯৭৮	৪৭০০
৬।	বিনিয়োগ	২০১০	২৪৯০	১৯৯০	১৮০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৮৮২২	৯১৪৯	৮৫২৩	৯৬৮৪
৮।	মোট আয়	৯৫৫	১০৬১	২৩৯	৪৯৫
৯।	মোট ব্যয়	৫২৪	৪৮৪	১২৩	২৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪০৯৫৭	২৫৪৯৬	৬১৫৪	১১৮০২
	ক) রপ্তানি	১০২১৮	৯৪১৪	২৫১২	৫০২৩
	খ) আমদানি	১৩৪০৭	১২০১৬	২৭০০	৫৪০০
	গ) রেমিটেন্স	১৭৩৩২	৪০৬৬	৯৪২	১৩৭৯
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩৮	১৩১	১৩১	১৩১
	ক) কর্মকর্তা	১০৯	১০৮	১০৮	১০৮
	খ) কর্মচারী	২৯	২৩	২৩	২৩
১২।	বিদেশী প্রতিযোগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৪	১২	১৩	১১

* অতিরিক্ত দুটি বুথ রয়েছে।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	৬২৪	৬৮৮	১১১৮৫	১১৮৭৩	৬৭০	১৩১৬৭
আদায়	৫৮৮	৪৬৮	১০৯০১	১১৩৬৯	৬৪৮	১২৬০৫
২০০২						
বিতরণ	৮০৩	৫২১	১১৫৮৯	১২১১০	২২২৮	১৫১৪১
আদায়	৮০৭	১০৪২	১০৬৯৫	১১৭৩৭	২৩২০	১৪৮৬৪
৩১ মার্চ ২০০৩ *						
বিতরণ	১৪৭	১৯৪	২৯৪৮	৩১৪২	১৯২	৩৪৮১
আদায়	১৭৪	৫৪	৩০৬১	৩১১৫	৩০০	৩৫৮৯
৩০ জুন ২০০৩						
বিতরণ						
আদায়						

* সাময়িক।

২০০২ সালে ১০৪৩ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করেছে। ব্যাংকটি করপোরেট ব্যাংকিং-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যদিও আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, ঋণপত্র স্থাপন, ডকুমেন্টারি লেনদেন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়সহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কাজও করে থাকে।

২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ-এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৬২৫৯ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ২৮২৩ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৩৪৩৬ মিলিয়ন টাকা) যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ৬৩৩৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ২৯৩৬ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৩৪০০ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৪০৮৬ মিলিয়ন টাকা এবং মার্চ ২০০৩ শেষে এর পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ৩৯৭৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৯০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৫৪৯৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৯৪১৪ মিলিয়ন, আমদানি ১২০১৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪০৬৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাস সময়ে ব্যাংকটি ৬১৫৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ২৫১২ মিলিয়ন, আমদানি ২৭০০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৯৪২ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৩১ জন, যার মধ্যে ১০৮ জন কর্মকর্তা ও ২৩ জন কর্মচারী। বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৫১৪১ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ১২১১০ মিলিয়ন, কৃষি খাতে ৮০৩ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ২২২৮ মিলিয়ন টাকা) এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৪৮৬৪ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাস সময়ে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪৮১ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৩১৪২ মিলিয়ন, কৃষি খাতে ১৪৭ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ১৯২ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৮৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১২১১০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩৩৮৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাস সময়ে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৪২ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১ মার্চ ২০০১ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪১৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি -৩-এ দেখানো হলো।

ঋণের স্থিতি

২০০২ সালে ইন্দোসুয়েজ-এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৪০৮৬ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে স্থিতি ৩৩৮৮ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ঋণের স্থিতি হ্রাস পেয়ে ৩৯৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্প খাতে ৩৪১৫ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৬	-	৬৬
পরিমাণ	৩৩৮৮	-	৩৩৮৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮৯	-	৮৯
পরিমাণ	১২১১০	-	১২১১০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৩	-	৬৩
পরিমাণ	৩৪১৫	-	৩৪১৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ * পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৩	-	৬৩
পরিমাণ	৩১৪২	-	৩১৪২
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা			
পরিমাণ			

* সাময়িক।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	১১৪	১১০	৮৩	৯৮
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১১৪	১১০	৮৩	৯৮
২।	**শিল্প ঃ**	৩০১৫	৩৩৮৮	৩৪১৫	৪০৩৫
	ক) বৃহৎ	৩০১৫	৩৩৮৮	৩৪১৫	৪০৩৫
	খ) মাঝারি	-	-	-	-
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৩৫৩	৩১৩	২০৫	২৪২
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫২	৫২	৫০	৫৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৩	৬৮	৬৮	৮০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২১২	১৫৫	১৫৭	১৮৬
	সর্বমোট	**৩৮০৯**	**৪০৮৬**	**৩৯৭৮**	**৪৭০০**

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৯৯৪ সালের ৩১ আগস্ট তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন দিয়ে বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৯২ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৬০ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ব্যাংকের একটি মাত্র শাখা রয়েছে। তবে খুব শীঘ্রই বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ব্যাংকটির দ্বিতীয় শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ২০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৪ জন ও কর্মচারী ৬ জন।

২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৪৭ মিলিয়ন টাকা (তলবি আমানত ১৪১ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৩০৬ মিলিয়ন টাকা) যা ২০০৩ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ১৫৮ মিলিয়ন ও মেয়াদি আমানত ৩২০ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সাল শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩১২ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ ২০০৩ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সাল শেষে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮৪ মিলিয়ন টাকা যা ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ৪৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২ সালে

ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১১৩	৫৯২	৫৯২	৫৯২
২।	পরিশোধিত মূলধন	১১৩	৫৯২	৫৯২	৫৯২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	**আমানত**	২৯৭	৪৪৭	৪৭৮	৭৫০
	ক) তলবি আমানত	৮৫	১৪১	১৫৮	২৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	২১২	৩০৬	৩২০	৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৭৬	৩১২	৩৯৫	৫৮০
৬।	বিনিয়োগ	-	৮৪	৪৪	১২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬৪৫	১০১০	১০৬০	১৬৪০
৮।	মোট আয়	৪৫	৬৫	২৪	৬০
৯।	মোট ব্যয়	২৩	৩৪	১১	২৪
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	১৪৪০	১৭৩৮	৭৩০	১৮৩৫
	ক) রপ্তানি	৬৭২	৭৯৮	৪১২	৯১০
	খ) আমদানি	৭৫৬	৯২৫	৩১৩	৯১৫
	গ) রেমিটেন্স	১২	১৫	৫	১০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	১৯	২০	২০	২২
	ক) কর্মকর্তা	১২	১৪	১৪	১৬
	খ) কর্মচারী	৭	৬	৬	৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯	৯	৯	৯
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	২৮	২৮	২৮	২৮
	ক) বাংলাদেশে	১	১	১	১
	খ) বিদেশে	২৭	২৭	২৭	২৭

ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৩৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৭৯৮ মিলিয়ন, আমদানি ৯২৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৫ মিলিয়ন টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৪৪০ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৬৭২ মিলিয়ন, আমদানি ৭৫৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১২ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৫ মিলিয়ন ও ৩৪ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৪ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ১৩২ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংক মোট ৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৮ মিলিয়ন টাকা (যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ৪৯ মিলিয়ন টাকা) ও ৫২ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংক মোট ৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮৪৫ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ছিল ৬১০ মিলিয়ন টাকা। সে সময়ে ব্যাংক মোট ৭২৩ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	৪২	১৫	৫৯৫	৬১০	১৯৩	৮৪৫
	আদায়	২৩	৯	৫৭৩	৫৮২	১১৮	৭২৩
২০০২							
	বিতরণ	৬	-	১৩২	১৩২	১৬	১৫৪
	আদায়	-	-	৫	৫	৪	৯
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	৭	-	৪৯	৪৯	১২	৬৮
	আদায়	-	-	৫১	৫১	১	৫২
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	২০	১০০	৭০	১৭০	১০	২০০
	আদায়	১৫	৬০	৫৫	১১৫	৪	১৩৪

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	১৩৯	-	১৩৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	২২	-	২২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	১৬৮	-	১৬৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	৪৬		৪৬
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩*				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
	পরিমাণ	১৭০	-	১৭০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	২৪	২৭	৩৩	৩৫
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২৪	২৭	৩৩	৩৫
২।	**শিল্প ঃ**	১০০	২৩২	২৩১	৪০৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১০০	২৩২	২৩১	৪০৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা /হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৫২	৫৩	১৩১	১৪০
	সর্বমোট	**১৭৬**	**৩১২**	**৩৯৫**	**৫৮০**

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

২০০২ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক শিল্প খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৯ মিলিয়ন টাকা। যা মার্চ ২০০৩-এ বেড়ে ১৬৮ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকটি কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী শুধুমাত্র ৮টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

ঋণের স্থিতি

২০০২ সালের শেষে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১২ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে স্থিতি ২৩২ মিলিয়ন টাকা) যা মার্চ ২০০৩ শেষে দাঁড়ায় ৩৯৫ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৪৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ঋণের স্থিতি ১১ মিলিয়ন টাকা)। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

সিটিব্যাংক এন এ

সিটিব্যাংকের হোল্ডিং কোম্পানি, সিটিগ্রুপ, বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার বিশ্বব্যাপী রয়েছে প্রায় ২০ কোটি গ্রাহক ও ১০০টিরও বেশি দেশে উপস্থিতি। সিটিগ্রুপ কনজিউমার, কর্পোরেশন, সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলোকে কনজিউমার ব্যাংকিং এবং ক্রেডিট, কর্পোরেট, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, সিকিউরিটি ব্রোকারেজ এবং অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টসহ সুবিস্তৃত আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে।

সিটিব্যাংক এন এ ১৯৮৭ সালে স্থাপিত একটি প্রতিনিধি অফিসকে উন্নীত করে ১৯৯৫ সালের ২৪ জুন তারিখে ২০৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন এবং ৮০৯ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ব্যাংকটির ৬৭৭ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন এবং ৮৫৯৯ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ রয়েছে। বাংলাদেশে ব্যাংকটির বর্তমানে ৩টি শাখা অফিস রয়েছে। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির কর্মরত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮ জন, যাদের সবাই কর্মকর্তা।

বাংলাদেশে সিটিব্যাংক এন এ যে সকল সেবাদি প্রদান করে আসছে সেগুলো হলো : একাউন্ট সার্ভিসেস, গ্লোবাল এন্ড লোকাল ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, ট্রেজারী সার্ভিসেস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ঋণ ও অগ্রিম। সিটিব্যাংক বাংলাদেশে সর্বপ্রথম Electronic Cash Management Product চালু করেছে। সৌদি আরবে প্রবাসীদের টাকা দ্রুত

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি পোশাক শিল্প কারখানা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫৬৫	৬৭৭	৬৭৭	৬৭৭
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০১	৩২৭	৩৯৬	৪৬৪
৪।	**আমানত ঃ**	৪৪৯৫	৫৮৫০	৬২৩৭	৬৯৩২
	ক) তলবি আমানত	১৯৩০	১৪৮০	১৯৯৪	২৬৮৬
	খ) মেয়াদি আমানত	২৫৬৫	৪৩৭০	৪২৪৩	৪২৪৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২১৩৩	৪৪৭৩	৪৬৪৬	৪৮২৩
৬।	বিনিয়োগ	৭০০	৯৮০	১৩২০	১৩২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৮৪১	৭৬০১	৮৫৯৯	৯৭২৯
৮।	মোট আয়	৩৩৮	৫২৮	১৬৭	৩৩৪
৯।	মোট ব্যয়	১১৮	১৬৩	৫৩	১০৫
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ঃ**	১৬৯৮৭	২৩৭৯৮	৮৭১০	২১৭৭৬
	ক) রপ্তানি	১১৪৩	২৩৪৫	২১৭০	৫৪২৪
	খ) আমদানি	৩৩৬৪	৬২৫৮	১৯০৬	৪৭৬৬
	গ) রেমিটেন্স	১২৪৮০	১৫১৯৫	৪৬৩৪	১১৫৮৬
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৪২	৫৯	৬৮	৭৭
	ক) কর্মকর্তা	৪২	৫৯	৬৮	৭৭
	খ) কর্মচারী	-	-	-	-
১২।	বিদেশী প্রতিনিধি ব্যাংক (সংখ্যায়)	৮	৮	৮	৮
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়) ঃ**	২	২	২	৩
	ক) বাংলাদেশে	২	২	২	৩
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

পাঠানোর উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক Saudi-American Bank (SAMBA) এবং সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও এবি ব্যাংকের সহযোগিতায় "Speed Cash" নামে নতুন পদ্ধতি চালু করেছে।

সমাজ উন্নয়নে সিটিব্যাংক এন এ-এর প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে এ ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য প্রদান করে আসছে। সিটিব্যাংক দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে "শক্তি ফাউন্ডেশন"কে ৯.৭০ মিলিয়ন টাকা, এসিডদগ্ধ নারীদের সাহায্যার্থে ০.৮৭ মিলিয়ন টাকা, দেশের দূর-দুরান্তে অসহায় মানুষদের কাছে চিকিৎসা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে দেশের সর্বপ্রথম ভাসমান হাসপাতালকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ১.৪৬ মিলিয়ন টাকা এবং ছিন্নমূল কিশোরী মেয়েদের শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য 'আশা' তহবিলেও সাহায্য প্রদান করেছে।

২০০২ সালে এ ব্যাংকের মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৩৫৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮৫০ মিলিয়ন টাকায় (তলবি আমানত ১৪৮০ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৪৩৭০ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে মোট আমানত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবি আমানত ১৯৯৪ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদি আমানত ৪২৪৩ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালে ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৩৪০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৭৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ঋণ ও অগ্রিমের

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	৭০	২১০৬	২১৭৬	-	২১৭৬
	আদায়	-	-	১৬৪	১৬৪	-	১৬৪
২০০২							
	বিতরণ	-	১৪২	৩০২৭	৩১৬৯	-	৩১৬৯
	আদায়	-	৩৩	২৬৫	২৯৮	-	২৯৮
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	৯	৮৯	৯৮	-	৯৮
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	৫০	-	৫০	-	৫০
	আদায়	-	১০	৯৮	১০৮	-	১০৮

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৭	-	৫৭
	পরিমাণ	৫৩৩৩	-	৫৩৩৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	২৯০	-	২৯০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬৪	-	৬৪
	পরিমাণ	৫৭০৮	-	৫৭০৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
	পরিমাণ	৮৫	-	৮৫
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
	পরিমাণ	১৭০	-	১৭০

* প্রাক্কলিত।

পরিমাণ ৪৬৪৬ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগ ৯৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সিটিব্যাংক এন এ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ২০০২ সালে ছিল ২৩৭৯৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ২৩৪৫ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৬২৫৮ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১৫১৯৫ মিলিয়ন টাকা), যা ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ৮৭১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (রপ্তানি ২১৭০ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৯০৬ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ৪৬৩৪ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে সিটিব্যাংক এন এ-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্টসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

সিটিব্যাংক এন এ ২০০২ সালে শিল্প খাতে ৩১৬৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৯৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাস সময়ে ব্যাংকটি ঋণ বিতরণ করেনি তবে ৯৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে। সিটিব্যাংক এন এ কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ৬৪টি প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭০৮ মিলিয়ন টাকা যার পুরোটাই ছিল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ব্যাংকটি ৫৭টি প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূত ৫৩৩৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছিল। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে ৪৪৭৩ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৩৭৯৯ মিলিয়ন টাকাসহ) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ৪৬৪৬ মিলিয়ন টাকায় (শিল্প ঋণ ৩৯৫২ মিলিয়ন টাকাসহ) দাঁড়ায়। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প ঃ**	১৫৮১	৩৭৯৯	৩৯৫২	৪০৯৮
	ক) বৃহৎ মাঝারি	১৫৮১	৩৭৯৯	৩৯৫২	৪০৯৮
	খ) ক্ষুদ্রও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৫	৮৪	৮০	৭৫
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪৮৭	৫৯০	৬১৪	৬৫০
	সর্বমোট	২১৩৩	৪৪৭৩	৪৬৪৬	৪৮২৩

ওরি ব্যাংক

১৯৯৯ সালে হানিল ব্যাংক কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক 'কমার্শিয়াল ব্যাংক অব কোরিয়া'-এর সংগে একীভূত হয়ে 'হানভিট ব্যাংক' নাম ধারণ করে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে হানভিট ব্যাংক সারা বিশ্বে এর শাখাসমূহের নাম পরিবর্তন করে ওরি ব্যাংক (Woori Bank) রাখায় ৭ অক্টোবর ২০০২ থেকে বাংলাদেশেও 'ওরি ব্যাংক' নামে তফসীলভুক্ত হয়। বাংলাদেশে ওরি ব্যাংকের একটি পূর্ণ শাখা আছে। শুরু থেকে অফসোর ব্যাংকিং দিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে ব্যাংকটি কর্পোরেট ব্যাংকিংয়ের দিকে বেশি ঝুকেছে। ব্যাংকটির উন্নতমানের IT Platform কর্পোরেট কাস্টমারদের দ্রুত সার্ভিস প্রদানে সহায়তা করছে।

ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ডিসেম্বর ২০০২ শেষে ৩১২২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৩ শেষে ৩১৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ৩১ জনে, যার মধ্যে ১৭ জন কর্মকর্তা এবং ১৪ জন কর্মচারী।

ব্যাংকটির মোট আমানত ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে দাঁড়ায় ২৮৪২ মিলিয়ন টাকায় (তলবি আমানত ৭২১ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ২১২১ মিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের অফসোর ব্যাংকিং ইউনিট কার্যক্রম।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫৭০	৫৭৯	৫৮৩	৫৮৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০২	৩০১	৩০১	৩০১
৪।	**আমানত**	১০৭৮	২৮৪২	২৫৭৯	৩০০০
	ক) তলবি আমানত	৪৮১	৭২১	৮৯৩	৯৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	৫৯৭	২১২১	১৬৮৬	২০৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৭৪	২১৪৪	২২৯৩	২৫৬৮
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৫২	৩১২২	৩১৪৮	৩৪২৩
৮।	মোট আয়	২৬৯	২৭৮	৯৯	১২০
৯।	মোট ব্যয়	৬৮	৭৫	৩১	৬৮
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	১৮৮৭১	১৬৯২১	৪৪৫২	৭৮৩০
	ক) রপ্তানি	৭৪৫৬	৬৪৩৩	১৭০৮	৩৫০০
	খ) আমদানি	৭৯৯৬	৬১৮৩	১৫৯০	৩০০০
	গ) রেমিটেন্স	৩৪১৯	৪৩০৫	১১৫৪	১৩৩০
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	১৯	৩২	৩১	৩১
	ক) কর্মকর্তা	১৬	১৮	১৭	১৭
	খ) কর্মচারী	৩	১৪	১৪	১৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৬	৭	৭	৭
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)- বাংলাদেশে**	১	১	১	১

@ অফসোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

যা ৩১ মার্চ ২০০৩-এ হ্রাস পেয়ে ২৫৭৯ মিলিয়ন টাকায় (তলবি আমানত ৮৯৩ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ১৬৮৬ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ডিসেম্বর ২০০২ শেষে ২১৪৪ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে ২২৯৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০২ সালে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ১৬৯২১ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৬৪৩৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৬১৮৩ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৩০৫ মিলিয়ন টাকা)। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৫২ মিলিয়ন টাকায় (রপ্তানি ১৭০৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৫৯০ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১১৫৪ মিলিয়ন টাকা)। ২০০২ সালে ব্যাংকটির মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭৮ মিলিয়ন টাকা ও ৭৫ মিলিয়ন টাকা।

ওরি ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ৬১৯৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ এবং ৪৭২৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১১৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ১০৩০ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় হয়।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায় @

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	-	৩৩৫৮	৩৩৫৮	৪	৩৩৬২
	আদায়	-	-	৩৬৭৮	৩৬৭৮	৫	৩৬৮৩
২০০২							
	বিতরণ	-	১১৫৮	৫০১৯	৬১৭৭	২১	৬১৯৮
	আদায়	-	-	৪৭১৯	৪৭১৯	৯	৪৭২৮
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	-	১১৭৩	১১৭৩	৬	১১৭৯
	আদায়	-	১১৭	৯০৯	১০২৬	৪	১০৩০
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	-	১০০০	১০০০		১০০০
	আদায়	-	-	৮০০	৮০০	-	৮০০

@ অফসোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ। * সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ @

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫৮	-	৫৮
	পরিমাণ	২০৭৬৩	-	২০৭৬৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
	পরিমাণ	৬১৯৮	-	৬১৯৮
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৬২	-	৬২
	পরিমাণ	২১৭৯৩	-	২১৭৯৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
	পরিমাণ	১০৩০	-	১০৩০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
	পরিমাণ	১০০০	-	১০০০

@ অফসোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ। * প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি @

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ)শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প ঃ**	৬২৩	২০৮৭	২২৩১	২৫০৪
	ক) বৃহৎ মাঝারি	৬২৩	২০৮৭	২২৩১	২৫০৪
	খ) ক্ষুদ্রও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪৭	৫৩	৫৯	৬১
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪	৪	৩	৩
	সর্বমোট	৬৭৪	২১৪৪	২২৯৩	২৫৬৮

@ অফসোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

ঋণ মঞ্জুরী

ব্যাংকটি শুরু থেকে মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ৬২টি প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ২১৭৯৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার পুরোটাই ছিল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ব্যাংকটি ৫৮টি প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূত ২০৭৬৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছিল। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে ২১৪৪ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ২০৮৭ মিলিয়ন টাকাসহ) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ২২৯৩ মিলিয়ন টাকায় (শিল্প ঋণ ২২৩১ মিলিয়ন টাকাসহ) দাঁড়ায়। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হয়েছে।

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (এইচএসবিসি) লিমিটেড ১৯৯৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঢাকায় তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ব্যাংকের তিনটি পূর্ণাঙ্গ শাখা (ঢাকায় দুটি ও চট্টগ্রামে ১টি) ও দুটি ক্যাশ বুথ (ঢাকায়) রয়েছে। পাঁচটি অফিসের পাঁচটি অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম) ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আরও পাঁচটি অফ-সাইট এটিএম স্থাপন করে এই ব্যাংক কাস্টমারদের উন্নতমানের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করছে। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে এ ব্যাংকের মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৬ জনে।

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড বহুবিধ আর্থিক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে যার মধ্যে পার্সোনাল ব্যাংকিং প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিস, কমার্শিয়াল ও কর্পোরেট ব্যাংকিং, ট্রেড সার্ভিস, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট, ট্রেজারি, কনজ্যুমার এবং বিজনেজ ফাইন্যান্স, সিকিউরিটিজ এবং কাস্টডিয়াল সার্ভিস উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও অফসোর ব্যাংকিং ইউনিটের মাধ্যমে ব্যাংক ইপিজেড-এ মার্কিন ডলারে চলতি মূলধন সহায়তা ও স্বল্প মেয়াদি ক্যাপিটাল ইমপোর্ট ফাইন্যান্স করে থাকে।

কর্পোরেশনের এটিএম সার্ভিস কার্যক্রম।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪৪২	১১২২	১১২২	১১২২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৯৮	৯৩	৯৩	৯৩
৪।	**আমানত**	৪৫৭১	৬৩১৯	৮১০০	৯৫৮৩
	ক) তলবি আমানত	১২৭৩	১৭০০	২১৮৬	২৫৮৭
	খ) মেয়াদি আমানত	৩২৯৮	৪৬১৯	৫৯১৪	৬৯৯৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩০৩১	৫৫৬৪	৬৭৭৩	৭৮৫০
৬।	বিনিয়োগ	৬১১	৯১০	৯১৩	৯৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫৫৫৩	৯৪১৩	১০৯৫১	১২২৭৬
৮।	মোট আয়	৫৯৬	৬৫৪	৩১৯	৬১০
৯।	মোট ব্যয়	৪৬৪	৫২৫	২৬৭	৫২০
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	৩৭৬৫০	৬৬৬৬৫	২২৬৫৯	৪৫৯৫৭
	ক) রপ্তানি	১১১৪৭	১৫৯৪৪	৪৯৪৩	১০৮৭৫
	খ) আমদানি	৯২১৩	২৫৯৬২	১০০৭০	১৯১৪০
	গ) রেমিটেন্স	১৭২৯০	২৪৭৫৯	৭৬৪৬	১৫৯৪২
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	২২৯	২৬৬	২৯৬	৩০৪
	ক) কর্মকর্তা	৩৭	৪৪	৪৬	৪৮
	খ) কর্মচারী	১৯২	২২২	২৫০	২৫৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	২	২	৩	৩
	ক) বাংলাদেশে	২	২	৩	৩
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

২০০২ সালে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ১১২২ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকের আমানত ৬৩১৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে তলবি আমানত ১৭০০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৪৬১৯ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে এইচএসবিসি-এর অগ্রিম ও বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৫৬৪ মিলিয়ন টাকা ও ৯১০ মিলিয়ন টাকায়। ২০০২ সালে ব্যাংকটি ৬৬৬৬৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে যার মধ্যে রপ্তানি ১৫৯৪৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৫৯৬২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৪৭৫৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে ব্যাংকটি মোট ৩৫৬৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ এবং ২৪৫৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১২৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ৫১৭ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় হয়। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায় ⓔ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	২১১৭	১৪৪৮৯	১৬৬০৬	৬৯২	১৭২৯৮
আদায়	-	২০৪২	১৪১৯৯	১৬২৪১	৬০৩	১৬৮৪৪
২০০২						
বিতরণ	-	২৩৮২	-	২৩৮২	১১৮৭	৩৫৬৯
আদায়	-	১৬৭৩	-	১৬৭৩	৭৮৩	২৪৫৬
৩১ মার্চ ২০০৩ *						
বিতরণ	৩৫	৯৮৯	-	৯৮৯	২৬৫	১২৮৯
আদায়	-	৪৩০	-	৪৩০	৮৭	৫১৭
৩০ জুন ২০০৩ **						
বিতরণ	৪৪	১১৮৭	-	১১৮৭	৩০০	১৫৩১
আদায়	৩০	৫৪০	-	৫৪০	১০৫	৬৭৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১২৮	-	১২৮
পরিমাণ	৩৮০০	-	৩৮০০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫২	-	৫২
পরিমাণ	৬৫৬	-	৬৫৬
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩৩	-	১৩৩
পরিমাণ	৪৯৫০	-	৪৯৫০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	১১৫০	-	১১৫০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	১৭২৫	-	১৭২৫

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	৩৫	৫০
২।	**শিল্প ঃ**	১৯২০	৩৩৮৩	৩৯০৪	৪৫০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৯২০	৩৩৮৩	৩৯০৪	৪৫০০
	খ) ক্ষুদ্রও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৫০০	৪৮০	৯৫৪	১২০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪২	১৮	৩৩	৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৯২	১৭৪	২৪৭	৩৫০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী**	-	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	(খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩৩৭	১৫০৯	১৬০০	১৭০০
	সর্বমোট	৩০৩১	৫৫৬৪	৬৭৭৩	৭৮৫০

ঋণ মঞ্জুরী

মার্চ ২০০৩-এ ১৩৩টি প্রকল্পের আওতায় ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯৫০ মিলিয়ন টাকায় যার পুরোটাই ছিল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ব্যাংকটি ১২৮টি প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূত ৩৮০০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছিল। ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে ৫৫৬৪ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৩৩৮৩ মিলিয়ন টাকাসহ) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ৬৭৭৩ মিলিয়ন টাকায় (শিল্প ঋণ ৩৯০৪ মিলিয়ন টাকাসহ) দাঁড়ায়। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হয়েছে।

শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি (ইসলামিক ব্যাংকার্স)

শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন ই সি (ইসলামিক ব্যাংকার্স) সাবেক ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন (ই সি) আগস্ট ১৯৯৭ থেকে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এটি ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০০২ সালে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৭৮ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে তলবি আমানত ৮৭ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদি আমানত ৯৯১ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬৯ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০৩ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০২২ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি ২০০২ সালে ২৪৯১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ১২৪১ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ১২৫০ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ৪১ জনে, যাদের মধ্যে ২৪ জন কর্মকর্তা এবং ১৭ জন কর্মচারী। শামিল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো ।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে শামিল ব্যাংক ১৬৮৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৫২০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে।

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি টেক্সটাইল মিলস।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২ (নিরীক্ষা পূর্ব)	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	-	-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৭১	৪৪৩	৪৪৫	৪৫০
৪।	**আমানত**	১০১৮	১০৭৮	৯৫৬	১০৫০
	ক) তলবি আমানত	৮৯	৮৭	৭৬	৯০
	খ) মেয়াদি আমানত	৯২৯	৯৯১	৮৮০	৯৬০
৫।	অগ্রিম ও ঋণ	১০০৭	৯৬৯	১০২২	১০৬৬
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪০৮	১৫০৮	১৫০৯	১৫০০
৮।	মোট আয়	২০০	১৭৪	৩৮	৮০
৯।	মোট ব্যয়	১২০	১২১	৩২	৬৫
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা**	২৬২৬	২৪৯১	৫৩০	১০০০
	ক) রপ্তানি	১৪৮৩	১২৪১	২৪৫	৪৩০
	খ) আমদানি	১১৪৩	১২৫০	২৮৫	৫৭০
	গ) রেমিটেন্স	-	-	-	-
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৪২	৪২	৪১	৪১
	ক) কর্মকর্তা	২৩	২৩	২৪	২৪
	খ) কর্মচারী	১৯	১৯	১৭	১৭
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩	৩	৩	৩
১৩।	**শাখা (সংখ্যায়)**	৫	৬	৬	৬
	ক) বাংলাদেশে	১	১	১	১
	খ) বিদেশে	৪	৫	৫	৫

২০০৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিন মাসে ব্যাংকটি ৪১৫ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ ও ৩৫৮ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

শামিল ব্যাংক ২০০২ সালে মোট ৪৪টি প্রকল্পে ১০০৬ মিলিয়ন টাকার ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে, যার মধ্যে ৪১৮ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ৫৮৮ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে। ব্যাংকটির শিল্প ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

শামিল ব্যাংক-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	৮৩	১৬১৫	১৬৯৮	-	১৬৯৮
	আদায়	-	৯৭	১৪৫৮	১৫৫৫	-	১৫৫৫
২০০২							
	বিতরণ	-	-	১৬৮৪	১৬৮৪	-	১৬৮৪
	আদায়	-	৮৭	১৪৩৩	১৫২০	-	১৫২০
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	-	৪১৫	৪১৫	-	৪১৫
	আদায়	-	৩	৩৫৫	৩৫৮	-	৩৫৮
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	-	৪৫০	৪৫০	-	৪৫০
	আদায়	-	৩	৪০০	৪০৩	-	৪০৩

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	২৯	৪৪
	পরিমাণ	৫৮৮	৪১৮	১০০৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	২৬	৪১
	পরিমাণ	৫০৫	৪৬৪	৯৬৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২০	৩৩	৫৩
	পরিমাণ	৬০০	৪২২	১০২২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	৪	৯
	পরিমাণ	১২	৪	১৬
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	৫	১২
	পরিমাণ	২৭০	১১৫	৩৮৫

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	-	-	-	-
২।	**শিল্প ঃ**	৫৬৭	৬৩৫	৭৫৭	৭৫০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৫৫০	৬৩৫	৭৫৭	৭৫০
	ক) ক্ষুদ্রও কুটির	১৭	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/ হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৫	১৬	১৬	১৬
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪১৫	৩১৮	২৫৯	৩০০
	সর্বমোট	১০০৭	৯৬৯	১০২২	১০৬৬

বিশেষায়িত ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ঋণ বিতরণকারী বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কৃষির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ ব্যাংকের সৃষ্টি। এ দেশের কৃষি ঋণ বিতরণের সিংহ ভাগই এককভাবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অবদান। কৃষি ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা, বাণিজ্যিক ঋণ, কৃষি ভিত্তিক শিল্প ও প্রকল্প ঋণ, প্রকল্পের চলতি মূলধন ঋণ, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি খাতে ঋণ সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের জন্য একটি বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক হলেও এটি অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতই সকল ধরনের ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে এ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন ও ১৪০০ মিলিয়ন টাকা। ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৯১৯টি এবং কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে

সিলেট অঞ্চলে ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি চা বাগান।

৪৮৭৭ ও ৬৪৭৩ জন।

অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করছে। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসার জন্য এ ব্যাংকের রয়েছে ১৩টি অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় শাখা এবং ১৭২টি বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক। এ শাখাগুলোর মাধ্যমে বৈদেশিক রেমিটেন্সের টাকা ৩ দিনের মধ্যে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত এ ব্যাংকের মোট ২৮টি শাখা ওয়ানস্টপ সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে। জুন ২০০৩-এর মধ্যে ওয়ানষ্টপ সার্ভিসের শাখার সংখ্যা ৮৩ তে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত আমদানি, রপ্তানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২১৪৬ মিলিয়ন, ১৯০০ মিলিয়ন এবং ৯১০ মিলিয়ন টাকা। তাছাড়া এ বছরে ৫৬৩ জন হজ্ব যাত্রীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। সারণি-১-এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখানো হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ক্রমবর্ধমান কৃষি ঋণের চাহিদাপূরণ, কৃষিতে আরো নতুন নতুন খাত চিহ্নিতকরণের

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০০	১২৫০	১৪০০	১৪০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮২১	১১৯৬	১১৯৬	১১৯৬
৪।	আমানত :	৩৮৭০০	৪০৩৩০	৪২৬০০	৪৪৬৫০
	ক) তলবি আমানত	২৮৭৯	৩১৬৫	৩৩৭০	৩৪৫০
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৫৮২১	৩৭১৬৫	৩৯২৩০	৪১২০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৩৩৮০	৫৪৪৭৫	৫৩৫০০	৫৬৭০০
৬।	বিনিয়োগ	২৫৬০	১৫৬১	১৬০০	১৭৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৬৬৫৩	৭৯৩০২	৮০৫০০	৮১৫০০
৮।	মোট আয়	৫৮১০	৩৭৮৭	৩২০০	৪৩৫০
৯।	মোট ব্যয়	৫৭৮০	৫৭০৮	৪০৬০	৫৪২০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	৮৩৬৫	৭৭০৫	৪৯৫৬	৭৬২৫
	ক) রপ্তানি	৩১৬৭	২৮৯৫	১৯০০	২৯২৫
	খ) আমদানি	৪৩৩৫	৪১৪১	২১৪৬	৩৬০০
	গ) রেমিটেন্স	৮৬৩	৬৬৯	৯১০	১১০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	১১৪০১	১১৩৬৫	১১৩৫০	১১৩২৫
	ক) কর্মকর্তা	৪৮৬২	৪৮৮৫	৪৮৭৭	৪৮৬৫
	খ) কর্মচারী	৬৫৩৯	৬৪৮০	৬৪৭৩	৬৪৬০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৭০	১৭০	১৭২	১৭৭
১৩।	শাখা (সংখ্যায়) :	৮৮৯	৯২১	৯১৯	৯২১
	ক) বাংলাদেশে	৮৮৯	৯২১	৯১৯	৯২১
	খ) বিদেশে	-	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০-২০০১	বিতরণ	১০৭২১	৮৮৯	৩৩৫১	৪২৪০	২৮৬৩	১৭৮২৪
	আদায়	৯১২০	১১৪৬	৩৬৫০	৪৭৯৬	২৭০০	১৬৬১৬
২০০১-২০০২	বিতরণ	৯০৭৬	৬৫৩	২৭৯১	৩৪৪৪	৩১১১	১৫৬৩১
	আদায়	১০১৩০	৯৫০	২৮৫৫	৩৮০৫	৩৩৮৮	১৭৩২৩
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	৬৯৯৯	৫৯৫	১৬৪০	২২৩৫	১৪৬৮	১০৭০২
	আদায়	৭৯৮৭	৬৩৩	১৭৮৩	২৪১৬	১৯০৫	১২৩০৮
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	৯৭৫৬	৬১৪	২৭৪২	৩৩৫৬	২৮৮৮	১৬০০০
	আদায়	১১২৬৪	৯২২	২৫৪৪	৩৪৬৬	২৬৭৫	১৭৪০৫

* *সাময়িক।* ** *প্রাক্কলিত।*

মাধ্যমে ব্যাপক কৃষি ঋণ বিতরণপূর্বক কৃষি সেক্টরকে আরো অধিকতর সুদৃঢ়করণ এবং ব্যাংকের তহবিলের ভিত্তিকে আরো মজবুতকরণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬০০০ মিলিয়ন টাকা। কৃষকদের অর্থনৈতিক ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে শস্য উৎপাদনসহ কৃষি খাতের সুষম উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে মৎস সম্পদ, পশু সম্পদ, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সেক্টরে গুণগত মানসম্পন্ন খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফসল মৌসুমে যথাসময়ে দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে কৃষকদের হাতে ঋণের টাকা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ বছরেও ব্যাংকবিহীন দূরবর্তী ইউনিয়নসমূহে বুথ/ক্যাম্প খুলে ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরের ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১০৭০২ মিলিয়ন টাকা যা লক্ষ্য মাত্রার ৬৭% । ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে খাত-ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করে শস্য উৎপাদন (চাসহ) ছাড়াও হালের বলদ, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালনসহ অন্যান্য পশু সম্পদ, কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন, চলতি মূলধন ও বাণিজ্যিক ঋণ, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজারজাতকরণের নিমিত্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ব্যাংকের ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ১৭০০০ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ১২৩০৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে যা লক্ষ্য মাত্রার ৭২%। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ব্যাপকভাবে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় ও ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ঋণ আদায়ের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে MIRACLE (Maximum Incentive for Recovery of A Classfied Loan Entirely) কর্মসূচী চলতি অর্থ বছরেও চালু রেখেছে। এ কর্মসূচীর ফলে বর্তমান অর্থবছরে বিগত অর্থবছরের শ্রেণীকৃত ঋণসহ অন্যান্য ঋণ অনেক বেশী পরিমাণে আদায় করা সম্ভব হয়েছে। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২০০২ সালে (১ জানুয়ারি-৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত) মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মিলিয়ে মোট ৮৩১৬টি প্রকল্প অনুমোদন করে, যার বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০১ মিলিয়ন টাকা। এ ঋণের ৭১% ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

২০০১-২০০২ সালের শেষে ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৫৪৪৭৫ মিলিয়ন টাকা। এ বছর শ্রেণীকৃত ঋণসহ অন্যান্য ঋণ বেশী আদায় হওয়ায় চলতি বছরের মার্চ শেষে এ স্থিতি ৫৩৫০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। জুন ২০০৩ শেষে এ ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬৭০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে কৃষি ও মৎস্য খাতে ৩৩১৫২ মিলিয়ন (মোট ঋণ স্থিতির ৬২%), শিল্প খাতে ১২১২১ মিলিয়ন (২৩%) এবং বিশেষ ঋণ কর্মসূচিতে ৩০৮০ মিলিয়ন টাকা (৬%) স্থিতি দাঁড়িয়েছে। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৩	২৪১২৩৩	২৪১২৬৬
পরিমাণ	১৮৭৯	১৩৩৬৪	১৫২৪৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	৮৩১৫	৮৩১৬
পরিমাণ	২০৪	৪৯৭	৭০১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৩	২৪৯২৩৩	২৪৯২৬৬
পরিমাণ	১৮৭৯	১৪০৭৪	১৫৯৫৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৮০০০	৮০০০
পরিমাণ	-	৭১০	৭১০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩** পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	১৩৯৯৭	১৪০০০
পরিমাণ	৪০০	১১০০	১৫০০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৩২৪৬৫	৩৩৮৪৯	৩৩১৫২	৩৩৩৪৪
	(ক) শস্য	২১৬১৬	২৩৬০৭	২৩১২০	২৩২৫৪
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১০৮৪৯	১০২৪২	১০০৩২	১০০৯০
২।	**শিল্প :**	৯৪১৭	১১৩১২	১২১২১	১২৮২১
	(ক) বৃহৎ মাঝারি	৬৫	২২৮৮	২৬৮৮	৩০৮৮
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৯৩৫২	৯০২৪	৯৪৩৩	৯৭৩৩
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	১০০৯	১১১৮	১০২২	১০২৮
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৩২৮	৩১৬১	৩২০৪	৩২২২
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৪৭	৪৮৩	৪১৮	৪২০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	২৯৯০	৩১২২	৩০৮০	৩০৯৮
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	২৮২৭	২৯৩২	২৯১০	২৯২৬
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	১৬৩	১৯০	১৭০	১৭২
৭।	অন্যান্য	৩৬২৪	১৪৩০	৫০৩	২৭৬৭
	সর্বমোট	৫৩৩৮০	৫৪৪৭৫	৫৩৫০০	৫৬৭০০

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল তথা রাজশাহী বিভাগের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন অংশীদার এবং কৃষি ঋণ সরবরাহকারী বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান। রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল কার্যালয়/শাখা অংগীভূত করে এবং সমস্ত দায় ও সম্পদ গ্রহণ করে ১৫ মার্চ ১৯৮৭ সালে এ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি সম্ভাবনার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং এ অঞ্চলের কৃষক ও কৃষির সকল মৌলিক খাত/উপ-খাতের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ সরবরাহ, কৃষি ঋণ সরবরাহ কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ বিতরণসহ এ ব্যাংক সকল প্রকার সাধারণ ব্যাংকিং সেবাও প্রদান করে থাকে। বর্তমানে ৩৫০টি শাখা নিয়ে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে গ্রামীণ শাখার সংখ্যা ২৯২টি। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১০৮০ মিলিয়ন টাকা। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় রাজশাহী মহানগরীতে অবস্থিত। জেলা সদরে অবস্থিত পাঁচটি জোনাল ও ১৩টি আঞ্চলিক কার্যালয় সরাসরি শাখাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে রয়েছে ১৮টি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়। নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যাংকের রয়েছে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাংকের অর্থায়নে উৎপাদিত খাদ্যশস্য ও মৌসুমী ফলের সমাহার।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১৩০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০৮	২০৮	২০৮	২০৮
৪।	**আমানত :**	৬৭১১	৯০৫২	৮৭০৫	১০৫৬০
	ক) তলবি আমানত	৬৬৯	৫৯৫	৮৫৪	১০০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৬০৪২	৮৪৫৭	৭৮৫১	৯৫৬০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৩৪৬০	১৪৭০৬	১৪৭৪৮	১৬২০০
৬।	বিনিয়োগ	১২	৩০	৩০	৩০
৭।	মোট সম্পদ	২১১৮৭	২৪০১৪	২৭৮৪২	২৯১৪৫
৮।	মোট আয়	১১৩৪	১৪৬৩	১২৫৭	১৭২৬
৯।	মোট ব্যয়	১১১০	১৩০৯	১১৩৫	১৫৪২
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	৩৭১৬	৩৬৮৬	৩৬৫৮	৩৬৫৩
	ক) কর্মকর্তা	১৬৭৪	১৬৫৩	১৬৩০	১৬২৭
	খ) কর্মচারী	২০৪২	২০৩৩	২০২৮	২০২৬
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৩৩১	৩৪৯	৩৫০	৩৫০

পর্যন্ত। এছাড়া নীতি নির্ধারণে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রয়েছে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি। ৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে রাকাবের মোট জনবলের সংখ্যা ছিল ৩৬৫৮ জন যার মধ্যে ১৬৩০ জন কর্মকর্তা ও ২০২৮ জন কর্মচারী।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে এতদঞ্চলে কৃষি পণ্য ব্যবসা/কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে আগ্রহী উদ্যোক্তার অভাব। ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছর হতে ঋণ শ্রেণীকরণের ফলে ব্যাংক ক্রমাগত লোকসান দিতে থাকে এবং ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছর শেষে পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০৭১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের পুঞ্জিভূত লোকসান হ্রাস করে ব্যাংকটিকে লাভজনকভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে পাঁচ বছর মেয়াদি রাকাব সংস্কার কর্মসূচী প্রবর্তন ও তার বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ জোরদার করা হয়। সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় প্রণীত MIRACLE (Maximum Incentive for Recovery of A Classified Loan entirely) প্রোগ্রামের মাধ্যমে ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ড জোরদার করা হয়। ফলে কর্মসূচীর ১ম ও ২য় বছরে ব্যাংক যথাক্রমে ২১.৩৫ ও ২৩.৯২ মিলিয়ন টাকা নীট মুনাফা অর্জন করে। ২০০০-২০০১ অর্থবছর শেষে পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৫৭ মিলিয়ন টাকা। পুঞ্জিভূত লোকসানের তুলনায় মুনাফা অর্জনের পরিমাণ সন্তোষজনক না হওয়ায় রাকাব সংস্কার কর্মসূচীতে মধ্যবর্তী পর্যালোচনা অন্তে ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এনে রাকাব দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা : ২০০১-২০১০ (A Perspective Plan: ২০০১-২০০২) প্রবর্তন করা হয়েছে। রাকাব দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো ২০০১ হতে ২০১০ সময়ের মধ্যে ব্যাংকের পুঞ্জিভূত লোকসান কমিয়ে কর্মসূচীর শেষ বছর অর্থাৎ ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ৩০ মিলিয়ন টাকা প্রকৃত মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে ব্যাংকটিকে স্ব-নির্ভর ও মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। এ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংকের সকল কর্মকাণ্ড অধিক গতিশীল ও বেগবান হয়। ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী হতে মাঠ পরিদর্শক পর্যন্ত সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০-২০০১	বিতরণ	২৮০০	১১৭	৩২৬	৪৪৩	৮৩২	৪০৭৫
	আদায়	২৯৭৬	৫১	৩৮২	৪৩৩	৮২৯	৪২৩৮
২০০১-২০০২	বিতরণ	৩২২২	১৫৯	৪২১	৫৮০	৯৮৮	৪৭৯০
	আদায়	৩৪৫৫	২৯	৪০১	৪৩০	৮৫২	৪৭৩৭
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	২৩১০	২৭৫	২৭৪	৫৪৯	৮৯৮	৩৭৫৭
	আদায়	২২৭৩	৪১	৩৮২	৪২৩	৬৯৬	৩৩৯২
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	৩৬৭৫	২১০	৪৮০	৬৯০	৮৮৫	৫২৫০
	আদায়	৩৫৬০	৮০	৫২৫	৬০৫	৯৮৫	৫১৫০

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

বাস্তবধর্মী কর্মপদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার প্রথম বছরেই (২০০১-২০০২ অর্থবছর) ১৫৩ মিলিয়ন টাকা নীট মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়। ফলে, বিগত ৩০-৬-২০০২ তারিখে পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬০৩ মিলিয়ন টাকা। দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার নয় বছরে ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ড প্রতি তিন বছর অন্তর মধ্যবর্তী পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্মপদ্ধতির সময়োপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের সুযোগ রেখে ব্যাংক MBO (Management by Objective), PARL (Participation of All for Recovery of Total Loans), BUP (Bottom up Planning) এবং Participatory Management কর্ম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলাকা ভিত্তিক এবং খাত-ভিত্তিক কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে ২২টি খাত ও ১০০১টি চিহ্নিত উপখাতে অর্থায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্প উন্নয়নে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে সহযোগিতার জন্য প্রধান কার্যালয়ে 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন সেল' ও মাঠ পর্যায়ে 'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছে। ব্যাংকের ঋণ সুদের হার শতকরা এক ভাগ হ্রাস করা হয়েছে।

২০০২-০৩ অর্থবছরকে মুনাফা বৃদ্ধির বছর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি/ব্যয় হ্রাস, শ্রেণীকৃত ঋণের হার হ্রাস/অশ্রেণীকৃত ঋণের হার বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক কার্যক্রম জোরদার করে আয় বৃদ্ধি, ব্যাংক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ব্যাংকের পাওনা আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ৬২ মিলিয়ন টাকা অপারেটিং মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ

কৃষির সকল খাত, উপখাত ও সহযোগী খাতে ঋণ বিতরণ ছাড়াও ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষি বর্হিভূত পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক স্বকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ঋণ কর্মসূচী চালু রেখেছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫২৫০ মিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩৭৫৭ মিলিয়ন টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৭২ ভাগ। বছর শেষে লক্ষ্যমাত্রার ১০০ ভাগ অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৪১০৩০	৪১০৩০
পরিমাণ	-	১৬১৪	১৬১৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১৩৩	১৩৩
পরিমাণ	-	৯৪	৯৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৪১০৭২	৪১০৭২
পরিমাণ	-	১৭৩৪	১৭৩৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৪২	৪২
পরিমাণ	-	১২০	১২০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১১৩	১১৩
পরিমাণ	-	২৭৫	২৭৫

* প্রাক্কলিত।

ঋণ আদায়

২০০১-২০০২ অর্থবছরে PARL (Participation of All for Recovery of Total Loans), BUP (Bottom up Planning)-এর আওতায় ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বস্তুনিষ্ঠ কর্মকাণ্ড ও মুনাফা অর্জনের অংগীকার পূরণে সফলতার কারণে ৪৭৩৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় সম্ভব হয়। যার মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১০০২ মিলিয়ন টাকা। চলতি অর্থবছরে (২০০২-২০০৩) ঋণ আদায় লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৫০০০ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত আদায়ের পরিমাণ ৩৩৯২ মিলিয়ন টাকা যা লক্ষ্য মাত্রার শতকরা ৬৮ ভাগ। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

আমানত সংগ্রহ

আমানত ব্যাংকের তহবিল প্রাপ্তির দ্বিতীয় প্রধান উৎস বিধায় চলতি অর্থবছরে আমানত সংগ্রহে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বছর শেষে আমানতের ওপর প্রদেয় সুদ ব্যয় হ্রাস ও ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্য সামনে রেখে কম সুদবাহী ও প্রাতিষ্ঠানিক আমানত সংগ্রহে জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে মোট আমানতের পরিমাণ ৮৭০৫ মিলিয়ন টাকা।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-৩ ও সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৯৬৬৫	১০৪১৫	১০৮০৭	১১২৫০
	ক) শস্য	৫৯৯৮	৬৭০৬	৭০৫২	৭৩০০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৬৬৭	৩৭০৯	৩৭৫৫	৩৯৫০
২।	**শিল্প :**	১৭৭০	১৯০৭	২০৫০	২২৫০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৭৭০	১৯০৭	২০৫০	২২৫০
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	৪৮০	৬১১	৪৮২	৫১৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪০	৪৭	৩৩	৪৫
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	৪৫৮	৪৬৭	৪৮৪	৫০৫
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	৩৮৮	৩৯৯	৩৯৮	৪৩৫
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	৭০	৬৮	৮৬	৭০
৭।	অন্যান্য	১০৪৭	১২৫৯	১৪৯২	১৬৩৫
	সর্বমোট	১৩৪৬০	১৪৭০৬	১৫৩৪৮	১৬২০০

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

অক্টোবর ১৯৭২-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে ১৯৭১ সাল থেকে Industrial Development Bank of Pakistan (IDBP) নামে তার কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক-এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল ৫০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩২০ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আদেশ অনুযায়ী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের অন্যূন ৫১ শতাংশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৪৯ শতাংশ বাংলাদেশী নাগরিক কিংবা দেশী বা বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধযোগ্য। তবে, বর্তমান পরিশোধিত মূলধনের সম্পূর্ণ অংশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়াও এ ব্যাংকের ১৫টি শাখা কার্যালয় আছে। এ ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা জুন ২০০২ শেষের ৮২৩ হতে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০০৩ শেষে ৭৯৬-এ দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ নয়জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক সরকার সূচিত এবং গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী ও শিল্প নীতির সাথে সংগতি রেখে দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণকল্পে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান এবং এ ব্যাংকের ঋণে স্থাপিত সমস্যাগ্রস্ত শিল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করে থাকে। লাভজনক প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন ছাড়াও ব্যাংক লাগসই প্রযুক্তি ও সম্ভাবনাময় বাজার সম্পন্ন শিল্প প্রকল্প নির্বাচনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক, কারিগরী ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে আসছে। ব্যাংক নিম্নোক্ত কার্যাবলী পরিচালনা করে :

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি মেডিক্যাল সেন্টার।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৩২০	১৩২০	১৩২০	১৩২০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৮২৭	৮২৭	৮২৭	৮২৭
৪।	**আমানত :**	৬৫২	৬৪৬	৫৭৩	৫৮০
	ক) তলবি আমানত	১৭৩	১৮০	১৬০	১৬৫
	খ) মেয়াদি আমানত	৪৭৯	৪৬৬	৪১৩	৪১৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২০৭১৫	১৯৮৫৯	১৯৯৯৪	১৭০২৫
৬।	বিনিয়োগ	২৪৯০	৩৪০১	৩০২৪	৩৭২৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৪৫৫০	২৪৭১৫	২৫১৪২	২৫১৮০
৮।	মোট আয়	১০১২	১২৩৭	৫৩৬	৯৬১
৯।	মোট ব্যয়	৩৩৪	৩২২	১৪৫	৩৫৫
১০।	**বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :**	৪৬৪	২৪১	৭২	৭০
	ক) রপ্তানি	-	-	-	-
	খ) আমদানি	৪৩৭	২০৮	৬৯	৬৯
	গ) রেমিটেন্স	২৭	৩৩	৩	১
১১।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	৮৫৬	৮২৩	৭৯৬	৭৯৫
	ক) কর্মকর্তা	৪৭২	৪৫১	৪৩২	৪৩১
	খ) কর্মচারী	৩৮৪	৩৭২	৩৬৪	৩৬৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যা)	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৫	১৫	১৫	১৫

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০-২০০১	বিতরণ	-	১৩৪	১৫	১৪৯	-	১৪৯
	আদায়	-	১২১২	৩৮	১২৫০	১৫০	১৪০০
২০০১-২০০২	বিতরণ	-	৮৪	১	৮৫	-	৮৫
	আদায়	-	১০০০	২৫	১০২৫	১৭৩	১১৯৮
৩১ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত	বিতরণ	-	১৫১	৪	১৫৫	৯০	২৪৫
	আদায়	-	৬১১	১৩	৬২৪	৭৮	৭০২
৩০ জুন ২০০৩** পর্যন্ত	বিতরণ	-	২৭৬	১১	২৮৭	১০০	৩৮৭
	আদায়	-	১১৬৮	৩৬	১২০৪	৩৯৬	১৬০০

*সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩০ জুন ২০০১ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২৫৪	১৩২৬	১৫৮০
	পরিমাণ	২২৭০৩	৫০৯৫	২৭৭৯৮
২০০০-২০০১ অর্থবছরে	প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩	৮
	পরিমাণ	২৬২	৩১	২৯৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩০ জুন ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২৫৬	১৩৩২	১৫৮৮
	পরিমাণ	২২৮৪৯	৫১৩৮	২৭৯৮৭
২০০১-২০০২ অর্থবছরে	প্রকল্প সংখ্যা	২	৬	৮
	পরিমাণ	১৪৬	৪৩	১৮৯
২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত *	প্রকল্প সংখ্যা	৮	৯	১৭
	পরিমাণ	৯১৩	১৬০	১০৭৩
১ জুলাই ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত **	প্রকল্প সংখ্যা	১৩	১৪	২৭
	পরিমাণ	১৬৪৩	২৭১	১৯১৪

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন একটি কেমিক্যাল শিল্প প্রকল্প।

- নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদান;
- ব্যাংক ঋণে স্থাপিত সমস্যাগ্রস্ত শিল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করা;
- শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান;
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর শিল্প প্রকল্পসমূহকে সেতু ঋণ ও শেয়ার অবলিখনের আকারে সমমূলধন সহায়তা প্রদান;
- আমানত সংগ্রহসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান; এবং
- পুঁজি বাজারে ব্যাংকের জন্য ও গ্রাহকদের পক্ষে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার/সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়;

শিল্প ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ জুন ২০০২ শেষের ৬৪৬ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৩ সালের মার্চ মাস শেষে ৫৭৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ জুন ২০০২ শেষের ১৯৮৫৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৩ শেষে ১৯৯৯৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে, ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি হ্রাস পেয়ে আগামী ৩০ জুন ২০০৩-এ ১৭০২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০১-২০০২ সালে শিল্প ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০২-২০০৩ সালের জুলাই-মার্চ সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৫ মিলিয়ন টাকা। শিল্প ব্যাংকের প্রধান ঋণ হলো মেয়াদি ঋণ। মেয়াদি ঋণ বিতণের পরিমাণ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের ৩৬১ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৭৭ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৮৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে শিল্প ব্যাংক ৬১১ মিলিয়ন টাকা মেয়াদি ঋণ আদায় করেছে এবং এ সময়ে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ হলো ৭০২ মিলিয়ন টাকা। ২০০১-২০০২ সালে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ১০২৫ মিলিয়ন টাকা। শিল্প ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকটির শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	১৮৬০৩	১৭৭৩০	১৭৭৭৩	১৪৮০৩
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১২৬৫৮	১১৮৭৩	১২০৭০	৯২০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫৯৪৫	৫৮৫৭	৫৭০৩	৫৬০৩
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২১১২	২১২৯	২২২১	২২২২
	সর্বমোট	২০৭১৫	১৯৮৫৯	১৯৯৯৪	১৭০২৫

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৮, ১৯৭২)-এর ক্ষমতা বলে শিল্প প্রকল্পসমূহে ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান, বাংলাদেশে পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের ভিতকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ১ মার্চ ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সংস্থা স্বীয় চার্টারে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শিল্প প্রকল্প স্থাপনে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ, সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ ইত্যাদি প্রদান করে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ও কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	১০০৬	১১৪৪	১১৪৪	১১৮৩
৪।	আমানত :	১৩৫	১৪৪	১৩০	১৮০
	ক) তলবি	৬২	৪৪	৪৫	৬২
	খ) মেয়াদি	৭৩	১০০	৮৫	১১৮
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৭৪৬৫	১৬৫২৬	১৪১৭১	১৪২৪৪
৬।	বিনিয়োগ	৩০৩	৩৩৪	৩৯৫	৪১৬
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৬০৮	১৭৭২৪	১৫৪৩৪	১৫৫৪৪
৮।	মোট আয়	২৪৩	২৬৪	১৩৩	২২৮
৯।	মোট ব্যয়	১২৫	১৪৪	৮১	১৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	৯৬	-	-	-
	(ক) রপ্তানি	-	-	-	-
	(খ) আমদানি	৯৬	-	-	-
	(গ) রেমিটেন্স	-	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	১৯১	১৮৩	১৮৩	১৮৩
	ক) কর্মকর্তা	৯৬	৮৮	৮৮	৮৮
	খ) কর্মচারী	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যা)	৫	৪	৪	৪
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৬	৪	৩	৩

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০-২০০১						
বিতরণ	-	৬৬	-	৬৬	৬	৭২
আদায়	-	৩০৯	-	৩০৯	৪৩	৩৫২
২০০০১-২০০২						
বিতরণ	-	৪৬	-	৪৬	৫	৫১
আদায়	-	২৮৩	-	২৮৩	৩৯	৩২২
৩১ মার্চ ২০০৩ * পর্যন্ত						
বিতরণ	-	-	-	-	-	-
আদায়	-	২৩৩	-	২৩৩	২৪	২৫৭
৩০ জুন ২০০৩ ** পর্যন্ত						
বিতরণ	-	১০	-	১০	-	১০
আদায়	-	৪৭৫	-	৪৭৫	২৫	৫০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

মধ্যে ২ মার্চ ১৯৮৫ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ড মে ১৯৯৫ পর্যন্ত এর পোর্টফলিওভুক্ত প্রকল্পসমূহের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের (বিএমআরই) জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও ঋণ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৮৫ সালে সম্পাদিত উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে সংস্থার সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। উক্ত সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করাসহ ঋণ আদায় প্রক্রিয়া আরো জোরদার করা হয়।

দেশের আর্থিক খাতে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং শিল্পায়নে সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকার কথা বিবেচনা করে সরকার ১৯৯৫ সালের জুন মাসে সংস্থাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে অনুসারে সংস্থাকে পুনর্গঠন করে। পুনর্গঠনের আওতায় সরকার সংস্থাকে নতুন শিল্প প্রকল্পে ঋণ প্রদানসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও অনুমতি প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে ৪ মে ১৯৯৭ মতিঝিল শাখার মাধ্যমে সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া পুঁজি বাজারকে সক্রিয় করার নিমিত্তে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে সরাসরি সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য সংস্থা ৩০ আগস্ট ১৯৯৭ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে এবং নিয়মিত শেয়ার ও সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ে অংশ নিচ্ছে। এছাড়া সংস্থা প্রথম বিএসআরএস মিউচ্যুয়াল ফান্ডও সাফল্যজনকভাবে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে বাজারজাত করেছে এবং উক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করছে। ২৯ অক্টোবর ২০০০ সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাওরান বাজারস্থ নিজস্ব ভবনে দ্বিতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকিং শাখার কার্যক্রম শুরু করেছে। সংস্থার বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৭০০ মিলিয়ন টাকা। ৩০ জুন ২০০২ সালে সংস্থায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৮৩ জন, যার মধ্যে ৮৮ জন কর্মকর্তা ও ৯৫ জন কর্মচারী। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

১৯৯৫ সালে পুনরায় নতুন শিল্প প্রকল্পে অর্থায়নে অনুমতি পাওয়ার পর থেকে সংস্থা (কনসোর্টিয়াম ব্যবস্থার আওতায় ৬টি প্রকল্পসহ) মোট ২২টি নতুন শিল্প প্রকল্পে ৮৩১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের পরিমাণ ৬৮৩ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য সময়ে সেতু ঋণ

শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩২৫	৩	৩২৮
পরিমাণ	৫১৬০	৩৫	৫১৯৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১	১
পরিমাণ	-	১১	১১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩* তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩২৫	৩	৩২৮
পরিমাণ	৫১৬০	৩৫	৫১৯৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩** পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	১	২
পরিমাণ	৬০	৪০	১০০

** সাময়িক । ** প্রাক্কলিত ।*

খাতে সংস্থা ৪টি প্রকল্পে ৫১ মিলিয়ন টাকা এবং ডিবেঞ্চার খাতে ১টি প্রকল্পে ৪৮ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। এছাড়া আলোচ্য সময়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে এর কার্যক্রম অটোমেশন করার নিমিত্তে সরকারের নিকট থেকে ৮৪ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ পূর্বক ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। সংস্থা এর জন্মলগ্নে পূর্বসূরী পিকিক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত ৯৮টি প্রকল্প প্রাপ্ত হয়, যার বিপরীতে ৩৮৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সাল হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত সময়ে সংস্থা মোট ৩২৮টি প্রকল্পে ৫১৯৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে এবং অবলিখন অগ্রিম ও ডিবেঞ্চার ঋণ বাবদ ১২১ মিলিয়নসহ মোট ৫০৬৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। এ সময়ে অর্থায়িত প্রকল্প থেকে প্রায় ৮৪৮৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বাবদ আদায় করেছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৭২ সাল হতে এ পর্যন্ত সংস্থা মোট ২০৮০ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করেছে, কর বাবদ ১৬৮৩ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে এবং সরকারি কোষাগারে ১৭৮ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। সংস্থার বড় সাফল্য এ পর্যন্ত সংস্থা কখনও লোকসানের সম্মুখীন হয়নি। এ ছাড়াও জন্মলগ্ন হতে এ পর্যন্ত সরকারের নিকট থেকে অথবা সরকারের মাধ্যমে গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংস্থা সরকারকে নির্ধারিত সুদসহ ৫৭১৬ মিলিয়ন টাকা এবং দাতা সংস্থাসমূহকে নির্ধারিত সুদসহ ৩৫০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে।

২০০১-২০০২ অর্থবছরে সংস্থা ৫১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ৩২২ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ে সংস্থা কোন ঋণ বিতরণ করেনি, তবে উক্ত সময়ে সংস্থা মোট ২৫৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছে। ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখের হিসাবে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪১৭১ মিলিয়ন টাকা। সংস্থার অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

বিএসআরএস-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

বিএসআরএস-এর শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	১৫১৬৮	১৪৭৬৯	১২৬৭২	১২৭৩২
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৫১৬৮	১৪৭৬৯	১২৬৭২	১২৭৩২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারি / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা / হোটেল	৭২১	১৮৯	১৭৪	১৭৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১১৯৭	১১৯৬	৯৪৫	৯৪৫
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৩৭৯	৩৭২	৩৭৯	৩৯৩
	সর্বমোট	**১৭৪৬৫**	**১৬৫২৬**	**১৪১৭০**	**১৪২৪৪**

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৯ সালের ২১ জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মোট ৮০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন (বিসিসি ফাউন্ডেশনের ৭০% শেয়ার এবং বাংলাদেশ সরকারের ৩০% শেয়ার) নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ৬ জুন ১৯৯১ তারিখে বিশ্বব্যাপী বিসিসিআই বিলুপ্তির কারণে বাংলাদেশ সরকার ৪ জুন ১৯৯২ তারিখে এ ব্যাংকটি অধিগ্রহণ করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ২০০২ সালের শেষ নাগাদ পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩০০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ৭১৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬টিতে এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩৯ জন, যার মধ্যে ২৪৯ জন কর্মকর্তা এবং ২৯০ জন কর্মচারী।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের এক সংমিশ্রণ। ব্যাংকটি ক্ষুদ্র শিল্প খাত প্রসারের জন্য মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সরবরাহ এবং অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত। ব্যাংকটিকে মোট ঋণদানযোগ্য তহবিলের অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষুদ্র শিল্পের অর্থায়নে ব্যবহার করতে হয়।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ২০০১ সালের ডিসেম্বর শেষের ৭৪৩০ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩৪.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে ১০০২১ মিলিয়ন

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি প্যাকেজিং শিল্প কারখানা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩০০	৩০০	৩০০	৪৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৬১	৭১৩	৭১৩	৫৬৩
৪।	আমানত :	৭৪৩০	১০০২১	১০৩০০	১০৯০০
	ক) তলবি আমানত	১৪৭৫	১৭৬৯	২০০০	২৪০০
	খ) মেয়াদি আমানত	৫৯৫৫	৮২৫২	৮৩০০	৮৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬২৬১	৭৯৫৭	৮১০৫	৮৬০০
৬।	বিনিয়োগ	৮৭০	১৫৬৭	১৬০০	২০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯৭২২	১৩০১৯	১৩৬০০	১৪০০০
৮।	মোট আয়	১০৪১	১২৯১	৩৩৬	৭৫০
৯।	মোট ব্যয়	৬৮৫	৮০৮	২৪৪	৪৯০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	১৩৫০১	১৪২০৩	২৪৩৩	৫৮৬৬
	ক) রপ্তানি	৫৯৫৮	৫৫৫৮	৮৫৫	২৭১০
	খ) আমদানি	৭৫৪৩	৮৬৪৫	১৫৭৮	৩১৫৬
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	৪৯৭	৫০৩	৫৩৯	৫৪২
	ক) কর্মকর্তা	২১৭	২১৮	২৪৯	২৪৯
	খ) কর্মচারী	২৮০	২৮৫	২৯০	২৯৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৮	১৮	১৮	১৮
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২৫	২৬	২৬	২৬

টাকায় দাঁড়ায় যা ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ১০৩০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। ব্যাংকটির মোট অগ্রিম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০২ সালের ডিসেম্বর শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ২৭.১ শতাংশ এবং ৮০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৫৭ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে অগ্রিম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮১০৫ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬০০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ২০০১ সালের তুলনায় ৭০২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালে ১৪২০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে আমদানির পরিমাণ ২০০১ সালের ৭৫৪৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালে ৮৬৪৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ২০০৩ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়কালে এর পরিমাণ ছিল ১৫৭৮ মিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে রপ্তানির পরিমাণ ২০০১ সালের ৫৯৫৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালে ৫৫৫৮ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০৩ সালের জানুয়ারী-মার্চ সময়ে ৮৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ এবং আদায়

বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ ২০০১ সালের যথাক্রমে ১৯৩৬ মিলিয়ন টাকা এবং

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	৫৭৫	৮১৮	১৩৯৩	৫৪৩	১৯৩৬
আদায়	-	২৭৭	-	২৭৭	-	২৭৭
২০০২						
বিতরণ	-	৭২৪	৪৯৮	১২২২	৮১১	২০৩৩
আদায়	-	৪৯০	-	৪৯০	-	৪৯০
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	-	২৬৯	২০	২৮৯	৮৬	৩৭৫
আদায়	-	৮০	-	৮০	-	৮০
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	-	৪৯১	২৬	৫১৭	৩০২	৮১৯
আদায়	-	২৭৮	-	২৭৮	-	২৭৮

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১১	২৮১	২৯২
পরিমাণ	৩৫৮	২২৬৬	২৬২৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা **	২	৯৮	১০০
পরিমাণ	১৫৮	৫১০	৬৬৮
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ @ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১১	২৯৭	৩০৮
পরিমাণ	৩৫৮	২৩১৬	২৬৭৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩@ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১৬	১৬
পরিমাণ	-	৫০	৫০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৭০	৭০
পরিমাণ	-	৪৩০	৪৩০

*@ সাময়িক। * প্রাক্কলিত।*

*** ২০০২ সালে ৫৬টি নতুন প্রকল্পে এবং ৪৪টি বিদ্যমান প্রকল্পে ঋণ মঞ্জুর করা হয়।*

২৭৭ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৯৭ মিলিয়ন টাকা এবং ২১৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালে ২০৩৩ মিলিয়ন এবং ৪৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ২০০৩ সালের মার্চ শেষে যথাক্রমে ৩৭৫ মিলিয়ন এবং ৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন

ব্যাংকটি শুরু থেকে ২০০৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ৩০৮টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৬৭৪ মিলিয়ন টাকা মেয়াদি ঋণ অনুমোদন করে, যার মধ্যে ২৩১৬ মিলিয়ন টাকা (৮৭%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এবং বাকী ৩৫৮ মিলিয়ন টাকা (১৩%) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে। প্রকল্পের ধরন হচ্ছে গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল, সিনথেটিক লেদার, এমব্রয়ডারী, পেপার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, হার্ডবোর্ড, মৎস্য ও চিংড়ী, ফিশিং নেট, খাদ্য প্রক্রিয়া, রেড, লুব্রিকেটিং, সিএনজি ইত্যাদি। ২০০২ সালে ব্যাংক ১০০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৬৮ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বেসিক ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (Micro-credit Scheme) নামে একটি কর্মসূচী চালু রেখেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সরাসরি বা এনজিও'র মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ ব্যাংক ১,০৮,৪৫১ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট ৫০৩.০১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ২০০২ সালের ডিসেম্বর এবং ২০০৩ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৯৫৭ মিলিয়ন টাকা ও ৮১০৫ মিলিয়ন টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৩৭৭১	৪৬৫৪	৪৭০৯	৪৮৯৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৬২৮	৮৬১	৮৬২	৮৬২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩১৪৩	৩৭৯৩	৩৮৪৭	৪০৩৩
৩।	পাইকারী / খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা / হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	১৮৪	১৮৬	১৯৩	২০০
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	১৮৪	১৮৬	১৯৩	২০০
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২৩০৬	৩১১৭	৩২০৩	৩৫০৫
৮।	**সর্বমোট**	৬২৬১	৭৯৫৭	৮১০৫	৮৬০০

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন ১৯৯৫-এর অধীনে স্থাপিত এ ব্যাংক সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি বিশেষায়িত ব্যাংক ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। নভেম্বর ১৯৯৬ সালে ঢাকাস্থ লোকাল অফিস খোলার মাধ্যমে এ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৩৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের ২৫ শতাংশ শেয়ার সরকারের এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শেয়ার আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যা, কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের। মার্চ ২০০৩ শেষে ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ৭৪টি দাঁড়ায়। ১৭ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ও ৫ সদস্যবিশিষ্ট পর্ষদের নির্বাহী কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে পল্লী ঋণ কার্যক্রমে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পেশাভিত্তিক ব্যাংক কর্মকর্তাদের নিয়ে এ ব্যাংক পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৪৪০ জন

ব্যাংকের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ছাগল পালন কর্মসূচি।

তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৩৪৮ জন।

৪৫ লক্ষ ৫২ হাজার আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ব্যাংক বহুমুখী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করেছে, যা সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে অত্র ব্যাংকের বহুমুখী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতায় গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ ও চিংড়ী চাষ, কুটির শিল্প স্থাপন, হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, মুদি-মনোহারী মালের ব্যবসা, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ ইত্যাদিসহ গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর আয়বর্ধক ৬০টি খাতে ৫ জনকে নিয়ে গঠিত গ্রুপের মাধ্যমে মাথাপিছু সর্বোচ্চ ২০০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ইক্যুইটি এবং সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত এবং গ্রুপ গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক এ ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে ঋণ গ্রহীতা প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে সঞ্চয় মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সাপ্তাহিক সেন্টার সভায় নিয়মিতভাবে প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের নিকট হতে বাধ্যতামূলক ১০ টাকা হারে (সর্বোচ্চ ১০০ টাকা পর্যন্ত) সঞ্চয় জমা করা হচ্ছে, যার উপর বার্ষিক ৭% সুদ প্রদান করা হয়।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক শুরু থেকে মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত মোট ২২৪৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, তন্মধ্যে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২৩ মিলিয়ন টাকা। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে শুরু থেকে মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত সুদসহ আদায় হয়েছে মোট ১৯৫৪ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৬১০ মিলিয়ন টাকা। ঋণ কার্যক্রমে ঋণ আদায়ের হার

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৩২	১৩২	১৩৮	১৩৯
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	৫
৪।	**আমানত**	<u>৩৮</u>	<u>৬৮</u>	<u>৯২</u>	<u>১১১</u>
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৮	৬৮	৯২	১১১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২২৭	৪১৬	৪৮৭	৫১৫
৬।	বিনিয়োগ	১৩	৮১	২০৫	২১৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৪২	৫২৫	৭৩০	৭৪২
৮।	মোট আয়	৫৩	৫৬	৭৯	১১৬
৯।	মোট ব্যয়	৬৫	৫৫	৫১	৮২
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	<u>৪৩৩</u>	<u>৪৪৭</u>	<u>৪৪০</u>	<u>৪৪০</u>
	ক) কর্মকর্তা	৩৪১	৩৫৪	৩৪৮	৩৪৮
	খ) কর্মচারী	৯২	৯৩	৯২	৯২
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৭	৭৪*	৭৪	৭৪

** ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ৩টি শাখা বন্ধ করা হয়েছে।*

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০-২০০১	বিতরণ	-	-	-	-	৩৮৮	৩৮৮
	আদায়	-	-	-	-	৩৪৪	৩৪৪
২০০১-২০০২	বিতরণ	-	-	-	-	৬৬৭	৬৬৭
	আদায়	-	-	-	-	৫৪২	৫৪২
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	-	-	-	৬২৩	৬২৩
	আদায়	-	-	-	-	৬১০	৬১০
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	-	-	-	৯০৩	৯০৩
	আদায়	-	-	-	-	৮৫০	৮৫০

*সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

প্রায় ৯৯%। গ্রুপ সঞ্চয় হিসাবে বর্তমান স্থিতি ৯২ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ ছিল ২৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ব্যাংক প্রথমবারের মত মুনাফা অর্জন করেছে, যার পরিমাণ ছিল ১.৫২ মিলিয়ন টাকা। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যাংকের মুনাফার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭.৬০ মিলিয়ন টাকা।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেখানো হলো।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	-	-	-	-
৩।	পাইকারী ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/ হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	২২৭	৪১৬	৪৮৭	৫১৫
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	২২৭	৪১৬	৪৮৭	৫১৫
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	**২২৭**	**৪১৬**	**৪৮৭**	**৫১৫**

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

কৃষি খাতে অর্থায়নের মৌলিক উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল) নামে আত্মপ্রকাশ করে। মূলতঃ কৃষি ও অন্যান্য সমবায় ঋণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণীর সমবায় প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের সদস্য পদ লাভ করতে পারে। ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত মোট ৫৩৬টি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকের সদস্য হয়েছে। এসব সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন। মার্চ ২০০৩ শেষে এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বর্তমানে ১২ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

জুন ২০০২ শেষে এ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ছিল ২৮ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে এ ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৭০ মিলিয়ন টাকা ও ৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২	৩২	৩২	৩২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৯৪৩	১০১৭	১০১৭	১০৮৬
৪।	**আমানত**	<u>২৩</u>	<u>২৮</u>	<u>৩৩</u>	<u>৩৪</u>
	ক) তলবি আমানত	১৫	২১	২৭	২৭
	খ) মেয়াদি আমানত	৮	৭	৬	৭
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৮২১	২৯৪৪	২৮৮০	২৯৫৭
৬।	বিনিয়োগ	৪৭৮	৪৮৬	৪৮৯	৫০৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৩৫৬	৩৫০৩	৩৫৬২	৩৬৫৭
৮।	মোট আয়	১৮৫	১৭৮	৯০	১২৫
৯।	মোট ব্যয়	১০৭	১০৫	৫২	৫৬
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	<u>১০৫</u>	<u>১০৯</u>	<u>১২৩</u>	<u>১২৩</u>
	ক) কর্মকর্তা	৬১	৬১	৬০	৬০
	খ) কর্মচারী	৪৪	৪৮	৬৩	৬৩

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০০-২০০১				
	বিতরণ	২১	৪৮	৬৯
	আদায়	১৯	৫২	৭১
২০০১-২০০২				
	বিতরণ	১৩	৫৭	৭০
	আদায়	২১	৫৯	৮০
৩১ মার্চ ২০০৩ *				
	বিতরণ	২	৪৪	৪৬
	আদায়	১৩	৪৮	৬১
৩০ জুন ২০০৩ **				
	বিতরণ	২৮	১৬	৪৪
	আদায়	৬	৬	১২

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯ মিলিয়ন এবং ৭১ মিলিয়ন টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থবছর শেষে ব্যাংকটির মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৪৪ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০০৩ শেষে ২৮৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ছিল ৪৮৬ মিলিয়ন টাকা, যা মার্চ ২০০৩ শেষে ৪৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংক ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৭৩ মিলিয়ন টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেখানো হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সমবায় ব্যাংক মূলত সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক/সমিতিসমূহের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণ বিতরণ করে থাকে। তবে প্রয়োজনে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য গ্রামীণ কর্মকাণ্ডেও সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। এ ব্যাংক ২০০০-২০০১ ও ২০০১-২০০২ অর্থবছরে নিজস্ব তহবিল থেকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান কর্মসূচীর আওতায় যথাক্রমে ২৩৫ মিলিয়ন ও ১০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করে। ব্যাংকটি স্বর্ণ ও সমবায় জমি বন্ধক রেখেও ঋণ প্রদান করে থাকে। ১৯৯১ সালে সরকার কর্তৃক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ ঘোষণা করায় অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হলেও সমবায়ী কৃষকেরা এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করায় তারা পুরাতন ঋণ পরিশোধ করছে না। ফলে ব্যাংকের ঋণ আদায়ের অবস্থা স্থবির হয়ে আছে।

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ সারণি-২ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	<u>২৬৯৭</u>	<u>২৬৯৪</u>	<u>২৬৮০</u>	<u>২৭৫০</u>
	ক) শস্য	২৪০৯	২০০৩	২০০১	২০৩১
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২৮৮	৬৯১	৬৭৯	৭১৯
২।	অন্যান্য	১২৪	২৫০	২০০	২০৭
	সর্বমোট	২৮২১	২৯৪৪	২৮৮০	২৯৫৭

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৭৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চালুকৃত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা। প্রকল্পটির আশাব্যঞ্জক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এ প্রকল্পকে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এ প্রকল্পে ঋণদানের জন্যে এগিয়ে আসে। ১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ বলে গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য

- ❑ বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে জামানতবিহীন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা;
- ❑ গ্রামীণ মহাজনদের ঋণদান সংক্রান্ত শোষণ হতে দরিদ্র মানুষকে অবমুক্ত করা;
- ❑ ব্যাপক বেকার জনশক্তির জন্য স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ❑ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক

ব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচন সহায়তা প্রকল্পের আওতায় জনৈক মহিলা উদ্যোক্তা পাওয়ার ট্রিলার কিনে খুঁজে পেয়েছেন আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২ (সাময়িক)*	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৭২	২৭৬	২৭৮	২৮১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৭৬৪	১৭৬৪	১৭৬৪	১৭৬৪
৪।	**আমানত**	৭৬৯৭	৯০৬৪	৯৪০৬	১০০৯০
	ক) চলতি	৬০২৯	৫৭৪৩	৫৬৭২	৫৫২৯
	খ) মেয়াদি	১৬৬৮	৩৩২১	৩৭৩৪	৪৫৬১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১২৭৩৪	১২৬৩৩	১৩৪৪৬	১৪২৫৯
৬।	বিনিয়োগ	৫১৪৩	৪০২২	৪৫০০	৪৯০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯৭৮১	১৯৮০৫	১৯৮১১	১৯৮২৩
৮।	মোট আয়	২৪৫০	২৬২৯	৬৭২	১৪৮০
৯।	মোট ব্যয়	২৩৯১	২৪৬৯	৬২৪	১১৬০
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	১১৮৪১	১১৭০৯	১১৭৭৭	১১৮৪২
	ক) কর্মকর্তা	৪৬৪৮	৫৬৫৪	৫৫৩৬	৫৯৭১
	খ) কর্মচারী	৭১৯৩	৬০৫৫	৬২৪১	৫৮৭১
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১১৭৩	১১৭৮	১১৮১	১১৮৭

** ২০০২ সালের বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত না হওয়ার কারণে সাময়িক তথ্য দেয়া হলো।*

কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করা, যা তারা বুঝতে এবং নিজেরা পরিচালনা করতে পারেন এবং

- স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগভিত্তিক বহু পুরানো দুষ্টচক্রকে ভেঙে দিয়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন ঋণ, নতুন বিনিয়োগ ও অধিক আয়ভিত্তিক একটি বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করা।

২০০৩ সালের ৩১ মার্চ শেষে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৯৩ ভাগ শেয়ারের মালিক ব্যাংকের সদস্যগণ এবং অবশিষ্ট ৭ ভাগ শেয়ারের মালিক সরকার। ১৩ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিচালকমণ্ডলী গ্রামীণ ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে ৯ জন সদস্য ভূমিহীন শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আরো দু'জন সদস্য সরকার কর্তৃক নির্বাচিত। গ্রামীণ ব্যাংক তার সদস্যদের গৃহ নির্মাণ ঋণ, উচ্চ শিক্ষা ঋণসহ বিভিন্ন ঋণ এবং ঋণবীমা সঞ্চয় তহবিল সুবিধা প্রদান করছে।

মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮১টিতে। বর্তমানে ৪১,৯০৮টি গ্রাম গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৪৭৮৫ মিলিয়ন টাকা এবং এ সময় পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ১৬১৩৩০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ২.৫৯ মিলিয়ন, যাদের ৯৫ শতাংশই মহিলা।

গ্রামীণ ব্যাংকের মোট আমানত ২০০১ সালের ৭৬৯৭ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৩৬৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	সাধারণ ঋণ	মৌসুমী ঋণ	লীজিং	সহজ ঋণ	চুক্তি ঋণ	গৃহ নির্মাণ ঋণ	অন্যান্য ঋণ	সর্বমোট
২০০১								
বিতরণ	৮৫৮	৪৯৪	৪	১২৪৯০	২১৩৪	৫৬	-	১৬০৩৬
আদায়	৫২৬২	২৯২৪	১৬	৬১৯৬	৯৪৩	৪৬৬	৯৯	১৫৯০৬
২০০২								
বিতরণ	-	-	-	১৪৪৯৮	১৯৯৫	১২১	-	১৬৬১৪
আদায়	-	-	-	১২৬৩৫	১২১২	৪৯৮	২৩৬৯	১৬৭১৪
৩১ মার্চ ২০০৩* (জানুয়ারি-মার্চ '০৩)								
বিতরণ	-	-	-	৪৪২১	১৩৫	৪০	৭	৪৬০৩
আদায়	-	-	-	৩১৮৯	৫১৪	৭৬	১০	৩৭৮৯
৩০ জুন ২০০৩** (এপ্রিল-জুন '০৩								
বিতরণ	-	-	-	৪৪২১	১৩৫	৪০	৭	৪৬০৩
আদায়	-	-	-	৩১৮৯	৫১৪	৭৬	১০	৩৭৮৯

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

নোট : সহজ ও চুক্তি ঋণ কর্মসূচী চালু হওয়ায় ২০০২ ও ২০০৩ সালে সাধারণ, মৌসুমী ও লীজিং খাতে ঋণ বিতরণ হয়নি।

সালে ৯০৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগ ২০০১ সালের ৫১৪৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ১১২১ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২০০২ সালে ৪০২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ১২৭৩৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০১ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১২৬৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংকের মোট জনশক্তি ২০০১ সালের তুলনায় ১৩২ জন হ্রাস পেয়ে ২০০২ সালে মোট ১১৭০৯ জনে দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

গ্রামীণ ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	সাধারণ ঋণ	১৩৫৪	-	-	-
২।	মৌসুমী ঋণ	৯১৩	-	-	-
৩।	লীজিং	৮	-	-	-
৪।	সহজ ঋণ	৬৭১৮	৮৫৮১	৯৮১২	১১০৪৩
৫।	চুক্তি ঋণ	১৫৬৮	২৩৫১	১৯৭৩	১৫৯৪
৬।	গৃহ নির্মাণ ঋণ	২০২৬	১৬৪৮	১৬১২	১৫৭৫
৭।	অন্যান্য ঋণ	১৪৭	৫৩	৪৯	৪৭
	সর্বমোট	১২৭৩৪	১২৬৩৩	১৩৪৪৬	১৪২৫৯

কর্মসংস্থান ব্যাংক

দেশের বেকার যুবক ও যুব-মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে ঋণ সহায়তা দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তারিখে কর্মসংস্থান ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন টাকা এবং প্রারম্ভিক পরিশোধিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ বাংলাদেশ সরকার এবং শতকরা ২৫ ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত। দেশের অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কর্মসংস্থান ব্যাংকের মূল পার্থক্য হচ্ছে- কর্মসংস্থান ব্যাংকে সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে। এ ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে না; শুধু বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার প্রদত্ত মূলধন দ্বারা সহজ শর্তে/পদ্ধতিতে ঋণ দিয়ে দেশের বেকারত্ব দূর করার চেষ্টা করছে।

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ২০০১-২০০২ অর্থবছর শেষে ঢাকায় ব্যাংকটির একটি প্রধান কার্যালয় ও বৃহত্তর জেলা সদরে ৬৪টি ও উপজেলা সদরে ২১টিসহ মোট ৮৫টি শাখায় জন্য ৫৪০ জন লোকবল রয়েছে। তন্মধ্যে ১৫৬ জন কর্মকর্তা এবং ৩৮৪ জন কর্মচারী

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি নার্সারী।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৩০০০	৩০০০	৩০০০	৩০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৮৫	৯৮৫	১০০০	১০০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১১৩	১৪৬	১৭৯	১৯০
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৩৭	২৮২	২০১	৪০১
৫।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৬।	মোট পরিসম্পদ	১১৬২	১২৩৯	১৩০০	১৩২৪
৭।	মোট আয়	১১৬	১৪৪	১১০	১৫০
৮।	মোট ব্যয়	৫৪	৮৫	৬৮	৯৩
৯।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৩৯৫	৫৪০	৫৪৬	৭৩৮
	ক) কর্মকর্তা	১৪৯	১৫৬	১৪৮	২০৯
	খ) কর্মচারী	২৪৬*	৩৮৪**	৩৯৮***	৫২৯****
১০।	শাখা (সংখ্যায়)	৭১	৮৪	৮৫	৮৫

* অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক ১০১ জন এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৩ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক ১০৬ জন এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে ২০ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

*** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক ১২৭ জন এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে ২০ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

**** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক ১৪৩ জন এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৯ জন কর্মচারী নিয়োজিত থাকবে।

রয়েছে। কর্মচারীদের মধ্যে ১০৬ জনকে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার সেবা প্রকল্প, মুরগী খামার প্রকল্প, গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প, তাঁত শিল্প প্রকল্প, নার্সারী প্রকল্প, লন্ড্রী প্রকল্প, বিউটি পার্লার প্রকল্প ইত্যাদি। কর্মসংস্থান ব্যাংক কোন সহায়ক জামানত ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে থাকে। প্রকল্পের আকার ও ধরনের ভিত্তিতে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০.৫০ মিলিয়ন টাকা এবং গ্রুপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২.৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ দেয়া হয়। কর্মসংস্থান ব্যাংক ঋণের সুদের হার (কেবলমাত্র সরল সুদ) শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা। সময়মত ঋণ পরিশোধকারীকে ৩% সুদ রেয়াত সুবিধা দেয়া হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ৯৪৬৬ জন বেকারের মধ্যে ২৮২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। এ ব্যাংক ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত ২০১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এতে ৭০১৯ জন বেকার যুবক ও যুব মহিলার আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০০-২০০১	বিতরণ	-	-	-	-	৩৩৭	৩৩৭
	আদায়	-	-	-	-	৭৯	৭৯
২০০১-২০০২	বিতরণ	-	-	-	-	২৮২	২৮২
	আদায়	-	-	-	-	১৯৯	১৯৯
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	-	-	-	২০১	২০১
	আদায়	-	-	-	-	১৮৪	১৮৪
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ					৪০১	৪০১
	আদায়	-	-	-	-	৩৯২	৩৯২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩৮০৫	৩৮০৫
	পরিমাণ	-	৮৫	৮৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	১০২৫	১০২৫
	পরিমাণ	-	২৫	২৫
ক্রমপুঞ্জীভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০৩* তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	-	৪১০৭	৪১০৭
	পরিমাণ	-	৯৩	৯৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	৩০২	৩০২
	পরিমাণ	-	৮	৮
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩** পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	৭৫০	৭৫০
	পরিমাণ	-	২০	২০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	১২০	৯২	৭১	১৪০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১২০	৯২	৭১	১৪০
২।	**শিল্প :**	৩১	৩০	২১	৪০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩১	৩০	২১	৪০
৩।	পাইকারী/খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩	৩	৬	১০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৮৩	১৫৭	১০৩	২১১
৮।	**সর্বমোট**	৩৩৭	২৮২	২০১	৪০১

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ১৯৭৬ সালে "দি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬" (নং-৪০, ১৯৭৬)-এর বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজিবাজার, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন স্বল্পতা পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রান্তিক সঞ্চয়ের হার ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জাতীয় নীতিমালার আলোকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইসিবির ভূমিকা অপরিহার্য ও সুদূরপ্রসারী। দি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০০ (নং-২৪,২০০০) বলে সাবসিডিয়ারী কোম্পানী গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে আইসিবির কার্যক্রম আরো বিস্তৃতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দেশ্যসমূহ

- বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- পুঁজিবাজার উন্নয়নে সাহায্য করা;
- সঞ্চয় সংগ্রহ ও তার কার্যকর ব্যবহার;
- ব্যবসা বিস্তারের জন্য সাবসিডিয়ারি কোম্পানী গঠন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম উন্নয়ন এবং
- প্রাসংগিক সকল প্রকার সহায়তা প্রদান।

ব্যবসা সংক্রান্ত নীতি

- শিল্প, বাণিজ্য, আমানতকারী, বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ জনগণের স্বার্থ বিবেচনাপূর্বক ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা;
- অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাই করে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্পে ইক্যুইটি তহবিল সরবরাহ এবং অবলেখনের ঝুঁকি হ্রাস করার নিমিত্তে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক

ইনভেস্টরস স্কীম কার্যক্রমের বিবরণী

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩ (মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)	২০০২-২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১। হিসাব খোলার সংখ্যা	৭৫৯	৭৯৪	-	-	-
২। হিসাব বন্ধের সংখ্যা	১৫৩৫	১৪০২	৬৩৩	-	-
৩। নীট চালু হিসাবের সংখ্যা	৫২০৩১	৫১৩৯৩	৫০৭৬০	-	-
৪। আমানত গ্রহণের পরিমাণ	১৩৩.৬০	১৯৭.৭০	৯৮.৩৭	১৪৯.১৩	২৪৭.৫০
৫। ঋণ অনুমোদন	৪৪৫.৯০	৪৫৯.৮০	১৪১.৪০	২৬৩.৩৬	৪০৫.০০
৬। বিনিয়োগ	৪৬৬.৪০	৫০৮.৪০	২৮৮.৩৮	৩৮৬.৬২	৬৭৫.০০
৭। মার্জিন ঋণ আদায়	৪৭২.৩০	৬২৯.৮০	৩৩৩.৪১	১৫৪.০৯	৪৮৭.৫০

ইস্যুকৃত মিউচুয়াল ফান্ডসমূহের বিবরণী

ফান্ডসমূহ	ফান্ডের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে ফান্ডের বাজার মূল্য (মিলিয়ন টাকায়)	৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে ১০০ টাকা মূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য (টাকায়)	২০০১-২০০২ অর্থবছরে সার্টিফিকেট প্রতি প্রদত্ত লভ্যাংশ (টাকায়)
প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৫.০০	৭৩.৫০	১,৫৬৬.০০	১৭৫.০০
দ্বিতীয় আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৫.০০	২১.৮৩	৪০৬.৫০	৪২.০০
তৃতীয় আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	১০.০০	২৪.৬৭	৪৪০.০০	৫০.০০
চতুর্থ আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	১০.০০	৩৩.৫২	৩৪৫.০০	৪০.০০
পঞ্চম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	১৫.০০	২৯.০৭	২১৫.০০	২৪.০০
ষষ্ঠ আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৫০.০০	৫০.৯১	১৫৩.০০	১৭.৫০
সপ্তম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৩০.০০	৪৮.৪৯	১২৮.০০	১৪.৫০
অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড	৫০.০০	৫৬.৭৪	১৩০.০০	১৩.৫০
মোট	১৭৫.০০	৩৩৮.৭৩		

প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে কনসোর্টিয়াম গঠন;

- উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং তাদের উৎসাহ প্রদান;
- বিনিয়োগ বৈচিত্র্যকরণ;
- সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং
- কৃষিভিত্তিক ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করা।

কার্যক্রম

- প্লেসমেন্ট ও ইক্যুইটি পার্টিসিপেশনসহ সরাসরি শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় ;
- এককভাবে অথবা সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে লীজ অর্থায়ন;
- বিনিয়োগ হিসাব ব্যবস্থাপনা;
- স্টক এক্সচেঞ্জ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বিনিয়োগকারী ও ইস্যুকারীদের বিনিয়োগ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান;
- সরকারের পুঁজি প্রত্যাহার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- মিউচুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড ব্যবস্থাপনা;
- যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পের অর্থায়নে অংশগ্রহণ;
- বাজার চাহিদার সংগে সংগতি রেখে নতুন ব্যবসার উদ্ভাবন এবং
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন।

আইসিবির অধীনে সাবসিডিয়ারী কোম্পানি প্রতিষ্ঠা

এশীয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে সূচিত ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (CMDP)-এর আওতায় এবং আইসিবি অধ্যাদেশ-এর ২১ (এ) নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আইসিবির অধীনে তিনটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানি যথা-আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড যথাক্রমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং, মিউচুয়াল ফান্ড পরিচালনা এবং সিকিউরিটিজ লেনদেন কার্যক্রমের জন্য গঠিত হয়েছে। আলোচ্য তিনটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী ইতোমধ্যে তাদের স্ব-স্ব কার্যক্রম শুরু করেছে। ফলে, সাবসিডিয়ারী কোম্পানীগুলোর কার্যক্রম শুরুর তারিখ

ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের বিবরণী (মিলিয়ন টাকায়)					
বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০০২-২০০৩ (মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)	২০০২-২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১। মোট বিক্রয়	৩০১.৪০	৩০৬.৭০	০.০০	০.০০	০.০০
২। পুনঃক্রয়	৪১৯.৮০	৩৪৫.৪০	১১৩.৩৪	৩৬.৬৬	১৫০.০০
৩। নীট বিক্রয়	-১১৮.৪০	-৩৮.৭০	-১১৩.৩৪	-৩৬.৬৬	-১৫০.০০
৪। লভ্যাংশ প্রদান (ইউনিট প্রতি টাকায়)	১২.০০	১২.৩০	-	-	-

হতে আইসিবি (হোল্ডিং কোম্পানী) সংশ্লিষ্ট খাতে আর নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করছে না।

মূলধন কাঠামো

আইসিবি-এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৪৬৬ মিলিয়ন টাকা যা প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যমানের ৪৬,৬০,৪১৮টি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। আইসিবির শেয়ার বাংলাদেশ সরকার (২৯%), বাংলাদেশ ব্যাংক (১৩%), রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (২১%), উন্নয়ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান (১৫%), বীমা কোম্পানী (১৩%), পুঁজি প্রত্যাহৃত ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (৬%), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (১%), বৈদেশিক ব্যাংক (১%) এবং সাধারণ জনগণ (১%) ধারণ করছে।

প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার পর হতে ৩১ মার্চ, ২০০৩ পর্যন্ত আইসিবি ৩৭২টি প্রকল্পে (৩০৭টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদনে, ১টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদনে এবং ৬৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে) মোট ২৯৩৬.৪০ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদানের অংগীকার করেছে। উক্ত সময়ে আইসিবি ১৭টি কোম্পানীর ১৮৭৪.৫০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাস্টি ও ৬০টি কোম্পানীর ৩০৩৯.০০ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটিজ ইস্যুর ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতে সম্মত হলেও উক্ত সময় পর্যন্ত আইসিবি ১২টি কোম্পানীর ৪৪১.৫০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাস্টি ও ৪১টি কোম্পানীর ১০৪৯.৯০ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটিজ ইস্যুর ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছে এবং ৩০৮টি প্রকল্পে ডিবেঞ্চার ও ব্রীজিং লোন বাবদ ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ করেছে ১১৪৫.২০ মিলিয়ন টাকা।

লীজ ফাইন্যান্সিং

দেশের দ্রুত শিল্পায়ন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে আইসিবি লীজ ফাইনান্সিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

আইসিবির পোর্টফোলিও বিনিয়োগ

আইসিবির একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে পত্রকোষ ব্যবস্থাপনা (Portfolio Management)-এর মাধ্যমে

ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম প্রদানের বিবরণী					
বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩ (মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)	২০০২-২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১। বিতরণ	২৬.৭৪	২৫.৩৪	২০.২৫	২৭.০৫	৪৭.৩০
২। সুদ খাতে আয়	২.৬০	৩.০৩	৩.৫১	০.৯১	৪.৪২
৩। আদায়	২৪.৩৬	৩১.৭২	১৯.০৫	১২.৪৫	৩১.৫০
৪। নীট স্থিতি	২৪.৫৯	২১.২৪	২৫.৯৫	৪১.৪৬	৪১.৪৬

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ মার্চ পর্যন্ত (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪৬৬.০৪	৪৬৬.০৪	৪৬৬.০৪	৪৬৬.০৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৬৫.০৮	৫২৫.০৮	৫২৫.০৮	৫৮৫.০৮
৪।	আমানত	২০৩১.০৫	৪২৩৪.৫৪	৩১৬৫.৭৪	৫৯১৯.৮৪
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৯৭৪.৯৫	৭২৪১.৫১	৫০২৮.৬৭*	৫১৮০.১৯*
৬।	লিজ অর্থায়ন	২২.৯৭	১০৮.৮৪	১০১.৩৫	১১৮.৮৪
৭।	বিনিয়োগ	২৯২৬.২৯	৩৯৮৬.৩৫	২৭৭৪.০৫	৫০৫৪.২৩
৮।	মোট আয়	৭৩৪.৮৮	১০০৭.৬৪	৭৭৯.৯৮	১০৭১.৮৮
৯।	মোট ব্যয়	৬৫৩.২৪	৯০৩.৩৬	৬৮১.৮২	৯৬৬.২৩
১০।	মুনাফা	৮১.৬৪	১০৪.২৮	৯৮.১৬	১০৫.৬৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ক) কর্মকর্তা খ) কর্মচারী	৩৯০ ২৫১ ১৩৯	৩৭৮ ২৩৯ ১৩৯	৩৭৩ ২৪১ ১৩২	৩৭৩ ২৪১ ১৩২
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	৭	৭	৭	৭
১৩।	সাবসিডিয়ারী কোম্পানি	৩	৩	৩	৩

** বিআরপিডি (বাংলাদেশ ব্যাংক) সার্কুলার নং-০২ তারিখ ১৩-১-২০০৩-এর ভিত্তিতে মন্দ ঋণের বিপরীতে রক্ষিত সঞ্চিতি হতে সম্ভাব্য অংক অবলোপন করার পর।*

আইসিবি দেশের পুঁজিবাজার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে আইসিবির নিজস্ব পোর্টফোলিও বিনিয়োগের পরিমাণ ১৪৪৪.৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ৩০ জুন, ২০০২ তারিখে নীট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৮০১.০৬ মিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ, ২০০৩ তারিখে কর্পোরেশনের নীট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫৭০.৬৮ মিলিয়ন টাকা।

মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম

ইনভেস্টরস স্কীম ঃ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয় সংগ্রহপূর্বক মূলধন বাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে ইনভেস্টরস স্কীম চালু করা হয়। এ স্কীমের আওতায় আইসিবির প্রধান কার্যালয়সহ শাখা অফিসসমূহে (ঢাকা লোকাল অফিস এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও বগুড়া শাখা) ৫০৭৬০টি বিনিয়োগ হিসাব পরিচালিত হচ্ছে।

ইনভেস্টরস স্কীমের অধীনে উন্নত ও ত্বরিৎ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সম্প্রতি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ অন্যতম।

- ❑ সকল কার্যক্রমকে কম্পিউটার-এর আওতায় আনয়ন;
- ❑ বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা ম্যানুয়েল প্রবর্তন;
- ❑ মার্চেন্ডাইজিং অপারেশন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন।

এ সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে হিসাবের বিবরণী, পত্রকোষ এবং বিনিয়োগ হিসাবের স্থিতির বিবরণ তাৎক্ষণিকভাবে বিনিয়োগকারীদের সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে প্রাথমিক বাজার হতে শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইনভেস্টরস

সারণি-২

ঋণ বিতরণ/লীজ অর্থায়ন

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০০২-২০০৩ (মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)	২০০২-২০০৩ (প্রাক্কলিত)
ক) প্রকল্প ঋণ	৩.০০	১.০০	-	২৭.০০	২৭.০০
খ) লীজ অর্থায়ন	৯.৯০	৬০.৩০	-	২৭.০০	২৭.০০
গ) মার্জিন ঋণ	৪৪৫.৯০	৪৫৯.৮০	১৩০.২০	২৭৪.৮০	৪০৫.০০
ঘ) ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম	২৬.৭০	২৫.৩০	১৮.১০	২৯.২০	৪৭.৩০

স্কীমে সাধারণত ১ঃ১ অনুপাতে এবং দ্বিমাত্রিক বাজার হতে শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ঃ২ অনুপাতে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বিনিয়োগ হিসাবধারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস ও সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং আইসিবির মার্জিন ঋণের নিরাপত্তা ও আদায় নিশ্চিতকরণকল্পে শুধু মৌল ভিত্তিসম্পন্ন সিকিউরিটিজ ক্রয়ের জন্য মার্জিন ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

মার্জিন ঋণ প্রদানের জন্য কোন সহজামানত গ্রহণ করা হয় না। ঋণের প্রাপ্যতা কর্পোরেশনের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। মার্জিন ঋণের উপর সুদের হার ১৩.৫০% যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (Quarterly) ধার্য্য করা হয়। বর্তমানে প্রতি কোয়ার্টার শেষ হবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রদেয় সুদ পরিশোধ করলে হিসাবধারীগণকে ধার্য্যকৃত সুদের উপর ১০% হারে রিবেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ১৯৯৬-৯৭ সালের অস্বাভাবিক শেয়ার বাজারে সিকিউরিটিজ ক্রয়ের ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগ হিসাবসমূহ পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে রিবেট সুবিধা প্রদানসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

উল্লেখ্য, আইসিবির সাবসিডিয়ারী কোম্পানী আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ ১ জুলাই, ২০০২ তারিখ হতে তাদের কার্যক্রম শুরু করায় উক্ত তারিখ হতে আইসিবি (হোল্ডিং কোম্পানি)-এর ইনভেস্টরস স্কীমের আওতায় নতুন করে হিসাব খোলা বন্ধ রয়েছে। তবে বিদ্যমান বিনিয়োগ হিসাবসমূহ পূর্বনিয়মে যথারীতি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে নতুন বিনিয়োগকারীগণ আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ কর্তৃক পরিচালিত "ইনভেস্টরস স্কীম"-এর আওতায় বিনিয়োগ হিসাব খুলতে পারবেন।

মিউচুয়্যাল ফান্ড

বর্তমানে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ১০টি মিউচুয়্যাল ফান্ডের মধ্যে আইসিবি ১৭৫.০০ মিলিয়ন মূলধন সম্বলিত ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ড বাজারজাত করেছে। আইসিবি পরিচালিত মিউচুয়্যাল ফান্ডসমূহ নিয়মিতভাবে আকর্ষণীয় হারে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে আইসিবি পরিচালিত মিউচুয়্যাল ফান্ডসমূহে ১৩.৫% হতে ১৭৫.০% পর্যন্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। সর্বাধিক ১৭৫.০ শতাংশ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ডে যার পরেই রয়েছে ৫০.০ শতাংশ নিয়ে তৃতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড এবং সর্বনিম্ন ১৩.৫ শতাংশ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে অষ্টম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ডে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশের ক্ষেত্রে প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল

সারণি-৩

ঋণ আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০০১-২০০২	২০০১-২০০২	২০০০২-২০০৩ (মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)	২০০২-২০০৩ (প্রাক্কলিত)
ক) প্রকল্প ঋণ	৬৭.৬০	৭৫.০০	৪৯.৯৬	৬৯.১৪	১১৯.১০
খ) লীজ অর্থায়ন	২.৩০	১২.৯০	১৪.৬০	৭.৩০	২১.৯০
গ) মার্জিন ঋণ	৪৭২.৩০	৬২৯.৮০	২৯৯.৫০	১৮৮.০০	৪৮৭.৫০
ঘ) ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম	২৪.৪০	৩১.৭০	১৯.০৫	১২.৪৫	৩১.৫০

সারণি-৪

বিনিয়োগের বিপরীতে লভ্যাংশ ও সুদ আদায় *(মিলিয়ন টাকায়)*

বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০০২-২০০৩ (মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)	২০০২-২০০৩ (প্রাক্কলিত)
ক) লভ্যাংশ	৩৪৯.৯০	৫৫২.৪০	৩১৯.৯৩	৮০.০৭	৪০০.০০
খ) ডিবেঞ্চারের সুদ	৬৮.২০	১৪০.৯০	১২.০০	২৮.০০	৪০.০০

ফান্ড শীর্ষে অবস্থান করছে। আইসিবি পরিচালিত ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ডের প্রতিটি অভিহিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে লেনদেন হচ্ছে। নিয়মিত আয়ের উৎস এবং মূলধনী মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকায় আইসিবি পরিচালিত মিউচুয়্যাল ফান্ডসমূহ বিনিয়োগকারীদের নিকট জনপ্রিয় বিনিয়োগ মাধ্যম হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০০২ তারিখ পর্যন্ত আইসিবি কর্তৃক পরিচালিত মিউচুয়্যাল ফান্ডসমূহে প্রায় ৩৪০০০ বিনিয়োগকারী রয়েছেন, যা মালিকানা বিস্তৃতকরণে আইসিবির উদ্দেশ্যের সফলতার পরিচায়ক।

উল্লেখ্য, আইসিবির সাবসিডিয়ারী কোম্পানি আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ১ জুলাই, ২০০২ তারিখ হতে তাদের কার্যক্রম শুরু করায় আইসিবি (হোল্ডিং কোম্পানি) নতুন কোন মিউচুয়্যাল ফান্ড বাজারজাত করবে না। তবে আইসিবি পরিচালিত ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ড যথারীতি পূর্বের নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে।

আইসিবি ইউনিট ফান্ড

ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়কে সংগ্রহ করে তা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ১০ এপ্রিল, ১৯৮১ তারিখে আইসিবি কর্তৃক দেশের প্রথম এবং একমাত্র অ-মেয়াদি মিউচুয়্যাল ফান্ড (Open-end Mutual Fund) আইসিবি ইউনিট ফান্ড স্কীম চালু করা হয়। এ স্কীম শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন এবং ঋণের সম্ভাব্য উৎস হিসাবে দেশের শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। এ ফান্ড একটি সুসংহত ও বহুমুখী পত্রকোষে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে। ইউনিট ফান্ড একটি নিরাপদ বিনিয়োগ মাধ্যম, যা থেকে প্রতি বছর একটি গ্রহণযোগ্য মুনাফা অর্জন করার সুযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, আইসিবির সাবসিডিয়ারী কোম্পানি আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ ১ জুলাই, ২০০২ তারিখ হতে তাদের কার্যক্রম শুরু করায় উক্ত তারিখ হতে আইসিবি (হোল্ডিং কোম্পানি) কর্তৃক ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে ইউনিট সার্টিফিকেট পুনঃক্রয়সহ আইসিবি ইউনিট ফান্ড পূর্বের নিয়মে যথারীতি পরিচালিত হচ্ছে।

অন্যান্য কার্যাবলী

ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম-আইসিবি ১৯৯৮ সাল হতে ইউনিটের বিপরীতে অগ্রিম প্রদান স্কীম শুরু করে। এ স্কীমের আওতায় ইউনিট হোল্ডারগণ স্বল্পকালীন প্রয়োজনে সহজ শর্তে ইউনিট সার্টিফিকেট লিয়েন রেখে অগ্রিম গ্রহণ করতে পারে।

স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে আইসিবির লেনদেন

পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য আইসিবি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর শীর্ষ সক্রিয় সদস্য হিসাবে আইসিবি সিকিউরিটিজ লেনদেন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ-এ মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩৪৯৩৫.৬০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে আইসিবির লেনদেনের পরিমাণ ২২৫৮.২০ মিলিয়ন টাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর মোট লেনদেনকৃত ১৫৮৪১.৩০ মিলিয়ন টাকার মধ্যে আইসিবির লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩৩৪৫.১০ মিলিয়ন টাকা।

আইসিবির সাবসিডিয়ারী কোম্পানি আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড ১৩ আগস্ট, ২০০২ তারিখ হতে তাদের কার্যক্রম শুরু করায় উক্ত তারিখ হতে আইসিবি (হোল্ডিং কোম্পানি) সরাসরি স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে না। উক্ত সময়ের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ চলতি অর্থবছরের ১২ আগস্ট, ২০০২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এ সরাসরি আইসিবির লেনদেনের পরিমাণ ১৩০৭.৬০ মিলিয়ন টাকা এবং চট্টগ্রাম

সারণি-৫

বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণ (মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	৩০ জুন ২০০১	৩০ জুন ২০০২	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া :	৪৪১৮.৪৩	৪১৬৮.৫৯	২২৪৮.০০
	ক) ব্রীজিং ঋণ	৩৯৭৫.৬৬	৩৭৭৫.৯৯	২০৩১.৩২
	খ) ডিবেঞ্চার ঋণ	৪৪২.৭৭	৩৯২.৬০	২১৬.৬৮
২।	মেয়াদ অনুত্তীর্ণ :	৪১৬.২৮	৭৩৭.৫৩	৫১৯.২৪
	ক) ব্রীজিং ঋণ	৪১৫.৮৮	৭২৯.২৮	৫০৭.৮৩
	খ) ডিবেঞ্চার ঋণ	০.৪০	৮.২৫	১১.৪১
	মোট প্রকল্প ঋণ :	৪৮৩৪.৭১	৪৯০৬.১২*	২৭৬৭.২৪*

** বিআরপিডি সার্কুলার নং ২ তারিখ ১৩-১-২০০৩-এর ভিত্তিতে মন্দ ঋণের বিপরীতে রক্ষিত সঞ্চিতি হতে সম্ভাব্য অংক অবলোপন করার পর।*

স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এ ১৯২.৫০ মিলিয়ন টাকা।

আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড

সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম

ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সম্প্রসারণের পদক্ষেপ হিসেবে সম্প্রতি আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড সার্টিফিকেট-এর বিপরীতে অগ্রিম প্রদান স্কীম চালু করা হয়েছে। আলোচ্য স্কীমের আওতায় মিউচুয়্যাল ফান্ড হোল্ডারগণ স্বল্পকালীন প্রয়োজনে আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড সার্টিফিকেট লিয়েন রেখে সহজ শর্তে অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবে।

ব্যাংক গ্যারান্টি- ব্যবসায়ের নতুন ক্ষেত্র হিসাবে চলতি অর্থবছর হতে ব্যাংক গ্যারান্টি স্কীম চালু করেছে। এ স্কীমের আওতায় প্রাথমিকভাবে টেন্ডার এন্ড বিড গ্যারান্টি, পারফরমেন্স গ্যারান্টি ও কাস্টমস গ্যারান্টি ইস্যুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য বিষয়াদি

আইসিবির তথ্যপ্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা ঃ আইসিবি তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই কম্পিউটারাইজেশনের আওতায় এনেছে। আইসিবি প্রধান প্রধান ব্যবসায়িক এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সহায়ক বেশ কিছু সফটওয়্যার উন্নয়ন করেছে এবং ওয়েব-সাইট উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের আগ্রহী বিনিয়োগকারীগণ আইসিবির বিভিন্ন স্কীমসহ অন্যান্য তথ্যাদি জানতে পারছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সাথে স্ক্রীন বেইজড অন-লাইন ট্রেডিং সিস্টেম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আইসিবি কর্তৃক টেলিফোনিক ট্রানজেকশন ও ইনকোয়ারী সিস্টেম (TTIS)-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ সেবার মান উন্নততর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। টেলিফোনিক ট্রানজেকশন ও ইনকোয়েরী সিস্টেম চালু হলে আইসিবির বিনিয়োগকারীগণ টেলিফোনের মাধ্যমে ঘরে বসে তাদের পোর্টফোলিওর তথ্য, বর্তমান ব্যালেন্স এবং অন্যান্য তথ্য জানতে পারবেন।

সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SADF)-এ আইসিবির সম্পৃক্ততা

১৯৯৬ সালের জুন মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্কভুক্ত সদস্য দেশসমূহের সভায় সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SADF) প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট SADF হচ্ছে একটি Umbrella ফান্ড। প্রকোষ্ঠ তিনটি হচ্ছে : (১) প্রকল্প শনাক্তকরণ ও উন্নয়ন, (২) প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, (৩) সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন। Nodal DFI হিসাবে আইসিবি SADF-এর গভর্নিং বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করছে এবং আনুপাতিক তহবিলের যোগান দিচ্ছে। SADF-এর প্রথম প্রকোষ্ঠের আওতায় এ পর্যন্ত ১৫টি প্রকল্প শনাক্ত ও সম্ভাব্যতা

সারণি-৬

আইসিবির সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩ (মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)	২০০২-২০০৩ (প্রাক্কলিত)
শেয়ার :					
কোম্পানীর সংখ্যা	২	৪	-	১	১
টাকার পরিমাণ	৬০.০০	৮৮.০০	-	১০০.০০	১০০.০০
মোট চাঁদার পরিমাণ	৩৯.১০	২১৬.৬০	-	১০০.০০	১০০.০০
ডিবেঞ্চার :					
কোম্পানীর সংখ্যা	-	-	-	২	২
টাকার পরিমাণ	-	-	-	৩০০.০০	৩০০.০০
মোট চাঁদার পরিমাণ	-	-	-	৩০০.০০	৩০০.০০

যাচাই করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭টি প্রকল্প বাংলাদেশের।

সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল ফান্ড (SARF) বিনিয়োগ

সার্কভুক্ত দেশসমূহে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে কমনওয়েলথ সম্মেলনে সাউথ এশিয়া রিজিওনাল ফান্ড (SARF) নামে ২০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি উন্নয়ন তহবিল গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (CDC)-এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারী কর্তৃক পরিচালিত এই ফান্ড মরিশাসে নিবন্ধিত হয়েছে। এছাড়া CDC এই ফান্ডে মূলধন হিসাবে ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের বেসরকারি খাতের প্রকল্পের ইক্যুইটিতে এবং ইক্যুইটি সংশ্লিষ্ট খাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করা এই তহবিলের উদ্দেশ্য। আইসিবি ইউনিট ফান্ড হতে সাউথ এশিয়া রিজিওনাল ফান্ডে ১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমানভাবে সাধারণ শেয়ারে এবং ৮% অগ্রাধিকার শেয়ারে বিনিয়োগের জন্য আইসিবি অংগীকার করেছে। এ পর্যন্ত পাঁচ দফায় ৭,২৮,০০০ মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে যার বিপরীতে ৭২৮টি সাধারণ শেয়ার এবং ৭২৮টি ৮% অগ্রাধিকার শেয়ার আইসিবি ইউনিট ফান্ডের নামে SARF কর্তৃক ইস্যু হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ১৬টি প্রেফারেন্স শেয়ারের রিডেম্পশন বাবদ ১৯,৬০৬.৭২ মার্কিন ডলার SARF কর্তৃক ফেরত প্রদান করা হয়েছে। SARF এ পর্যন্ত ১০টি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশের ১টি সেলুলার ফোন কোম্পানি, গ্রামীণফোন লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আইসিবি সাবসিডিয়ারী কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম

(১) আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ১ জুলাই, ২০০২ তারিখ হতে কার্যক্রম শুরু করেছে। আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড-এর ইনভেস্টরস স্কীমের আওতায় পরিচালিত বিনিয়োগ হিসাবে ৩১ মার্চ, ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত ৮০টি বিনিয়োগ হিসাব খোলা হয়েছে। একই তারিখ পর্যন্ত বিনিয়োগ হিসাবে আমানত গ্রহণ, ঋণ অনুমোদন এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৬.৩৫ মিলিয়ন, ৬.৭৩ মিলিয়ন এবং ১৪.৫৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ৩১ মার্চ, ২০০৩ পর্যন্ত ৬টি কোম্পানির ১১১.৫০ মিলিয়ন টাকার অবলেখন সহায়তা প্রদানের অংগীকার করা হয়েছে, যার মধ্যে ১টি কোম্পানির ৭.৫০ মিলিয়ন টাকার পাবলিক ইস্যু অবলেখক (Underwriter) হিসাবে কাজ করেছে। ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড-এর নিজস্ব বিনিয়োগ পত্রকোষে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২.০৬ মিলিয়ন টাকা।

(২) আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ১ জুলাই ২০০২ তারিখ হতে কার্যক্রম শুরু করেছে।

সারণি-৭

বিনিয়োজিত মূলধন

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩ (মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত)
১।	পরিশোধিত মূলধন	৪৬৬.০৪	৪৬৬.০৪	৪৬৬.০৪
২।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৬৫.০৮	৫২৫.০৮	৫৮৫.০৮
৩।	দীর্ঘমেয়াদি সরকারি ঋণ	৫২.৫০	৫২.৫০	৫২.৫০
৪।	ডিবেঞ্চার ঋণ	১০৩৫.৩৪	৯৭৮.৭২	৯২৮.৭২
৫।	অন্যান্য	৩৬৬.৭০	৩৩৮.৮০	৩২৫.৯৫
	মোট	২৩৮৫.৬৬	২৩৬১.১৪	২৩৫৮.২৯

ইতোমধ্যে ১০০.০০ মিলিয়ন টাকার ১টি মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড (Close-end Mutual Fund) এবং ১০০.০০ মিলিয়ন টাকার প্রাথমিক মূলধন সম্বলিত ১টি অ-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড (Open-end Mutual Fund) বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে প্রসপেক্টাস অনুমোদনের জন্য সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন বরাবর আবেদন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আলোচ্য মিউচ্যুয়াল ফান্ড দু'টি বাজারজাতকরণ সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(৩) আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড

আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড ১৩ আগস্ট, ২০০২ তারিখ হতে কার্যক্রম শুরু করেছে। কার্যক্রম শুরুর পর হতে বিগত মাসসমূহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর শীর্ষ সক্রিয় সদস্য হিসাবে সিকিউরিটিজ লেনদেন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ-এ মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল ২৫৩১৫.১১ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড-এর লেনদেনের পরিমাণ ২৫৭৬৮.২৭ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ১০.১৮ শতাংশ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ-এর মোট লেনদেনকৃত ৯২৪৪.৩৮ মিলিয়ন টাকার মধ্যে আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড-এর লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৭২১.৮৮ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ৭.৮১ শতাংশ।

আইসিবি-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ/লীজ অর্থায়ন, ঋণ আদায়, বিনিয়োগের বিপরীতে লভ্যাংশ ও সুদ আদায়, বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণ, সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণ ও বিনিয়োজিত মূলধন যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭-এ দেখানো হলো।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

দেশের শহর এলাকায় গৃহায়ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আবাসিক বাড়ী নির্মাণ, সংস্কার এবং নির্মিত বাড়ীর কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে জারীকৃত রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনকে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়। বর্তমানে কর্পোরেশনের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১১০০ মিলিয়ন ও ৯৭৩ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কর্পোরেশনের নিকট সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে কর্পোরেশন চলতি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। ৩০ জুন ২০০২ পর্যন্ত ডিবেঞ্চার বিক্রয়লব্ধ তহবিলের মোট স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৫৮০৪[সা] মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ও সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা কর্পোরেশন পরিচালিত হয়ে থাকে। কর্পোরেশনের ঋণ সুবিধা বর্তমানে উপজেলা সদর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সদর দফতর ছাড়াও বর্তমানে ঢাকায় ৪টি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে একটি করে মোট ৯টি জোনাল অফিস এবং বিভিন্ন জেলা সদরে কর্পোরেশনের ১৩টি আঞ্চলিক অফিস ও ৬টি ক্যাম্প অফিস চালু আছে।

কর্পোরেশনের অর্থায়নে নির্মিত একটি আধুনিক বাড়ি।

কর্পোরেশনের ঋণের প্রকারভেদ

কর্পোরেশন থেকে বর্তমানে নিম্নোক্ত ছয় প্রকার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে :

- সাধারণ ঋণ- একক বা স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ নামে;
- গ্রুপ ঋণ- একাধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন প্লটে ফ্ল্যাট-ভিত্তিক গ্রুপ ঋণ;
- ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ঋণ- নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট/ এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্য;

সা = সাময়িক

- সমন্বিত ঋণ- ঋণ গ্রহীতার পূর্বের ঋণ সম্পূর্ণ সমন্বয়পূর্বক নকশা মোতাবেক বাড়ির বাকী অংশের কাজ সম্পন্ন করার জন্য;
- মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের স্বল্প আয়তনের বাড়ি নির্মাণের জন্য এবং
- সেমিপাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য ।

ঋণদান কার্যক্রম

২০০১-২০০২ অর্থবছরে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ১১৫৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণের প্রেক্ষাপটে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে মার্চ মাস পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৫৭১ মিলিয়ন ও ৭৬৩ মিলিয়ন টাকা । এ ছাড়া ২০০১-২০০২ অর্থবছর শেষে কর্পোরেশন-এর ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ২৮৮৫৫ মিলিয়ন টাকা, যা ৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে ২৯৯৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। কর্পোরেশনের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায় এবং বকেয়া (Overdue) ঋণের স্থিতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সুদের হার ও কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ

এলাকা ও প্রকারভেদে ঋণের সিলিং-এ ভিন্নতা থাকলেও কর্পোরেশন সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ সাধারণত ১৫ বছর । তবে স্বল্পায়তনের ফ্লাট ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ২০ বছর। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের বার্ষিক সুদের হার ১৩% এবং ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের বার্ষিক সুদের হার ১৫%। দেশের অন্যান্য এলাকায় সিলিং নির্বিশেষে ঋণের সুদের হার ১০%। কর্পোরেশন সকল

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩ মার্চ পর্যন্ত (সাময়িক)	২০০২-২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১১০০	১১০০	১১০০	১১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৭৩	৯৭৩	৯৭৩	৯৭৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৭২৮১	৭৮৭৫	৭৮৭৫	৮৩৮১
৪।	আমানত :	১৮৮৫	১১৮২	৮৩০	৫০০
	(ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	(খ) মেয়াদি আমানত	১৮৮৫	১১৮২	৮৩০	৫০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৮০৮২	২৮৮৫৫	২৯৯৮৯	২৯৯০০
৬।	মোট পরিসম্পদ	৩০৭৭৫	৩০৯৩২	৩২৩৯৪	৩২৬৬৫
৭।	মোট আয়	১৫৫৬	১৭২৭	১৩২৫	১৭৬৭
৮।	মোট ব্যয়	১৫৫৬	১৭২৭	১৩২৫	১৭৬৭
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	৬০৫	৫৭৬	৫৫০	-
	ক) কর্মকর্তা	৩০২	২৯০	২৭৬	-
	খ) কর্মচারী	৩০৩	২৮৬	২৭৪	-
১০।	শাখা (সংখ্যায়) :				
	জোনাল	৯	৯	৯	৯
	রিজিওনাল	১৩	১৩	১৩	১৩
	ক্যাম্প অফিস	৬	৬	৫	৫

সারণি-২

বছরভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায়, বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থবছর	ঋণ মঞ্জুরী	বিতরণ	আদায়	ঋণের স্থিতি	মোট বকেয়া স্থিতি
২০০০-২০০১	১২৯৩	১১০৫	২৩৩৭	২৮০৮২	৩৪১৬
২০০১-২০০২	১২১০	১১৫৩	২৪৭৭	২৮৮৫৫	৩৪৭০
২০০২-২০০৩* (মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত)	৫৯১	৭৬৩	১৮২৫	২৯৯৮৯	৩৮১৮
২০০২-২০০৩**	৭৯০	১০১৭	২৫০০	২৯৯০০	৩৪৬৮

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

ঋণের ক্ষেত্রে সরল হারে সুদ আরোপ করে থাকে।

ঋণ আদায় কার্যক্রম

২০০১-২০০২ অর্থবছরে ২৪৭৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায়ের প্রেক্ষাপটে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৬০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ১৮২৫ মিলিয়ন ঋণ আদায় করা হয়েছে। এইচবিএফসি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে যে সমস্ত বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

- ❑ ঋণের আবেদনকারীদের পরামর্শ ও উন্নত সেবাদানের লক্ষ্যে সদর দফতরসহ প্রতিটি জোনাল অফিসে "কাউন্সেলিং কাউন্টার" খোলা হয়েছে;
- ❑ নিয়মিত মাসিক ঋণ পরিশোধকারীদের বছরান্তে চার্জকৃত সুদের উপর শতকরা ১০ ভাগ ইনসেনটিভ প্রদানের রীতি চালু রয়েছে;
- ❑ ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্পোরেশনের সদর দফতরে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং এ ফোর্সের সদস্যবৃন্দ ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মনিটরিং ও ফলোআপ ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায়ের হার বৃদ্ধিতে সচেষ্ট রয়েছে;
- ❑ রিবেট আকারে ইনসেনটিভ প্রদান করা সত্ত্বেও যে সকল ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ হয় না তাদেরকে পর্যায়ক্রমে তাগিদপত্র, শো-কজ, লিগ্যাল নোটিশ ও সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং
- ❑ ঋণের কিস্তি পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে ঋণের বকেয়া/খেলাপী নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে; মামলাধীন কেসেও মামলা খরচসহ বকেয়ার নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের টাকা এককালীন বা কিস্তিতে জমা করে ঋণ নিয়মিত করা যায়।

সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শনস্বরূপ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে যৌথ প্রচেষ্টায় আরো ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে ১৯৮৩ সালে এক প্রোটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) স্থাপনের সূচনা হয়। এ চুক্তি মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ১৯১৩ অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ১৯৮৪ সালে সাবিনকো আত্মপ্রকাশ করে ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। ১৯৮৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সাবিনকোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ করে এগুলো পরিচালিত করা এবং দেশে-বিদেশে পণ্য সামগ্রী ও সেবার বিপণন করা। এছাড়া, সাবিনকো বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর অভ্যন্তরীণ

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৬০	৬০	৬০	৬০
২।	পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৬০	৬০	৬০	৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১২০৫	১২২৯	১২২৯	-
৪।	**আমানত**	-	-	-	-
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২০৯৪	২১৩৫	২১৪৬	-
৬।	বিনিয়োগ	৯২৫	৯১৭	৯১৭	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৪২৯	৪৬৯৩	৪৪১৬	-
৮।	মোট আয়	২৭২	২২২	৫৬	-
৯।	মোট ব্যয়	৫৬	৪৮	১২	-
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	<u>৪২</u>	<u>৪২</u>	<u>৪২</u>	-
	ক) কর্মকর্তা	১৪	১৫	১৫	-
	খ) কর্মচারী	২৮	২৭	২৭	-
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	১২	৮১	-	৯৩	-	৯৩
	আদায়	২৭	৪২৪	-	৪৫১	-	৪৫১
২০০২							
	বিতরণ	৬	১০	-	১৬	-	১৬
	আদায়	৮	২০৭	-	২১৫	-	২১৫
৩১ মার্চ ২০০৩ *				-	-	-	-
	বিতরণ	৩	-	-	৩	-	৩
	আদায়	-	১৮	-	১৮	-	১৮
৩০ জুন ২০০৩ **							
	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	-	-	-	-	-

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সম্প্রসারণকল্পে শিল্পঋণের যোগান দিয়ে থাকে। সাবিনকো নিজের তত্ত্বাবধানে অথবা সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিশেষ কোন প্রকল্প পরিচালনায়ও সহায়তা প্রদান করতে পারে।

সাবিনকোর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ যাবত সৌদি এবং বাংলাদেশ সরকার সমভাবে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করেছে। বর্তমানে ছয় জন সদস্য নিয়ে কোম্পানীর বোর্ড গঠিত, তন্মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দু'জন সদস্য সৌদি সরকার কর্তৃক এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান ও অপর দু'জন সদস্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত।

বিনিয়োগ নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ বিবিধ শিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ/ উন্নয়ন কার্যক্রমে সাবিনকো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সাবিনকো বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বিবেচনা করে থাকে। তবে নিম্নে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে :

- যে সব প্রকল্প স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং যাদের উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বাজার বিদ্যমান;
- যে সব প্রকল্প মূলত স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং স্থানীয় বাজারে অপরিহার্য চাহিদা পূরণ করে;
- যে সব প্রকল্প আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বিদ্যমান এবং
- যে সব প্রকল্প আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা অপরিহার্য অথচ আমদানি বিকল্প পণ্য হিসেবে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে।

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রকল্প শ্রমনিবিড় এবং অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ক সমৃদ্ধ, সেসব প্রকল্পসমূহকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সাবিনকো সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অর্থায়ন পদ্ধতি

- দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান;
- সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ;

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৬	-	৪৬
পরিমাণ	৩৪৯৩	-	৩৪৯৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	১০	-	১০
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৬	-	৪৬
পরিমাণ	৩৪৯৩	-	৩৪৯৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩১ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-

** প্রাক্কলিত।

- শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে পাবলিক ইস্যু অবলেখন (Underwriting);
- প্রাইভেট ফান্ড প্লেসমেন্ট সিন্ডিকেশন-এর ব্যবস্থাকরণ এবং এ রকম প্লেসমেন্ট-এ অংশ গ্রহণ;
- মূলধন বাজারে লেনদেন এবং
- বিনিয়োগ তহবিল গঠন ও তার তদারকিকরণ।

ঋণের অনুমোদন এবং বিতরণ

সাবিনকো শুরু থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের জন্য মোট ৪৬টি প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থায়িত ৪৬টি প্রকল্পে সাবিনকো ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ১১টি শিল্প উপ-খাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় সর্বমোট ৩৪৯৩ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে। এ মঞ্জুরীকৃত ঋণের ২৩% বস্ত্র খাতে, ১৮% রসায়ন, ঔষধ এবং সহযোগী খাতে এবং ১২% মৎস্য/চিংড়ি চাষে মঞ্জুর করা হয়েছে। আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী অন্যান্য খাতগুলো হলো- কাঁচ, সিরামিক, সিমেন্ট, চামড়াজাত দ্রব্য, মৎস্য চাষ সহায়ক প্রকল্প, প্রকৌশল, দুগ্ধ, ফল, খেলনা, তাবু, ব্যাগ এবং কাগজ।

সাবিনকোর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে সাবিনকো ১৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২১৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৩ মিলিয়ন টাকা এবং ৪৫১ মিলিয়ন টাকা। সাবিনকোর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সাবিনকোর শিল্প প্রকল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি-৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	২৪০	২৪০	২৪৩	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২৪০	২৪০	২৪৩	-
২।	**শিল্প :**	১৮৫৪	১৮৯৫	১৯০৩	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৮৫৪	১৮৯৫	১৯০৩	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-		-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২০৯৪	২১৩৫	২১৪৬	-

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইডিএলসি)

দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী এ্যাক্ট, ১৯১৩"-এর আওতায় ১৯৮৫ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আইডিএলসি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কোম্পানীটি বিশ্বব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (IFC) সহ ৫টি বিদেশী এবং ৩টি দেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে আইডিএলসি জনসাধারণের জন্যে শেয়ার ইস্যু করে এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হয়। ৫টি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীটির ৪৫ শতাংশ এবং জনসাধারণসহ ১৪টি স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীটির ৫৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক। ২০০৩ সালের মার্চ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ড যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ১৫০ মিলিয়ন এবং ৩৮৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

আইডিএলসি গত ১৮ বছর ধরে লীজিংকে অর্থায়নের একটি বিকল্প ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। উন্নত এবং দ্রুত গ্রাহক সেবার পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাত ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন খাতে ফিন্যান্সিয়াল লীজ প্রদান করে থাকে। এশিয়ার বৃহত্তম কোম্পানীগুলোর মধ্যে অন্যতম কোরিয়া

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩১৩	৩৫৭	৩৮৪	৪২৫
৪।	**আমানত**	৭২৮	৮০৫	১০৫০	১৩০০
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৭২৮	৮০৫	১০৫০	১৩০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম (লীজ ফাইন্যান্স ও ডাইরেক্ট ফাইন্যান্স)	৪২৯৪	৪৫৪৭	৪৫৫৬	৫১৫৪
৬।	বিনিয়োগ	৬২	৫৫	৫৭	৮৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৫৫৯	৪৮২৯	৫০৫৮	৫৩৭৯
৮।	মোট আয়	১৪৫৮	১৬১৯	৪৩৫	৮৪৯
৯।	মোট ব্যয়	১২৮১	১৪২০	৩৯৫	৭৫৯
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৭০	৭১	৬৯	৭১
	ক) কর্মকর্তা	৩৫	৩৬	৩৫	৩৬
	খ) কর্মচারী	৩৫	৩৫	৩৪	৩৫
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ					অন্যান্য	সর্বমোট
			লীজ ফাইন্যান্সিং	মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	ব্রীজ ফাইন্যান্স	মোট	গৃহ অর্থায়ন	
২০০১	বিতরণ	-	১৩৮৯	-	১৭৮০	৪৩	৩২১২	২০৯	৩৪২১
	আদায়	-	১১৬১	৩	১৫৯৩	৩	২৭৬০	৬৪	২৮২৪
২০০২	বিতরণ	-	১৪০৫	৫	১৫৬৪	৬১	৩০৩৫	২৯৫	৩৩৩০
	আদায়	-	১২৩৯	২	১৫৮৪	১৬	২৮৪১	১২৮	২৯৬৯
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	১৬৮	-	৩৩৯	৮	৫১৫	৪০	৫৫৫
	আদায়	-	৩৫২	-	৩২৫	-	৬৭৭	৩৯	৭১৬
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	৬৭২	৩১	৮০৪	২৭	১৫৩৪	১৭১	১৭০৫
	আদায়	-	৪৯৯	৬	৬৬৮	৫৭	১২৩০	৫০	১২৮০

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২০০৩	৯৭৮	২৯৮১
	পরিমাণ	১১৫৯২	৩৬৮২	১৫২৭৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২৪৬	২৩৯	৪৮৫
	পরিমাণ	২১৫৫	৮৮০	৩০৩৫
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	২০৫১	১০৫৫	৩১০৬
	পরিমাণ	১১৯০৬	৩৮৮৩	১৫৭৮৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪৮	৭৭	১২৫
	পরিমাণ	৩১৪	২০১	৫১৫
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩** পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
	পরিমাণ	১২৭৬	২৫৮	১৫৩৪

*** প্রাক্কলিত।*

ডেভেলপমেন্ট লীজিং কর্পোরেশন আইডিএলসিকে লীজিং বিষয়ে সব ধরনের কারিগরী সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

আইডিএলসি একটি বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সদা সচেষ্ট। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালে কোম্পানী গৃহায়ন ঋণ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ চালু করেছে। স্বল্পমেয়াদি ঋণের আওতায় গ্রাহকরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সহায়তা যেমন- ইন্টার-কর্পোরেট ডিপোজিট (ICD), বিল/ইনভয়েস ডিসকাউন্টিং ইত্যাদি সেবা পেয়ে থাকে। গৃহায়ন ঋণ প্রকল্পের আওতায় আইডিএলসি গ্রাহকদের নতুন ফ্লাট ক্রয়, নিজস্ব বাড়ি মেরামত/বর্ধিতকরণ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা পেশাজীবীদের জন্য অফিস চেম্বার/শোরুম ক্রয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্প এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের নতুন এ্যাপার্টমেন্ট তৈরী করার জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

১৯৯৮ সালের শুরুতে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক মার্চেন্ট ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে আইডিএলসি ১৯৯৯ সালের শুরু থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে আন্ডাররাইটিং, ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অব স্টকস, লোন/লীজ সিন্ডিকেশন সার্ভিসের ব্যবস্থাকরণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবা প্রদান করছে। এ পর্যন্ত আইডিএলসি সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন সুবিধার মাধ্যমে প্রায় ৩২৫০ মিলিয়নের অধিক টাকা অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকসমূহ, লীজিং কোম্পানী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সিন্ডিকেশনে অংশগ্রহণ করেছে।

আইডিএলসি'র ঋণ ও অগ্রিম এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০০২ সাল শেষে যথাক্রমে ৪৫৪৭ মিলিয়ন টাকা ও ৪৮২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে কোম্পানীর মোট জনশক্তি ছিল ৭১ জন।

আইডিএলসি-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

২০০২ সালে আইডিএলসি লীজ অর্থায়ন, চলতি মূলধন, ব্রীজ ফাইন্যান্স ও গৃহ অর্থায়নের অধীনে যথাক্রমে ১৪০৫ মিলিয়ন, ১৫৬৪ মিলিয়ন, ৬১ মিলিয়ন এবং ২৯৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং উক্ত খাতসমূহে যথাক্রমে ১২৩৯ মিলিয়ন, ১৫৮৪ মিলিয়ন, ১৬ মিলিয়ন ও ১২৮ মিলিয়ন টাকা আদায় করেছে। কোম্পানীর ঋণ বিতরণ ও আদায় সম্পর্কিত বিবরণী সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	১৩	৫৭	৬০
	ক) শস্য	১৩	৫৭	৬০
	খ) অন্যান্য	-	-	-
২।	**শিল্প :**	২৫৪২	২৫৭২	২৬০৩
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২২৩৭	২০৫৮	২০৮২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩০৫	৫১৪	৫২১
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৩	১৪৪	১২০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৮৭	৭৬৫	৭৫৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৭৫	৮৪০	৮৫৮
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৬৭৪	১৬৯	১৬২
	সর্বমোট	৪২৯৪	৪৫৪৭	৪৫৫৬

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড ১৯৯৬ সাল হতে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। ২৪ আগস্ট ১৯৯৯ সালে কোম্পানীটি সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন হতে মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। কোম্পানীটির অফিস ঢাকায় অবস্থিত এবং মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত এতে কর্মরত লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২ জনে । মার্চ ২০০৩ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১৭০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৬ মিলিয়ন টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত শেয়ার হোল্ডারদের ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ শেষে কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিম এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৪৮ মিলিয়ন ও ১১৪১ মিলিয়ন টাকা।

কোম্পানীর প্রধান কর্মকাণ্ড

- লীজ ফাইন্যান্স- লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী প্রধানত শিল্পখাতে মূলধনী দ্রব্যাদি যেমন-প্লান্ট, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, নির্মাণ সামগ্রী, নৌ ও সড়ক পরিবহন, চিকিৎসা ও অফিস

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পরিচালিত একটি গ্যাস ফিলিং স্টেশন।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৭০	১৭০	১৭০	১৭০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৮	১২২	৮৬	৮৮
৪।	**আমানত :**	৩৩	২৭	২৯	৩৬
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৩৩	২৭	২৯	৩৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৬৬৩	৯৪৮	৯৪৩	১০১৩
৬।	বিনিয়োগ	৫	৫	৭	৮
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭০৬	১১৪১	১১৭৬	১২৩৫
৮।	মোট আয়	৩০৩	৪১১	১০৮	২১৮
৯।	মোট ব্যয়	১৯৪	৩০৪	৭৫	১৭৪
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৩০	৩২	৩২	৩৪
	ক) কর্মকর্তা	২৩	২৬	২৬	২৭
	খ) কর্মচারী	৭	৬	৬	৭

সামগ্রী, কম্পিউটার, জেনারেটর/বয়লার, লিফট/এলিভেটর ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাতে অর্থায়নে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

- অর্থ বাজার কার্যক্রম-কোম্পানীটি অর্থ বাজার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডেও (মেয়াদি আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ) অংশগ্রহণ করে থাকে।
- মার্চেন্ট ব্যাংকিং- মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে কোম্পানীটি মিউচুয়্যাল ফান্ড, আন্ডাররাইটিং, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও ইস্যু ম্যানেজমেন্টে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়াও কোম্পানীটি বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও কোম্পানীটি বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কর্মকাণ্ড যেমন-হায়ার পারচেজ, পুঁজি বাজারে অর্থায়ন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ এবং ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	২৮০	-	২৮০	৩৭	৩১৭
	আদায়	-	১৩৬	-	১৩৬	-	১৩৬
২০০২	বিতরণ	-	৪৬৩	-	৪৬৩	৭৫	৫৩৮
	আদায়	-	৩৫৮	-	৩৫৮	-	৩৫৮
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	৯৫	-	৯৫	৫	১০০
	আদায়	-	৫০	-	৫০	-	৫০
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	২৫০	-	২৫০	-	২৫০
	আদায়	-	৭৫	-	৭৫	-	৭৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আঁকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৫৬	৩৯	৯৫
	পরিমাণ	৪৫৫	২০৯	৬৬৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	২৮	২১	৪৯
	পরিমাণ	২১৯	১১৩	৩৩২
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৫৮	৪২	১০০
	পরিমাণ	৪৪৫	২৩১	৬৭৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪	৫	৯
	পরিমাণ	৮১	১৪	৯৫
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৮	১২	২০
	পরিমাণ	১৫৪	৫২	২০৬

** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	470	664	676	726
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৯৩	৪৫৫	৪৪৫	৪৭৮
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৭৭	২০৯	২৩১	২৪৮
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৮১	১২৮	১২১	১৩০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯৮	১৪৬	১৩৩	১৪৩
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৪	১০	১৩	১৪
	সর্বমোট	৬৬৩	৯৪৮	৯৪৩	১০১৩

বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

দেশের শিল্পোন্নয়ন ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় ১৯৯৬ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (বিআইএফসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিআইএফসি আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৯৯৮ সালে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটির ৭৫ শতাংশ মালিকানা হংকং-ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফাইভ কন্টিনেন্টস ক্রেডিট লিমিটেড এবং স্থানীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ২৫ শতাংশ মালিকানা। ৩১ মার্চ ২০০৩ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন ও ৪৪ মিলিয়ন টাকা।

কোম্পানীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় মূলধনী যন্ত্রপাতি সংগ্রহে আর্থিক সহায়তা (লীজ ফাইন্যান্স) প্রদান;
- প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাবনাময় শিল্প কারখানার

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় আমদানীকৃত একটি স্পিনিং শিল্প প্রকল্পের যন্ত্রপাতি।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫	৪৪	৪৪	৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮	৯	১	২০
৪।	**আমানত :**	২৪২	৮৪	৭৯	১০০
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	২৪২	৮৪	৭৯	১০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম*	২৯৫	৪২৯	৪২৮	৫১৮
৬।	বিনিয়োগ	২১৩	১৩	১৫	১৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫২৪	৪৬৯	৪৫৮	৫৮৫
৮।	মোট আয়	৯১	১৭১	৩৪	৯৪
৯।	মোট ব্যয়	৮১	১৪৯	৪১	৮২
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	১৬	১৮	১৮	২০
	ক) কর্মকর্তা	১১	১৪	১৪	১৬
	খ) কর্মচারী	৫	৪	৪	৪
১১।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন এবং বর্দ্ধিতকরণ (বিএমআরই)-এর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তাদের আর্থিক সুবিধা, পরামর্শ ও সেবা প্রদান;
- রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;
- পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- উন্নয়নমুখী খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং
- স্বল্প ও মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গৃহসামগ্রী খাতে অর্থায়ন করা।

বিনিয়োগ নীতি

বিআইএফসি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে শিল্প, পরিবহন, ঔষধ, বস্ত্র, প্যাকেজিং, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহে লীজ ফাইন্যান্সিং-এর মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে।

সামাজিকভাবে কাম্য, কারিগরী দিক থেকে গ্রহণযোগ্য, ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক ও বাজার সম্ভাবনাময় পণ্যের গুণগত মানের উৎকর্ষতা অথবা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিকীকরণ, সুষমকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিআইএফসি আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

আমানত গ্রহণ

বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদি আমানত গ্রহণ ও এর উপর আকর্ষণীয় হারে সুদ প্রদান করে থাকে।

বিআইএফসি-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

বিআইএফসি এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		লীজ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	১৪৭	২৪	-	২৪	০.৭৩	১৭১.৭৩
	আদায়	৪১	১২	-	১২	০.৪১	৫৩.৪১
২০০২	বিতরণ	২০৮	৫৬	-	৫৬	০.৭৮	২৬৪.৭৮
	আদায়	৯২	২০	-	২০	০.৭৬	১১২.৭৬
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	১৮	১৪	-	১৪	০.৪৮	৩২.৪৮
	আদায়	৩০	৩	-	৩	০.২০	৩৩.২০
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	১৩০	৬০	ও-	৬০	১০	২০০
	আদায়	৭১	৯	-	৯	০.৫০	৮০.৫০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক লীজ অর্থায়ন ও ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		অন্যান্য ঋণ	মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির		
ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৬১	৬০	১৩০	২৫১
পরিমাণ	৪৮৩	১১৪	১৫০	৭৪৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	২৪	২২	২৮	৭৪
পরিমাণ	২০৮	৬২	১৬	২৮৬
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	৬৫	৬২	১৩৪	২৬১
পরিমাণ	৪৯৫	১২১	১৫২	৭৬৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	৪	২	৪	১০
পরিমাণ	১২	৭	২	২১
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩** পর্যন্ত				
প্রকল্প সংখ্যা	২০	১০	৩০	৬০
পরিমাণ	১৪০	৪০	২০	২০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	শিল্প :	১৭৯	৩০৪	৩১১	৩৭৯
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৫২	২৫৯	২৬০	৩১৮
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৭	৪৫	৫১	৬১
২।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৩।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১	১৪	১২	১৪
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৪	৬০	৫৬	৬৭
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৬।	অন্যান্য	৭১	৫১	৪৯	৫৮
	সর্বমোট	**২৯৫**	**৪২৯**	**৪২৮**	**৫১৮**

ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড

শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানী এ্যাক্ট-১৯৯৪-এর আওতায় ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালে কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে আন্ডাররাইটিং ও ইস্যু ম্যানেজার সম্পর্কিত সেবাও প্রদান করছে। ২০০৩ সালের শুরুতে শ্রীলংকার সম্পদ ব্যাংক লিমিটেড এবং সিংগাপুরের চিক্কারা ক্যাপিটাল লিমিটেড ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাথে নতুনভাবে শেয়ার উদ্যোক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করে। ফলে নতুন মালিকানার সমন্বয়ে অংশীদারিত্বের হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ভ্যানিক ইনকর্পোরেশন লিমিটেড ২০%, সম্পদ ব্যাংক লিমিটেড ২০%, চিক্কারা ক্যাপিটাল লিমিটেড ২০% এবং স্থানীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ৪০%।

৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন এবং ১০০ মিলিয়ন টাকা। ডিসেম্বর ২০০২ শেষে কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫৮ মিলিয়ন

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	২০১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত :	<u>২৮২</u>	<u>২৫২</u>	<u>২৪৫</u>	<u>২৩০</u>
	ক) তলবি আমানত	২২০	১০৩	৬৫	১০
	খ) মেয়াদি আমানত	৬২	১৪৯	১৮০	২২০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম (লীজ ফাইন্যান্স)	৬৯৭	৬৫৮	৬২৯	৬৭৮
৬।	বিনিয়োগ	১৬৭	৮৯	১৬৭	১৬৬
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৯১	৭২৯	৭৭৭	৮৬৪
৮।	মোট আয়	২৮২	২৮৪	৬৯	১৫২
৯।	মোট ব্যয়	২৮০	৩৪০	৭৪	১৫৬
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	<u>৯১</u>	<u>৭৫</u>	<u>৭৪</u>	<u>৭৪</u>
	ক) কর্মকর্তা	৬০	৬৩	৬৪	৬৪
	খ) কর্মচারী	৩১	১২	১০	১০

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	৩৪৫	-	৩৪৫	৪৯	৩৯৪
আদায়	-	২০৪	-	২০৪	১	২০৫
২০০২						
বিতরণ	-	১১৬	-	১১৬	-	১১৬
আদায়	-	২৩৫	-	২৩৫	-	২৩৫
৩১ মার্চ ২০০৩ *						
বিতরণ	-	৯৫	-	৯৫	-	৯৫
আদায়	-	১০৮	-	১০৮	-	১০৮
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	-	১৪৪	-	১৪৪	-	১৪৪
আদায়	-	১৬৩	-	১৬৩	-	১৬৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫৪	-	১৫৪
পরিমাণ	৬৫৮	-	৬৫৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২২	-	২২
পরিমাণ	১১৬	-	১১৬
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩৭	-	১৩৭
পরিমাণ	৬২৯	-	৬২৯
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
পরিমাণ	৯৫	-	৯৫
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
পরিমাণ	১৪৪	-	১৪৪

* সাময়িক।

টাকা। ভ্যানিক সময়ের প্রয়োজনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করেছে এবং অর্থ ও মূলধন যোগান দিয়ে দেশের বিনিয়োগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখছে। ভ্যানিকের প্রধান প্রধান বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে লীজিং, ক্রেডিট কার্ড, কর্পোরেট ফাইন্যান্স, আমানত সংগ্রহ, শেয়ার মার্কেট কার্যক্রম ইত্যাদি।

ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ভ্যানিক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ ও খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৫	৫	৫	৫
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫	৫	৫	৫
২।	**শিল্প :**	৫৯০	৫৫৭	৫৩২	৫৭৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৫৯০	৫৫৭	৫৩২	৫৭৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৪৫	৪২	৪১	৪৪
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৫৭	৫৪	৫১	৫৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৬৯৭	৬৫৮	৬২৯	৬৭৮

দি ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (বর্তমানে আবুধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৯৮৬ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড গঠিত হয় এবং ১৯৮৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর ৬০ শতাংশ মালিকানা আবুধাবী ফান্ডের এবং ৪০ শতাংশ মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের। ৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৫৭.৮১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মার্চ ২০০৩ শেষে কোম্পানীর রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০৯.১৩ মিলিয়ন টাকা। ৫ জন সদস্য সমন্বয়ে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত, যার মধ্যে আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত ৩ জন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন। সভাপতি সর্বদাই আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনিয়োগ;
- বাংলাদেশে প্রকল্প প্রণয়ন, উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের সংগে জড়িত হওয়া;
- আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় সম্পূরক কোম্পানী গড়ে তোলা, বিদ্যমান কোম্পানী বা কর্পোরেশনে মূলধন বা ঋণ অথবা উভয় প্রকার অর্থায়নে অংশগ্রহণ;

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫৭.৮১	১৫৭.৮১	১৫৭.৮১	১৫৭.৮১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৯৪.০১	৩০৮.৮৪	৩০৯.১৩	৩১৯.৯৯
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	২৬.৬৬	২৩.০৮	২২.০৭	১৯.৬৬
৫।	বিনিয়োগ	৫০.৫০	৫০.৫০	৫০.৫০	৮০.৫০
৬।	মোট পরিসম্পদ	৪৫১.৮২	৪৬৬.৬৫	৪৬৬.৯৪	৪৭৭.৮০
৭।	মোট আয়	৩৯.২৪	২২.৪৭	২.৫৪	১৬.৮১
৮।	মোট ব্যয়	৭.৩৫	৭.৬৪	২.২৯	৫.৯৫
৯।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	১০	১০	৯	১০
	ক) কর্মকর্তা	৩	৩	২	৩
	খ) কর্মচারী	৭	৭	৭	৭

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য লীজ	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	-	-	-	১৩.০০	১৩.০০
	আদায়	-	৫.০৫	-	৫.০৫	০.৮৩	৫.৮৮
২০০২							
	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	৩.৪২	-	৩.৪২	০.১৬	৩.৫৮
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	০.৮৫	-	০.৮৫	০.১৬	১.০১
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	০.৮৫	-	০.৮৫	১.৫৬	২.৪১

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৩৬.৯০	-	৩৬.৯০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৩৬.৯০	-	৩৬.৯০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৬০.০০	-	৬০.০০

* প্রাক্কলিত।

- এক/একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহ বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি কেনা-বেচা করা এবং
- বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে অগ্রিম প্রদান, ঋণ ও চলতি মূলধন সরবরাহ করা।

বিনিয়োগ নীতি

- ১০০% রপ্তানীমূখী এবং আমদানী বিকল্প অথবা চালু প্রকল্প কিন্তু বিএমআরই প্রয়োজন এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং
- প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, অতীত ইতিহাস, আর্থিক অবস্থা এবং বাজারে সুনাম ইত্যাদি বিবেচনা সাপেক্ষে বিনিয়োগ।

কোম্পানীটি ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ৩৬.৯০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুরী দিয়েছে। ৩১ মার্চ ২০০৩ সালের কোম্পানীর ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২২.০৭ মিলিয়ন টাকা। ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	১৩.৬৬	১০.২৪	৯.৩৯	৮.৫৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৩.৬৬	১০.২৪	৯.৩৯	৮.৫৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৩.০০	১২.৮৪	১২.৬৮	১১.১২
	সর্বমোট	২৬.৬৬	২৩.০৮	২২.০৭	১৯.৬৬

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড

কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (পিএলসি) ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ১০৫ মিলিয়ন টাকা। এ কোম্পানী শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, সরঞ্জামাদি, যানবাহন ইত্যাদি ক্রয়ে ইজারা ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০০২ সালে চালুকৃত প্রকল্পের আওতায় ফ্লাট ক্রয়, বাড়ী মেরামত/বর্ধিতকরণ ইত্যাদির জন্য গৃহায়ণ ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া বিল/ইনভয়েস ডিসকাউন্টিং প্রকল্পে চলতি মূলধনে স্বল্পমেয়াদি ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। পিএলসি-এর বিনিয়োগের খাতসমূহ হলো- মূলধনী যন্ত্রপাতি, যানবাহন, গৃহসামগ্রী, ভারী নির্মাণ যন্ত্রপাতি, নৌযান, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও বয়লার, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং ভারী কৃষি যন্ত্রপাতি।

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ এবং খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-১, ২, ৩ ও ৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০৫	১০৫	১০৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৪.৫০	৪৭.০৩	৫১.২৮	৫৫.৫৩
৪।	**আমানত :**	২০৭৪.৩১	১৪৬৬.৪৫	১৩২৭.০০	১৩৯৩.০০
	ক) তলবি আমানত	৬০৯.৫৪	৩২৪.০০	১৪৮.০০	১৭৭.০০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৪৬৪.৭৭	১১৪২.৪৫	১১৭৯.০০	১২১৬.০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম (লীজ সম্পদ)	৭৬৪.৬০	৯৯১.১৩	৩২৪.০০	৬৪৮.০০
৬।	বিনিয়োগ	১১৭৭.৮৬	১৫২৪.৬৩	১৬৩৮.৯৭	১৭৫৩.৩২
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৬৬.৮৩	১৬৬৩.৭৩	১৮৩০.১০	২০১৩.১১
৮।	মোট আয়	৪৫৪.৬৫	৫৬৭.৩৭	১৭৭.২৯	৩৫৪.৫৮
৯।	মোট ব্যয়	৩৯১.০০	৫০৬.০০	১৬৪.৪৫	৩২৮.৯০
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	৩৩	২৯	৩৪	৩৪
	ক) কর্মকর্তা	২৩	২০	২৪	২৪
	খ) কর্মচারী	১০	০৯	১০	১০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	৫৮৩.৯০	৭.১০	৫৯১.০০	-	৫৯১.০০
	আদায়	-	২৬৮.৪০	৭.১০	২৭৫.৫০	-	২৭৫.৫০
২০০২							
	বিতরণ	-	৭৭৩.৬০	৮.৫৫	৭৮২.১৫	-	৭৮২.১৫
	আদায়	-	৩০৪.৩০	৮.৫৫	৩১২.৮৫	-	৩১২.৮৫
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	আদায়	-	২৫৫.০০	-	২৫৫.০০	-	২৫৫.০০
	বিতরণ	-	৮৬.০০	-	৮৬.০০	-	৮৬.০০
৩০ জুন ২০০৩**							
	আদায়	-	৫১০.০০	-	৫১০.০০	-	৫১০.০০
	বিতরণ	-	১৭২.০০	-	১৭২.০০	-	১৭২.০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	সর্বমোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১০৪	-	১০৪
	পরিমাণ	১৬৬০.০০	-	১৬৬০.০০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৮	-	২৮
	পরিমাণ	৭৭৩.৬০	-	৭৭৩.৬০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১১	-	১১১
	পরিমাণ	১৮৫৩.০০	-	১৮৫৩.০০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
	পরিমাণ	২৫৫.০০	-	২৫৫.০০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৫	-	১৫
	পরিমাণ	৫১০.০০	-	৫১০.০০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৫৯১.০০	৭৮২.১৫	২৫৫.০০	৫১০.০০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৫৯১.০০	৭৮২.১৫	২৫৫.০০	৫১০.০০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৭৩.৬০	২০৮.৯৮	৬৯.০০	১৩৮.০০
৬।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	**৭৬৪.৬০**	**৯৯১.১৩**	**৩২৪.০০**	**৬৪৮.০০**

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

১৯৯৬ সালে বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালে কোম্পানীটি বাংলাদেশের পুঁজি বাজারে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সাল শেষে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

কৃষি ও শিল্প খাতকে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করে এ বছর কোম্পানী এ খাতে সর্বাধিক বিনিয়োগ করে। এ ছাড়া পরিবহন ও যোগাযোগ এবং সেবাসহ অন্যান্য খাতেও কোম্পানীর বিনিয়োগ রয়েছে। কোম্পানী লীজিং কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে চলতি মূলধন হিসেবে সরাসরি অর্থায়ন করে।

কোম্পানী বাংলাদেশের পুঁজি বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে স্টক মার্কেটে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী বিনিয়োগ করে। কোম্পানীটি Underwriter এবং ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ ছাড়া কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে অংশ নিয়ে থাকে। অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে এ কোম্পানী বিনিয়োগকারী ও শেয়ার ইস্যুকারীদের বিনিয়োগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পরিচালিত একটি টেক্সটাইল মিল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪০	৪০	৪০	৪০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৮	৪০	৪৪	৪৫
৪।	**আমানত :**	<u>৫৫১</u>	<u>৫৩৬</u>	<u>৬৫৩</u>	<u>৭৩০</u>
	ক) তলবি আমানত	৪৭৯	৪৬১	৫৪৭	৬১০
	খ) মেয়াদি আমানত	৭২	৭৫	১০৬	১২০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৬৩	৪৬৪	৪৬৮	৪৭৩
৬।	বিনিয়োগ	৪০	৬২	৫৫	৬৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬২৮	৮১৩	৮৫৭	৮৭০
৮।	মোট আয়	১৫৮	২১৩	৬০	১২০
৯।	মোট ব্যয়	১৩০	১৯০	৫৬	৯৫
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	<u>১৮</u>	<u>১৬</u>	<u>১৬</u>	<u>২০</u>
	ক) কর্মকর্তা	১২	১০	১০	১৩
	খ) কর্মচারী	৬	৬	৬	৭
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১-দেয়া হলো।

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেয়া হলো।

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	৪	১১	২৯	৪০	২০৩	২৪৭
	আদায়	১	২	২	৪	২৫	৩০
২০০২							
	বিতরণ	২	৩৬	৩০	৬৬	১৬৫	২৩৩
	আদায়	১	৯	৮	১৭	৫০	৬৮
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	২২	২	২৪	৯	৩৩
	আদায়	-	২	১	৩	১	৪
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	২	৩৫	৪	৩৯	২৫	৬৬
	আদায়	১	৪	২	৬	৩	১০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬০	-	৬০
পরিমাণ	২১২	-	২১২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১২	-	১২
পরিমাণ	৩৭	-	৩৭
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৯	-	৫৯
পরিমাণ	২১৬	-	২১৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	১৭	-	১৭
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
পরিমাণ	৪০	-	৪০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	৬	৫	৪	৫
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৬	৫	৪	৫
২।	**শিল্প :**	১৩০	১৬০	১৬৩	১৭০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৩০	১৬০	১৬৩	১৭০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫৪	১৬৪	১৬৬	১৬৫
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৭৩	১৩৫	১৩৫	১৩৩
	সর্বমোট	৩৬৩	৪৬৪	৪৬৮	৪৭৩

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

দেশের শিল্পোন্নয়ন ও পুঁজি বাজারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ মোতাবেক ১৯৯৬ সালে প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (পিএফআইএল) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একই সালে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এ ছাড়া কোম্পানী মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ১৯৯৯ সালে অনুমোদন লাভ করে। কোম্পানীর বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ১০০ মিলিয়ন টাকা।

পিএফআইএল ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, আন্ডাররাইটিং, শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসা এবং লীজিং, হায়ার পারচেজ, স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন, ব্রীজ ফাইন্যান্সিং ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

- দেশের পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে ইস্যু ম্যানেজার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও আন্ডাররাইটার হিসেবে কাজ করাসহ বিভিন্ন শেয়ার ও সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ করা;
- দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পরিচালিত একটি ড্রেজিং প্রকল্প।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৩	৪২	৪৩	৪২
৪।	**আমানত :**	২৬৭	৫৫২	৭৩২	৫৫৮
	ক) তলবি আমানত	৭০	৯৩	১৪৪	১৩৮
	খ) মেয়াদি আমানত	১৯৭	৪৫৯	৫৮৮	৪৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪৪৭	৯০০	৯৭৫	১১৫৮
৬।	বিনিয়োগ	২৪	৪৯	১২৩	৬৫
৭।	মোট পরিস্পদ	৬০৪	৮৪৭	৯৭৭	১০১৮
৮।	মোট আয়	১৪৭	২৮৩	৯৮	৪১
৯।	মোট ব্যয়	১১৯	২৪০	৮৫	৩৬
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	২৩	২৭	২৯	৩৪
	ক) কর্মকর্তা	১৩	১১	১১	১২
	খ) কর্মচারী	১০	১৬	১৮	২২
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	-	১	১	১

প্রতিষ্ঠানসমূহকে যন্ত্রপাতি লীজ দেয়া;

- ❑ বিদ্যমান কোম্পানীসমূহকে বিএমআরই সহায়তা প্রদান করা;
- ❑ জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্প, রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করা;
- ❑ স্বল্প ও মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গৃহসামগ্রী খাতে অর্থায়ন করা এবং
- ❑ সম্ভাবনাময় শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তাদের আর্থিক সুবিধা ও পরামর্শ প্রদান।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যাবলী

- ❑ ইস্যু ম্যানেজমেন্ট- ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত পিএফআইএল ১০৩০.৬০ মিলিয়ন টাকার মোট ১৫টি কোম্পানীর শেয়ার ইস্যু ব্যবস্থাপনা করে। বর্তমানে ২টি কোম্পানীর সর্বমোট ১২৭.৩০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ইস্যু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ❑ **আন্ডাররাইটিং**- পিএফআইএল এ যাবত ২২টি কোম্পানীর মোট ২১৮.৯০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের শেয়ার অবলেখন করেছে।
- ❑ **ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও**- পিএফআইএল নভেম্বর ১৯৯৯ থেকে ২০০২ পর্যন্ত ৩১টি প্রকল্পে বিনিয়োগ হিসেবে মোট ১২ মিলিয়ন টাকার তহবিল পরিচালনা করেছে।
- ❑ **লীজ ফাইন্যান্স**- উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে পিএফআইএল ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ সমাপ্ত বছরে ১০২টি প্রকল্পে মোট ৪৮২.৪১ মিলিয়ন টাকা লীজ অর্থায়ন করে। চলতি বছরে আরো ১৩০.৬৩ মিলিয়ন টাকার লীজ অর্থায়ন হয়েছে এবং ৬১.০৮ মিলিয়ন টাকার লীজ অর্থায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ছাড়া পিএফআইএল ২০০২ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫২টি প্রকল্পে ২২৬.২৯ মিলিয়ন টাকার হায়ার পারচেজ ও স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন করেছে।

পিএফআইএল-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	-	৪২১	-	৪২১	-	৪২১
	আদায়	-	৯৯	-	৯৯	-	৯৯
২০০২							
	বিতরণ	-	৩৬৩	-	৩৬৩	৩৪৪	৭০৭
	আদায়	-	১৮০	-	১৮০	১৪২	৩২২
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	-	৬৬	-	৬৬	৭১	১৩৭
	আদায়	-	৪৭	-	৪৭	৫০	৯৭
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	-	৩৬৪	-	৩৬৪	১০০	৪৬৪
	আদায়	-	২৫৫	-	২৫৫	৭৩	৩২৮

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৬৮	১৩৯	৩০৭
	পরিমাণ	৯১৭	৩৭৩	১২৯০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৮	২৫	৬৩
	পরিমাণ	২৯৮	৬৫	৩৬৩
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭৯	১৪৪	৩২৩
	পরিমাণ	৯৬৭	৩৮৮	১৩৫৫
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১	৫	১৬
	পরিমাণ	৫১	১৫	৬৬
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩০	১৪	৪৪
	পরিমাণ	১৩৮	৫০	১৮৮

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	১৯৪	৫০১	৫৪৩	৬১৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১২৬	২৯৫	৩২০	৩৭৩
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৮	২০৬	২২৩	২৪১
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৫২	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৩৯	২৬৬	২৮৮	৩৫৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৫	১০৪	১১৩	১৪৮
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৭	২৯	৩১	৪৩
	সর্বমোট	৪৪৭	৯০০	৯৭৫	১১৫৮

ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড

ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (ডিবিএইচ) দেশের বেসরকারি খাতের বৃহত্তম গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ডিবিএইচ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা এবং মেয়াদি আমানত গ্রহণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। এ কোম্পানীর মালিকানায় ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ব্র্যাক, গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এবং ভারতের হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড-এর অংশীদারিত্ব রয়েছে। ডিবিএইচ-এর অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২০০ মিলিয়ন টাকা। ডিবিএইচ বাড়ি তৈরী, ফ্ল্যাট ক্রয়, বাড়ি সম্প্রসারণ ও সংস্কার, হাউজিং প্লট ক্রয়, পেশাজীবীদের চেম্বার/অফিস ক্রয়ে ঋণ প্রদান করে থাকে।

গৃহঋণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য ডিবিএইচ বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক এজেন্সী,

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪৩	১৬৮	৩১৯	১৯৩*
৪।	**আমানত :**	<u>৭২৩</u>	<u>১৮১৪</u>	<u>২০৩০</u>	<u>২০৮০</u>
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৭২৩	১৮১৪	২০৩০	২০৮০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৪৫৮	২১৯৭	২৭৬১	৩০০০
৬।	বিনিয়োগ	২০	২০	২০	২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৭৪৪	২৬৮৯	৩৮৪৪	৪১০০
৮।	মোট আয়	১৯৯	৩০৭	৩২২	৩৮০
৯।	মোট ব্যয়	১৪৩	২৩১	২২২	২৪৪
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	<u>৩৯</u>	<u>৪৪</u>	<u>৪৮</u>	<u>৫০</u>
	কর্মকর্তা	৩৯	৪৪	৪৮	৫০
	কর্মচারী	-	-	-	-
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৪	৪	৪	৪

** ডিভিডেন্ড বাবদ প্রভিশন রাখার পর।*

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ	অন্যান্য (গৃহ ঋণ)	মোট
২০০১				
বিতরণ	-	-	৮৪৯	৮৪৯
আদায়	-	-	২১৭	২১৭
২০০২				
বিতরণ	-	-	১০৭৮	১০৭৮
আদায়	-	-	৩৩৯	৩৩৯
৩১ মার্চ ২০০৩*				
বিতরণ	-	-	৯৪৮	৯৪৮
আদায়	-	-	৩৮৭	৩৮৭
৩০ জুন ২০০৩**				
বিতরণ	-	-	১১৮৮	১১৮৮
আদায়	-	-	৪৬৪	৪৬৪

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

এনজিও এবং সাধারণ গ্রাহকদের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। এগুলো হলো :

- **বার্ষিক আয় ডিপোজিট (Annual Income Deposit)**- এ ডিপোজিটে গ্রাহকদেরকে তাদের বিনিয়োগের উপর বছরান্তে মুনাফা দেয়া হয়।
- **ক্রমবৃদ্ধি ডিপোজিট (Cumulative Deposit)**- এ ডিপোজিটে গ্রাহকদেরকে প্রতি বছর মুনাফা না দিয়ে মেয়াদান্তে মুনাফাসহ সঞ্চিত অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়।
- **ডাবল মানি ডিপোজিট (Double Money Deposit)**- এ ডিপোজিটে উচ্চ হারে মুনাফার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে আমানত দ্বিগুণ হয়।
- **মাসিক আয় ডিপোজিট (Monthly Income Deposit)**- এ ডিপোজিটে মেয়াদি আমানতের বিপরীতে প্রতি মাসে মুনাফা প্রদান করা হয়। অবসরভোগী চাকুরীজীবী, গৃহিণী এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের একটি নির্দিষ্ট মাসিক আয়ের সুযোগ প্রদানের জন্য এ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- **ট্রিপল মানি ডিপোজিট (Tripple Money Deposit)**- এ ডিপোজিটে উচ্চহারে মুনাফার কারণে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে আমানত তিনগুণ হয়।

২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসে ডিবিএইচ ৯৪৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৩৮৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

কোম্পানী কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হলো।

কোম্পানীর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	-	-	-	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	অন্যান্য (গৃহ ঋণ)	১৪৫৮	২১৯৭	২৭৬১	৩০০০
	সর্বমোট	১৪৫৮	২১৯৭	২৭৬১	৩০০০

ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আইএলএফএসএল) ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে। এ কোম্পানীর বর্তমান শেয়ারহোল্ডার হচ্ছে সিংগার বাংলাদেশ লিমিটেড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড, শ'ওয়ালেস বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মতিউল ইসলাম এন্ড এসোসিয়েটস।

কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ঃ সরকারি ও বেসরকারি খাতে লাভজনক প্রকল্পে লীজ অর্থায়ন করা। এ কোম্পানী ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পে যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক উপকরণ, কম্পিউটার, নৌ-পরিবহন, অফিস সরঞ্জামাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উপকরণ লীজের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান করে থাকে। ২০০১ সালে কোম্পানী ফিন্যান্সিয়াল লীজিং-এর পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান সার্ভিস চালু করেছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০০২ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৩০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৮৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে কোম্পানীর মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ২৫০৭ মিলিয়ন টাকা।

বিনিয়োগ নীতিমালা

এ কোম্পানী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি ভিত্তিক শিল্পসহ ঔষধ,

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৫	৯	৯	৯
৪।	আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১১১০	১৮৯৪	১৯৪১	১৯৮৮
৬।	বিনিয়োগ	১৬২৬	২৫০৭	২৬৮২	২৬৮৮
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫১৬	৬১৩	৭৪১	৭০০
৮।	মোট আয়	৩৬৬	৫৫৩	১৯২	৩৮০
৯।	মোট ব্যয়	৩২৬	৪৮১	১৮২	৩৬৪
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	২২	২৫	২৩	২৬
	ক) কর্মকর্তা	১৩	১৬	১৪	১৭
	খ) কর্মচারী	৯	৯	৯	৯

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	৫০১	-	৫০১	-	৫০১
	আদায়	-	৩৮০	-	৩৮০	-	৩৮০
২০০২	বিতরণ	-	১১২৪	-	১১২৪	-	১১২৪
	আদায়	-	৪৬৮	-	৪৬৮	-	৪৬৮
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	৩৩৮	-	৩৩৮	-	৩৩৮
	আদায়	-	১০৮	-	১০৮	-	১০৮
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	৭৫৫	-	৭৫৫	-	৭৫৫
	আদায়	-	২৭০	-	২৭০	-	২৭০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৫৫২	-	৫৫২
	পরিমাণ	৩০৯২	-	৩০৯২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১৬৬	-	১৬৬
	পরিমাণ	১২৬৮	-	১২৬৮
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে	প্রকল্প সংখ্যা	৫৯৬	-	৫৯৬
	পরিমাণ	৩৪৯২	-	৩৪৯২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৪৪	-	৪৪
	পরিমাণ	৪০০	-	৪০০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত*	প্রকল্প সংখ্যা	৮৫	-	৮৫
	পরিমাণ	৭৭২	-	৭৭২

* প্রাক্কলিত।

সেবা, পাট, বস্ত্র, প্রকৌশল, পরিবহন, প্যাকেজিং, নৌ-পরিবহনসহ যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনাময় ও লাভজনক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে লীজ ফাইন্যান্সিং-এর মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে। জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট, রপ্তানিমুখী ও আমদানি-বিকল্প প্রকল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহে লীজ সহায়তা প্রদান করা হয়।

সফল ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে সামাজিকভাবে কাম্য, কারিগরী দিক থেকে গ্রহণযোগ্য, ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক ও বাজার সম্ভাবনাময় পণ্যের গুণগত মানের উৎকর্ষতা অথবা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিকীকরণ, সুসামঞ্জস্যকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহে আইএলএফএসএল থেকে লীজ সহায়তা প্রদান করা হয়।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	<u>১১১০</u>	<u>১৮৯৪</u>	<u>১৯৪১</u>	<u>১৯৮৮</u>
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১১১০	১৮৯৪	১৯৪১	১৯৮৮
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	**১১১০**	**১৮৯৪**	**১৯৪১**	**১৯৮৮**

ওমান বাংলাদেশ লীজিং এন্ড ফিন্যান্স লিমিটেড

সাবেক বাহরাইন বাংলাদেশ ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড বর্তমান ওমান বাংলাদেশ লীজিং এন্ড ফিন্যান্স লিমিটেড (ওবিএলএফ) নামে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর আওতায় যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মে ১৯৯৬ থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

বিগত ২০০০ সালে ওমানের কিছু নেতৃস্থানীয় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি অত্র কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন খাতে ৬০ মিলিয়ন টাকা যোগান দেয়। এর ফলে এই প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত মূলধন ২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৮৫ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। উক্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান মাসকাট ফাইন্যান্স কোম্পানীর নেতৃত্বে উক্ত দেশের দু'টি বৃহত্তম ব্যাংক ওমান ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ও ব্যাংক মাসকাটসহ সে দেশের সম্মানিত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী এবং ওমানের সুলতানের বিশেষ উপদেষ্টা ডঃ ওমর জাওয়াবীর স্বনামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ওমানের বৃহত্তম বিনিয়োগের দ্বার উন্মোচিত হয়।

ওবিএলএফ মূলতঃ বেসরকারি খাতে লীজ/হায়ার পারচেজ সুবিধা, আমদানি, রপ্তানি, প্রকল্প ঋণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে

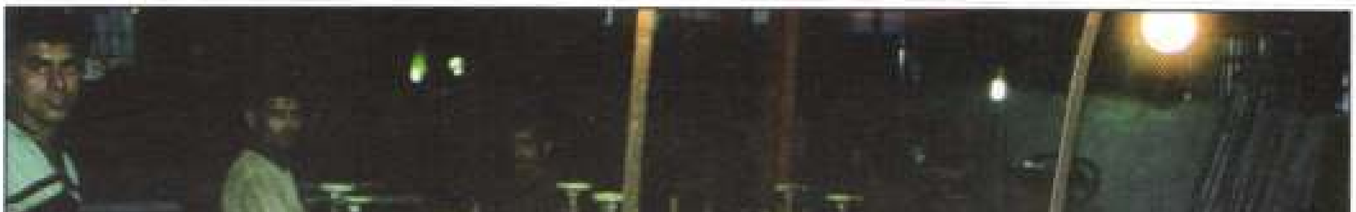

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত একটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	**আমানত :**	৪৯	৪৯	৫০	৫১
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	৪৯	৪৯	৫০	৫১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১৪০	১৯১	২০৬	৩১৯
৬।	বিনিয়োগ	১৪	১৪	১৪	১৪
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৫৩	৩৮৩	৪১৬	৪৫০
৮।	মোট আয়	৪৩	৫১	১৪	৩৩
৯।	মোট ব্যয়	৪৩	৫১	১৩	৩১
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	২১	২২	২২	২২
	ক) কর্মকর্তা	৯	১০	১০	১০
	খ) কর্মচারী	১২	১২	১২	১২
১১।	শাখা (সংখ্যা)	২	২	২	২

অর্থায়ন করে থাকে। দেশের প্রান্তিক সঞ্চয়কারীদের উৎসাহ ও সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কোম্পানী আকর্ষণীয় হারে কেবল মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে থাকে।

২০০২ সালে এ কোম্পানী ৪৯ মিলিয়ন টাকা আমানত গ্রহণ করে। এ সময়ে ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ১৯১ মিলিয়ন টাকা।

ওমান বাংলাদেশ লীজিং এন্ড ফিন্যান্স লিমিটেড-এর অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২ ও ৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	১৯	৭৬	৯৫	৪	৯৯
আদায়	-	১০	১৪	২৪	৬	৩০
২০০২						
বিতরণ	-	৯০	-	৯০	-	৯০
আদায়	-	৭৯	-	৭৯	-	৭৯
৩১ মার্চ ২০০৩ *						
বিতরণ	-	২২	-	২২	-	২২
আদায়	-	২১	-	২১	-	২১
৩০ জুন ২০০৩ **						
বিতরণ	-	৫০	-	৫০	-	৫০
আদায়	-	৪৮	-	৪৮	-	৪৮

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
পরিমাণ	২২	-	২২
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
পরিমাণ	৬	-	৬
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৯	-	২৯
পরিমাণ	৩০	-	৩০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	২	-	২
১ জানুয়ারি ১ হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত**			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	১০	-	১০

** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	২১	১৭	২৫	৩০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২১	১৭	২৫	৩০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০৫	১৬০	১৬৭	২৭৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৪	১৪	১৪	১৪
	সর্বমোট	১৪০	১৯১	২০৬	৩১৯

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি) একটি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (GOB), কমনওয়েলথ উন্নয়ন সংস্থা (CDC), বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থা (IFC), জার্মান বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন সংস্থা (DEG) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আগাখান তহবিল (AKFED)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন পদ্ধতি

অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণে আইপিডিসি অর্থায়ন করে থাকে। কোম্পানীটি সাধারণত প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং (Project Financing), লীজ ফাইন্যান্সিং (Lease Financing) এবং ইকুইটি ফাইন্যান্সিং (Equity Financing) করে থাকে। উপরোল্লিখিত ফাইন্যান্সিং-এর ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি লাভজনক

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে সর্বপ্রথম গড়ে ওঠা দেশের প্রাইভেট এয়ারলাইন্স।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪৫০	৪৫০	৪৫০	৪৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৩৫	৩২৫	৩৭০	৪১৩
৪।	**আমানত :**	-	-	-	-
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	-	-	-
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৮০৪	৩৫৫১	৩৭৪১	৪১৯১
৬।	বিনিয়োগ	৬৮৮	৭৬২	৮৭৬	৯৬৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৮১০	৩৩৩৪	৩৯৩৩	৪১৮৩
৮।	মোট আয়	৫৭৬	৮৩৬	২৩৪	৪৬৫
৯।	মোট ব্যয়	৪২০	৬৪৭	১৭৪	৩৫৪
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	<u>৩০</u>	<u>৩১</u>	<u>৩৩</u>	<u>৩৩</u>
	ক) কর্মকর্তা	২৪	২৫	২৭	২৭
	খ) কর্মচারী	৬	৬	৬	৬
১১।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

হতে হবে যাতে পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহের (Cash Flow) সৃষ্টি হয় এবং সকল পরিচালন ব্যয় এবং সকল দায় পরিশোধ সাপেক্ষে বিনিয়োগকারীগণ সন্তোষজনক লভ্যাংশ পেতে পারে। আইপিডিসি প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং ছাড়াও অপরাপর বিনিয়োগকারী/ঋণ দাতাদেরকে ঋণ সিন্ডিকেশন, অবলেখন এবং নিশ্চয়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্প তহবিল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব মূলধন মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০ হতে ৪০ ভাগ থাকা আবশ্যক এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা দীর্ঘমেয়াদির ক্ষেত্রে সাধারণত ৫-১০ বছর (সর্বোচ্চ গ্রেস পিরিয়ডসহ) এবং স্বল্পমেয়াদির ক্ষেত্রে সাধারণত ১-২ বছর (সর্বোচ্চ গ্রেস পিরিয়ডসহ) হয়ে থাকে। প্রকল্পসমূহের অর্থায়নের ক্ষেত্রে আইপিডিসি সরাসরি ঋণ প্রদান বা ইক্যুইটিতে অংশগ্রহণ বা উভয় পন্থাই অবলম্বন করে থাকে। আইপিডিসি ২০০২ সালে মোট ৫০টি প্রকল্পের অধীনে ২৯০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ (লীজসহ) অনুমোদন করে এবং ১৭২৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণী-১-এ দেখানো হলো।

সারণি-২-এ কোম্পানীর ঋণ বিতরণ ও আদায় দেখানো হলো

সারণি-৩-এ কোম্পানীর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী দেখানো হলো।

সারণি-৪-এ কোম্পানীর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি দেখানো হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য (লীজ)	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১							
	বিতরণ	৬৯	৯২৭	১৩৯	১০৬৬	-	১১৩৫
	আদায়	৫৭	৭৬২	১১৬	৮৭৮	-	৯৩৫
২০০২							
	বিতরণ	৬২	১১৭৪	৩২৭	১৫০১	-	১৫৬৩
	আদায়	৩৫	৬০৬	১৭৫	৭৮১	-	৮১৬
৩১ মার্চ ২০০৩*							
	বিতরণ	১৯	৩৫৪	৪৮	৪০২	-	৪২১
	আদায়	১৬	২৮৫	৩৮	৩২৩	-	৩৩৯
৩০ জুন ২০০৩**							
	বিতরণ	৫০	৭০০	১০০	৮০০	-	৮৫০
	আদায়	৪১	৫৭৪	৮২	৬৫৬	-	৬৯৭

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৩৫	-	১৩৫
	পরিমাণ	২৮০৪	-	২৮০৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৯	-	৩৯
	পরিমাণ	১৫৬৩	-	১৫৬৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪৪	-	১৪৪
	পরিমাণ	৩৫৫১	-	৩৫৫১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	৯	-	৯
	পরিমাণ	৪৫১	-	৪৫১
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩ পর্যন্ত**				
	প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
	পরিমাণ	৮৫০	-	৮৫০

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	২৪৯১	৩০৪৮	৩২০৬	৩৫৮১
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৪৯১	৩০৪৮	৩২০৬	৩৫৮১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৫৮	৭১	৭৩	৮৯
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৫৫	৪৩২	৪৬২	৫২১
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২৮০৪	৩৫৫১	৩৭৪১	৪১৯১

উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (ইউফিল) কোম্পানী ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের যৌথ উদ্যোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে লীজিং ও ফিন্যান্সিং ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানী ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ও সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হয় এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন লাভ করে। ৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে কোম্পানীটির অনুমোদিত মূলধন ২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বয়ংক্রিয় রাইস মিল।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য

- ❑ দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বৃহৎ শিল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা;
- ❑ কৃষি খাতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প ইত্যাদির জন্য অর্থায়ন করা;
- ❑ পরিবহন শিল্পে বিশেষভাবে আরবান ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য বাস ও আন্তঃজেলা বাস, ট্রাকের জন্য অর্থায়ন করা;
- ❑ হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ও ডাক্তারদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহে অর্থায়ন করা এবং
- ❑ নির্দিষ্ট আয়ের জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী সংগ্রহে অর্থায়ন করা;

বিনিয়োগের খাতসমূহ

ইউফিল বিশেষত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনসাধারণসহ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সরকারের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করে থাকে। কোম্পানীর সেবাসমূহ হলো- লীজ ফিনান্সিং, টার্ম ফিন্যান্সিং ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং। মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর আওতায় কোম্পানীর সেবাসমূহ হলো- ইনভেস্টরস একাউন্ট, প্রি-আইপিও শেয়ার প্লেসমেন্ট, ব্রীজ ফিন্যান্সিং, শেয়ার অবলেখন ও ইস্যু ব্যবস্থাপনা।

উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২০	১২০	১২০	১২০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	৫২৭	৫২৭	৫২৭
৪।	আমানত :	৩০১	৬১২	৬১২	৬১২
	ক) তলবি আমানত	-	২২০	২২০	২২০
	খ) মেয়াদি আমানত	৩০১	৩৯২	৩৯২	৩৯২
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮২২	১৪৬৭	১৫৫৯	১৬৮৪
৬।	বিনিয়োগ	১৮	২৬	২৮	৩০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৩৩৬	১৮২৯	১৯৪৩	২০৫৭
৮।	মোট আয়	৪১১	৫৪৯	৫৮৩	৬১৭
৯।	মোট ব্যয়	৩২৮	৪৪৬	৪৭৪	৫০২
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	৩২	৩৯	৪২	৪৪
	ক) কর্মকর্তা	৬	৭	৭	৭
	খ) কর্মচারী	২৬	৩২	৩৫	৩৭
১১।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	৪৪২	-	৪৪২	২	৪৪৪
আদায়	-	৪৪৯	-	৪৪৯	-	৪৪৯
২০০২						
বিতরণ	-	৮২৪	-	৮২৪	১	৮২৫
আদায়	-	৫৫২	-	৫৫২	-	৫৫২
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	-	৮৯০	-	৮৯০	১	৮৯১
আদায়	-	৫৯৬	-	৫৯৬	-	৫৯৬
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	-	৯৬২	-	৯৬২	-	৯৬২
আদায়	-	৬৪৪	-	৬৪৪	-	৬৪৪

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১১১৮	৪৮৪	১৬০২
পরিমাণ	২৫৫৭	২৩	২৫৮০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৩৬	১৪	৩৫০
পরিমাণ	৮২৪	-	৮২৪
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১২০৭	৫২৩	১৭৩০
পরিমাণ	২৭৬২	২৫	২৭৮৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৬৩	১৫	৩৭৮
পরিমাণ	৮৯০	-	৮৯০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৯২	১৬	৪০৮
পরিমাণ	৯৬১	-	৯৬১

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৮২২	১৪৬৭	১৫৫৯	১৬৮৪
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারি	৮২০	১৪৬৫	১৫৫৭	১৬৮২
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২	২	২	২
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	(খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৮২২	১৪৬৭	১৫৫৯	১৬৮৪

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, লরি গ্রুপ পিএলসি (যুক্তরাজ্য), ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, অক্টাভিয়াস স্টীল এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, শ'ওয়ালেশ (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ব্রোকারস লিমিটেডের আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৯ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ডিসেম্বর ২০০২ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৭০ মিলিয়ন এবং ৪৩২ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২০০১ সালের ২৪৬৩ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালে ২৯৯৫ মিলিয়ন টাকা এবং মার্চ ২০০৩ শেষে ৩১৬১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কোম্পানী ২০০২ সালে ৩৮৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার পরিমাণ ২০০১ সালে ছিল ৪১৫ মিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে কোম্পানীতে কর্মরত মোট জনশক্তি ছিল ৪০ জন। সারণি-১-এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো।

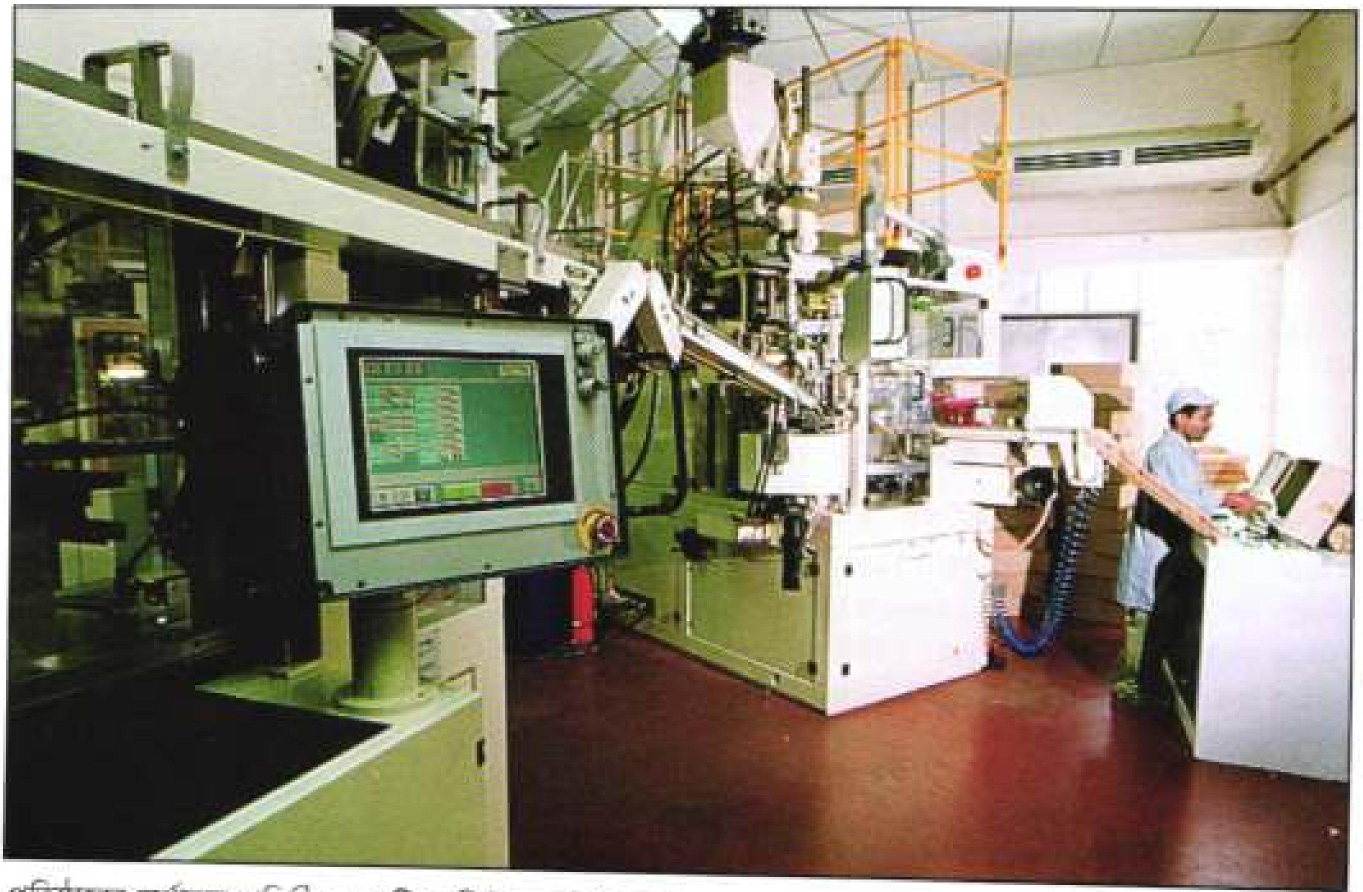

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি লেমিটেনেড টিউব প্লান্ট।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০	৭০	৭০	৭০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪২১	৪৩২	৪৪৯	৪৬৭
৪।	আমানত :	১০০	৩১৭	৩৬৯	৪০০
	ক) চলতি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	১০০	৩১৭	৩৬৯	৪০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৪৬৩	২৯৯৫	৩১৬১	৩৩৪০
৬।	বিনিয়োগ	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫১৮	২০৩৪	২১৩৫	২২৪০
৮।	মোট আয়	১১৮৬	১৩০৭	৩৩৮	৭০০
৯।	মোট ব্যয়	১০০১	১০৯৬	৩১০	৬১৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	৪১৫	৩৮৭	৩৫	১০৬
	ক) রপ্তানি	-	-	-	-
	খ) আমদানি	৪১১	৩৮১	৩৫	৯৯
	গ) রেমিটেন্স	৪	৬	-	৭
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	৩৫	৩৬	৪০	৪৩
	ক) কর্মকর্তা	৩০	৩১	৩৫	৩৮
	খ) কর্মচারী	৫	৫	৫	৫
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

লীজ অর্থায়ন/ঋণ বিতরণ ও আদায়

কোম্পানী ২০০২ সালে লীজ ও ঋণ হিসেবে ২১৮৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে, যেখানে ২০০১ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৮৮৩ মিলিয়ন টাকা। ২০০২ সালে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৬৭ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৪৯৮ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২-এ দেখানো হলো।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

কোম্পানী শুরু থেকে মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত মোট ২৪৫৪টি লীজ ও ঋণের আওতায় ১০,২৪৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ প্রদান করে। আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩-এ দেখানো হলো।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

২০০২ সাল শেষে কোম্পানীর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২০০১ সালের ২৪৬৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫৩২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫৭১ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০০৩ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৬১ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণ ছিল ১৬২৬ মিলিয়ন টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ সারণি-৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	২৭৭৩
পরিমাণ	-	-	৯৭৪১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯৩	২২১	৪১৪
পরিমাণ	১৫৮৯	৬০৩	২১৮৪
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	২৮৯০
পরিমাণ	-	-	১০২৪৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৬	৭১	১১৭
পরিমাণ	৩৪৪	১৫৮	৫০২
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৫	১৪৭	২৪২
পরিমাণ	৭১৪	৩২৮	১০৪২

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক লীজের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	১৬২	১২৭	১১৬	১২৩
২।	শিল্প	১৩৮৫	১৫৭১	১৬২৬	১৭১৭
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৩৯	৬৯	৯৩	৯৮
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট, ব্যবসা ও সেবা	৫৪	৯০	১০১	১০৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৩৪	১৭৪	১৮৭	১৯৮
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	<u>২৫৫</u>	<u>৫০৯</u>	<u>৫৪৩</u>	<u>৫৭৪</u>
	(ক) দারিদ্র্য বিমোচন	২৫৫	৫০৯	৫৪৩	৫৭৪
	(খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪৩৪	৪৫৫	৪৯৫	৫২৩
	সর্বমোট	**২৪৬৩**	**২৯৯৫**	**৩১৬১**	**৩৩৪০**

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড (ইউসিএল) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর আওতায় ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিভুক্ত হয়। ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদনক্রমে ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড পূর্ণাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৩ সালের মার্চ মাস শেষে প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ৫১ মিলিয়ন টাকা।

কোম্পানীর প্রধান কর্মকাণ্ড

- **লীজ ফাইন্যান্স**- লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে ইউসিএল প্রধানত: শিল্পখাতে মূলধনী দ্রব্যাদি যেমন- প্লান্ট, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, নৌ ও সড়ক পরিবহন, চিকিৎসা ও অফিস সামগ্রী, জেনারেটর/বয়লার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সেবা ইত্যাদি খাতে গুরুত্ব প্রদান করে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫১	৫১	৫১	৫১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪	১৫	১৭	২০
৪।	**আমানত :**	<u>২২০</u>	<u>৪২৫</u>	<u>৩৮০</u>	<u>৪২০</u>
	ক) তলবি আমানত	৪৫	৭০	২০	৪০
	খ) মেয়াদি আমানত	১৭৫	৩৫৫	৩৬০	৩৮০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৫৪	৩৬৪	৩৯৩	৪৩৭
৬।	বিনিয়োগ	১৪	২২	২২	২৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩০৭	৫১৭	৫৫৬	৬১৫
৮।	মোট আয়	১০৪	১৫৫	৪৭	১০৩
৯।	মোট ব্যয়	৯২	১৪৪	৪৫	৯৬
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	<u>২৬</u>	<u>২৬</u>	<u>২৭</u>	<u>২৭</u>
	ক) কর্মকর্তা	১৯	১৯	২০	২০
	খ) কর্মচারী	৭	৭	৭	৭
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	-	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	১৮২	-	১৮২	৪	১৮৬
আদায়	-	৬১	-	৬১	২	৬৩
২০০২						
বিতরণ	-	২১০	-	২১০	৪	২১৪
আদায়	-	৯৫	-	৯৫	৫	১০০
৩১ মার্চ ২০০৩ *						
বিতরণ	-	৪৬	-	৪৬	-	৪৬
আদায়	-	৩২	-	৩২	১	৩৩
৩০ জুন ২০০৩ **						
বিতরণ	-	১৪২	-	১৪২	-	১৪২
আদায়	-	৬৫	-	৬৫	-	৬৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯১	-	১৯১
পরিমাণ	৫৬৬	-	৫৬৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪৯	-	৪৯
পরিমাণ	২০৪	-	২০৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২০৭	-	২০৭
পরিমাণ	৫৯৭	-	৫৯৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৬	-	১৬
পরিমাণ	৩১	-	৩১
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪০	-	৪০
পরিমাণ	১৪০	-	১৪০

** প্রাক্কলিত।

থাকে।

- **অর্থবাজার কার্যক্রম-** কোম্পানী অর্থবাজার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড যেমন- সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে মেয়াদি আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করে থাকে।
- **কর্পোরেট ফাইন্যান্স-** কোম্পানী কর্পোরেট ফাইন্যান্সের অধীনে কর্পোরেট এডভাইজরী, লোন সিন্ডিকেশন, মার্জার এবং একুইজিশন, জয়েন্ট ভেঞ্চার, প্রাইভেটাইজেশন, এডভাইজরী ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, আন্ডাররাইটিং ও পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে।
- **শেয়ার ট্রেডিং-** সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নিয়ন্ত্রিত ডিলার/ব্রোকার এবং ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিঃ-এর ১০০ ভাগ সাবসিডিয়ারী কোম্পানী এসইএস-এর মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে ট্রেডিং পরিচালনা করে। এ ছাড়া কোম্পানী বিদেশী গ্রাহকদের পক্ষে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	<u>১৬৭</u>	<u>১৯৯</u>	<u>২১১</u>	<u>২৩৬</u>
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	১৬৭	১৯৯	২১১	২৩৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	৬	৬	১৩	১৯
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৪০	৫৯	৬৫	৭৪
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৬	৮০	৮৩	৮৩
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১৫	২০	২১	২৫
	সর্বমোট	**২৫৪**	**৩৬৪**	**৩৯৩**	**৪৩৭**

পিপলস্‌ লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর অধীনে ১৯৯৬ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে পিপলস্‌ লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (পিএলএফএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পিএলএফএস আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে ২৪ নভেম্বর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয় এবং একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। ৩১ মার্চ ২০০৩ সালে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ৫২.২৯ মিলিয়ন টাকা।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

- মূলধন বাজারে বিনিয়োগে অংশগ্রহণ;
- শিল্প প্রকল্প এবং রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- কোন কোম্পানীর প্রাথমিক অবস্থা থেকে কোম্পানীটিকে চলমান করা পর্যন্ত ভবিষ্যৎ সেতুঋণ, ফান্ড ম্যানেজার ও সিন্ডিকেট ফিন্যান্সিং ইত্যাদিতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ ঘটানো;
- শেয়ার বাজারে লেনদেন, নতুন শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে আমদানীকৃত সিএনজি অটো রিক্সা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৪১.৮	৫২.২৯	৫২.২৯	৫২.২৯
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১.৬	২.৯০	৫.৮৫	৬.১৫
৪।	**আমানত :**	০.১	৪৪.৬৮	৫০.৪০	৬৫.৪০
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	০.১	৪৪.৬৮	৫০.৪০	৬৫.৪০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	০.১	১৩৩.০০	১৯৮.৮০	২৫৮.০০
৬।	বিনিয়োগ	৩৯.৯৭	২৫.০০	২৫.০০	১৭৫.০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২.৩৮	১৫৮.০০	২২৩.৮৪	৪৩৩.৮০
৮।	মোট আয়	৩.১৩	১৮.৯৮	১৭.৫৫	৩৭.০০
৯।	মোট ব্যয়	৩.২০	১৬.৩২	১৪.৬০	৩১.০০
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	৮	১৮	১৯	২০
	ক) কর্মকর্তা	৫	১৩	১৪	১৫
	খ) কর্মচারী	৩	৫	৫	৫

ইস্যু ম্যানেজার, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার পাবলিক ইস্যুর অবলেখন, আন্ডাররাইটার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ;

- কর্পোরেট ফিন্যান্স এবং
- কনজুমার্স ক্রেডিট।

অর্থায়নের ক্ষেত্রসমূহ

পিএলএফএস বৃহৎ ও মাঝারি যন্ত্রপাতি, জেনারেটর ও বয়লার, এলিভেটর, লিফট, বরফ কল, এয়ার কন্ডিশনার জলযানসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, ভারী কৃষি যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও সফটওয়ার, হাউজিং ও ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে থাকে।

বিনিয়োগ নীতি

পিপলস্ লীজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত শিল্পনীতি, ১৯৯৯-এর আওতায় শিল্প স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক এবং সরকার ঘোষিত অগ্রাধিকার খাত-ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার লীজ ও ঋণ-প্রস্তাব বিবেচনা করে থাকে।

পিএলএফএস-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	-	-	-	-	-
আদায়	-	-	-	-	-	-
২০০২						
বিতরণ	-	৬৭.৬৬	-	৬৭.৬৬	৬৫.৩৪	১৩৩.০০
আদায়	-	৩.৮৭	-	৩.৮৭	৩.৭৩	৭.৬০
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	-	৬৭.৬৬	-	৬৭.৬৬	১৩১.১৪	১৯৮.৮০
আদায়	-	৩.৮৭	-	৩.৮৭	৭.৪৭	১১.৩৪
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	-	৯৭.৬৬	-	৯৭.৬৬	১৬০.৩৪	২৫৮.০০
আদায়	-	৬.৫০	-	৬.৫০	৮.২৫	১৪.৭৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	৬৭.৬৬	-	৬৭.৬৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	৬৭.৬৬	-	৬৭.৬৬
ক্রমপুঞ্জীভূত ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	৬৭.৬৬	-	৬৭.৬৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	৩	৫
পরিমাণ	২০	১০	৩০

** প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	-	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬	৯৭.৬৬
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	৬৭.৬৬	৬৭.৬৬	৮৭.৬৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	১০.০০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	০.৩০	৩.৩০	৪.০০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	৪.০০	৫.২০	৬.০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	৪৩.২০	৭৬.৭০	৯০.০০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	০.১	১৭.৮৪	৪৫.৯৪	৬০.৩৪
	সর্বমোট	০.১	১৩৩.০০	১৯৮.৮০	২৫৮.০০

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

১৯৯৭ সালের মে মাসে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (আইডিসিওএল) একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নিবন্ধিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ০.১০ মিলিয়ন টাকা। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান এ কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কোম্পানীর বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ খাতসমূহ নিম্নরূপ :

- বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- বন্দর;
- টেলিযোগাযোগ;
- টোল সড়ক/সেতু;
- পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প;
- পানি সরবরাহ;
- গ্যাস ও গ্যাস সংক্রান্ত অবকাঠামো এবং
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

তহবিল উৎস

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ২২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমতুল্য অর্থ এ কোম্পানীর তহবিলের মূল উৎস। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাও এ প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অর্থ যোগানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদর্শন করেছে।

কার্যক্রম

কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পর থেকে মেঘনা ঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্যোক্তা এ.ই.এস. ট্রান্সপাওয়ার লিঃ কে সর্বমোট ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকল্প ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছে। উক্ত ঋণের মধ্যে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সিনিয়র লোন এবং বাকী ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাবোর্ডিনেটেড লোন। ইতোমধ্যে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঋণের অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (আইডিসিওএল) কে বাংলাদেশে সোলার হোম সিস্টেম প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনোনীত করেছে। 'মাল্টিপল অফ-গ্রীড ইলেক্ট্রিফিকেশন ইনিশিয়েটিভস্ প্রকল্প' নামক এ প্রকল্পের অধীনে দেশের এনজিও/ব্যাংক/লীজিং/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আবাসিক সৌর বিদ্যুৎ পদ্ধতি সম্প্রসারিত করা হবে।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী (আইডিসিওএল)-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	০.১	০.১	০.১	০.১
২।	পরিশোধিত মূলধন	০.১	০.১	০.১	০.১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	ঋণ ও অগ্রিম	-	-	-	-
৫।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৬।	মোট পরিসম্পদ	১১৪	১৫৫	-	-
৭।	মোট আয়	২৮	৩৫	-	২৮
৮।	মোট ব্যয়	২৬	৩৩	-	২৫
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১	১১	১১	১১
	ক) কর্মকর্তা	৭	৭	৭	৭
	খ) কর্মচারী	৪	৪	৪	৪

ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর আওতায় ১৮ আগস্ট ১৯৯৮ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়। এ কোম্পানীর অংশীদার হল- দেশের ৪টি ব্যাংক ও ৭টি বীমা কোম্পানীসহ ১৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ২টি প্রবাসী বাংলাদেশী বিনিয়োগকারী ফোরাম। কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়ি।

২০০০ মিলিয়ন ও ৪০০ মিলিয়ন টাকা। নতুন বাড়ি নির্মাণ, বাড়ি/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়, বাড়ি সংস্কার/নির্মিত বাড়ি সম্প্রসারণ ও হাউজিং প্লট ক্রয়ের জন্য কোম্পানী অর্থায়ন করে থাকে। এছাড়া কোম্পানী প্রকল্প বন্ধকী ঋণও প্রদান করে থাকে।

কোম্পানী বর্তমানে একক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে। শুরু থেকে ২০০৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কোম্পানী ১১৫২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ এবং ২২৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছে। একই সময়ে কোম্পানীর ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯২৩ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আকর্ষণীয় সুদে কেবল মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে থাকে।

কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স-এর ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত সারণি-২-এ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩০০	৪০০	৪০০	৪০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৩	৭৪	৮২	৯০
৪।	আমানত :	১৬	৭০	১০৫	১২৬
	ক) তলবি আমানত	৬	৫	৫	৬
	খ) মেয়াদি আমানত	১০	৬৫	১০০	১২০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭১০	৮৯২	৯২৩	১০৩৫
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬	১৭	১৮	১৯
৮।	মোট আয়	১০২	১৩০	৩৮	৮০
৯।	মোট ব্যয়	৫৮	৬৭	২১	৪২
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩০	২৭	৩০	৩২
	ক) কর্মকর্তা	৩	৫	৬	৬
	খ) কর্মচারী	২৭	২২	২৪	২৬
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য (হাউজিং ফাইন্যান্স)	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	-	-	-	৩৯৯	৩৯৯
	আদায়	-	-	-	-	৯১	৯১
২০০২	বিতরণ	-	-	-	-	২৭৫	২৭৫
	আদায়	-	-	-	-	৯৩	৯৩
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	-	-	-	৬২	৬২
	আদায়	-	-	-	-	৩২	৩২
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	-	-	-	১৫০	১৫০
	আদায়	-	-	-	-	৩৮	৩৮

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	ক) শস্য				
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	-	-	-	-
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি				
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির				
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৭১০	৮৯২	৯২৩	১০৩৫
	সর্বমোট	**৭১০**	**৮৯২**	**৯২৩**	**১০৩৫**

* প্রাক্কলিত।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড (এমএফএল) একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। এটি মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্স এন্ড সার্ভিসেস (মাইডাস)-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। মাইডাস ১৯৮২ সাল হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা দিয়ে আসছে। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে বেসরকারি খাতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/ব্যবসা প্রসারের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

দেশের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (মিডি) নামে একটি অভিনব ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে সহজ শর্তে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড এ কর্মসূচীকে আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করছে।

৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে এমএফএল-এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫০ মিলিয়ন ও ১০০ মিলিয়ন টাকায়। এমএফএল ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি শাখার মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

শুরু থেকেই এমএফএল দেশের মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। এমএফএল নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূলধারায় এনে ক্ষমতায়নের জন্য 'মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন' কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এমএফএল

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লন্ড্রী।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫৫.৪০	৫৫.৪০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১.০৩	০.৩০	১০.৩০	১৩.৩০
৪।	**আমানত :**	-	-	২১	২১
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	-	২১	২১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭১	১৩৯	২৪৬	৩২৪
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪	১৫	১৬	১৬
৮।	মোট আয়	১৮	২৫	২৬	৩৬
৯।	মোট ব্যয়	১৫	২০	১৬	২৩
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	৮৩	৮৪	৮১	৮১
	ক) কর্মকর্তা	৫১	৫০	৪৭	৪৭
	খ) কর্মচারী	৩২	৩৪	৩৪	৩৪
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৩	৩	৩	৩

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ				অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	লীজ	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	৫৮	৭	-	৬৫	-	৬৫
	আদায়	-	১৭	২	-	১৯	-	১৯
২০০২	বিতরণ	-	১৫	৫৭	৪৫	১১৭	৫	১২২
	আদায়	-	২৬	৫০	৫	৮১	১	৮২
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	৭	৬৩	৯১	১৬১	১১	১৭২
	আদায়	-	১২	৪৪	১৭	৭৩	৩	৭৬
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	৭	৮০	১৭০	২৫৭	১২	২৬৯
	আদায়	-	২৩	৫৫	২৫	১০৩	৫	১০৮

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার হাতে ক্রেস্ট উপহার দেয়ার মুহূর্ত।

মহিলা উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সহায়তা/ঋণ প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ পরামর্শ, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সহায়তা প্রদান করে থাকে। ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এমএফএল এ পর্যন্ত ৫ শতাধিক মহিলা উদ্যোক্তাকে ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত যে সব মহিলা উদ্যোক্তার নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র নেই, তাদের পণ্য বিপণন ও বিক্রয়ের জন্য এমএফএল নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আকর্ষণীয় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা দিয়ে থাকে।

এমএফএল কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী

দেশে ক্ষুদ্র, কুটির এবং মাঝারি শিল্প ও ব্যবসা প্রসারে এমএফএল প্রদত্ত বিভিন্নমুখী সহায়তার মধ্যে রয়েছে-

- ❑ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প ঋণ এবং চলতি মূলধন প্রদান;
- ❑ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য লীজ ফাইন্যান্সিং;
- ❑ গৃহস্থালী সামগ্রী ক্রয়ের জন্য স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণ সুবিধা;
- ❑ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য 'বাণিজ্য মেলা' আয়োজন;
- ❑ মহিলা উদ্যোক্তাদের তৈরী পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়ের সুবিধার্থে বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;
- ❑ আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান;
- ❑ নতুন ব্যবসা স্থাপন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবস্থাপনা ও পণ্য বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন এবং
- ❑ দেশীয় শিল্পে উন্নততর প্রযুক্তি হস্তান্তর।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১-এ দেয়া হলো।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ২, ৩ ও ৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৯৬১	৯৬১
পরিমাণ	-	৩৪৭	৩৪৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৪০৩	৪০৩
পরিমাণ	-	১৬৬	১৬৬
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১০৭৭	১০৭৭
পরিমাণ	-	৪০৪	৪০৪
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১১৬	১১৬
পরিমাণ	-	৫৭	৫৭
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	২৫২	২৫২
পরিমাণ	-	১২০	১২০

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৪৭	৬৫	৭৮	৮৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	-	-	-	-
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৪৭	৬৫	৭৮	৮৫
৩।	পাইকারী /খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	২৪	২৮	৩৮	৪৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	৪৬	১৩০	১৯৪
	ক) সিসিএস	-	৪	১২	১৪
	খ) লীজ	-	৪২	১১৮	১৮০
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৭১	১৩৯	২৪৬	৩২৪

ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

লীজ ফাইন্যান্স ব্যবসা পরিচালনাকল্পে ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এফএলআইএল) প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী আইনের আওতায় ২৮ জুন ১৯৯৩ তারিখে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্তিকল্পে ১৮ জুলাই ১৯৯৬ তারিখে এটিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। সূচনালগ্ন থেকেই কোম্পানী লীজ ফাইন্যান্সিং ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়। লাইসেন্সপ্রাপ্তির শর্ত পূরণকল্পে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫০ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে বৈদেশিক শেয়ার মালিকের অংশ প্রায় ২০%। ৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথক্রমে ২৫০ মিলিয়ন এবং ৫০ মিলিয়ন টাকা।

অর্থায়ন নীতিমালা ও পদ্ধতি

শিল্পে লীজ প্রক্রিয়ায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার সংগে সংগতি রেখেই নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ,

প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫	৫০	৫০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	০.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৪.০০
৪।	আমানত :	২৭.৫০	৪৯.৪১	৪৯.৪১	৪৯.৪১
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	২৭.৫০	৪৯.৫১	৪৯.৪১	৪৯.৪১
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩০২.২৩	৩৬৮.৬৩	২৮২.৮৯	২৯১.৩১
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৩৭.৭১	৪০৩.২১	৩৯৬.২২	৪১৩.৮২
৮।	মোট আয়	১৫৯.৩৩	১৪৯.৮৮	৪৬.৭০	৮০.৭৬
৯।	মোট ব্যয়	১৫৯.১৩	১৩৭.৭৬	৩৯.০০	৭৩.১৪
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৩	২২	২২	২৪
	ক) কর্মকর্তা	১৩	১২	১২	১৩
	খ) কর্মচারী	১০	১০	১০	১১
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	-	-	-	-

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	১৬২.৬১	-	১৬২.৬১	-	১৬২.৬১
	আদায়	-	১৫৯.২৬	-	১৫৯.২৬	-	১৫৯.২৬
২০০২	বিতরণ	-	১২৬.৩২	৩৩.৬০	১৫৯.৯২	-	১৫৯.৯২
	আদায়	-	১৪৪.৭৯	১.২২	১৪৬.০১	-	১৪৬.০১
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	১৬.৩৫	৩.২০	১৯.৫৫	-	১৯.৫৫
	আদায়	-	৪৬.৩৩	০.৩৭	৪৬.৭০	-	-
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	৬৬.৮০	৩.২০	৭০.০০	-	৭০.০০
	আদায়	-	৭৯.০০	১.৪৭	৮০.৪৭	-	৮০.৪৭

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৭৩	১৬	২৮৯
পরিমাণ	৯৬০.৬৭	১৪.৮৬	৯৭৫.৫৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৮	৯	২৭
পরিমাণ	১৪৯.৯০	১০.০২	১৫৯.৯২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৭৮	১৯	২৯৭
পরিমাণ	৯৭৬.১৪	১৮.৯৪	৯৯৫.০৮
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩	৮
পরিমাণ	১৫.৪৭	৪.০৮	১৯.৫৫
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	৫	২০
পরিমাণ	৬০.০০	১০.০০	৭০

* প্রাক্কলিত।

প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণে লীজ প্রক্রিয়ায় এফএলআইএল অর্থায়ন করে থাকে। এ অর্থায়ন ব্যবস্থায় শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়। পাশাপাশি অর্থায়নের ক্ষেত্র সম্প্রসারণকল্পে এফএলআইএল লীজ পদ্ধতিতে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্য পদ্ধতি আধুনিকীকরণে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি (যথা- কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন ও ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি) সংগ্রহে অর্থায়ন করে থাকে। এ ছাড়াও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক বা নির্বাহীদের ব্যবহারের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান লীজ পদ্ধতিতে গাড়ী ক্রয়ে অর্থায়ন করে থাকে। ফার্স্ট লীজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড সম্প্রতি গৃহনির্মাণ এবং নির্মিতব্য ইমারত ও সম্পৃক্ত জমি বন্ধকী ব্যবস্থায় ঋণ প্রদান করছে। ঢাকা শহরের যাতায়াত সহজতর করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ট্যাক্সি ক্যাব প্রকল্পে লীজ অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এফএলআইএল কর্তৃক অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লীজ গ্রহীতার লীজ পেমেন্ট করার আর্থিক সংগতির উপর জোর দিয়ে থাকে। লীজ অর্থায়নের মেয়াদ সাধারণত ২ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান লীজের মাধ্যমে সংগৃহীত সম্পত্তিতে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এর শতকরা ৮০ ভাগ অর্থ যোগান দিয়ে থাকে, যা মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে লীজ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য।

এফএলআইএল-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	৩০২.২৩	৩২৮.৮০	২৭৪.৫৯	২৭৩.০১
	ক) বৃহৎ ও মাঝারি	২৯৮.৩৯	৩১৮.৭৮	২৭০.৫১	২৬৩.০১
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩.৮৪	১০.০২	৪.০৮	১০.০০
৩।	পাইকারী / খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	৩৯.৮৩	০.৫০	১০.৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	৭.৮০	৭.৮০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৩০২.২৩	৩৬৮.৬৩	২৮২.৮৯	২৯১.৩১

বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (বিএফআইসি) ১৯ মে ১৯৯৯ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০ থেকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন এবং ৫৫ মিলিয়ন টাকা।

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত একটি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

- দেশের পুঁজি বাজারের উন্নয়নে বিভিন্ন শেয়ার ও সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ করা;
- দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে চলতি মূলধন সহায়তা ও যন্ত্রপাতি লীজ দেয়া;
- দেশের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যানবাহনে অর্থায়ন করা;
- জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণের জন্য আকর্ষণীয় শর্তে আমানত গ্রহণ করা;
- ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ও ডাক্তারদের জন্য উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অর্থায়ন করা;
- গৃহ নির্মাণ খাতে অর্থায়ন করা এবং
- দেশের ব্যবসা খাতকে গতিশীলকরণের লক্ষ্যে কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

বিনিয়োগ খাতসমূহ

বিএফআইসি যন্ত্রপাতি, গৃহঋণ, তথ্যপ্রযুক্তি, যানবাহন, ব্যবসা ঋণ, চলতি মূলধন যোগান, মূলধন বিনিয়োগ, মার্চেন্ট ব্যাংকিং সেবা, তহবিল ব্যবস্থাপনা, ইস্যু ও পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে থাকে।

আর্থিক সহায়তা পদ্ধতি

বিএফআইসি লীজ সম্পত্তির সরবরাহকারীকে ৬০% হতে ৭০% অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে লীজকৃত সম্পত্তি বিএফআইসি-এর নামে ক্রয় করা হয়। সাধারণত ২-৪ বছর মেয়াদি এ সকল লীজচুক্তিতে লীজগ্রহীতা মাসিক

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০	৫৫.১০	৬২.৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	০.৩৩	১.৯৬	২.২৫	২.৭০
৪।	আমানত	০.৫০	৪৯.১৩	৪৮.৪০	৫৪.৩০
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	০.৫	৪৯.১৩	৪৮.৪০	৫৪.৩০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮৮.৪৩	২৫০.৮৬	২৯৬.১৭	৩৯৫.১৯
৬।	বিনিয়োগ	৫.১৯	২.১১	২.১১	৩.৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১০২.৬২	২৯৪.৪৬	৩১৫.০৮	৩৩.০৬
৮।	মোট আয়	২২.৯৮	৬৬.৩৪	২৬.৯০	৬৫.৮০
৯।	মোট ব্যয়	২১.০১	৫৮.৭৮	২৩.৩৫	৪৭.৭১
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭	১৯	১৮	২১
	ক) কর্মকর্তা	১১	১৩	১২	১৫
	খ) কর্মচারী	৬	৬	৬	৬

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	৬৪.৪৯	-	৬৪.৪৯	-	৬৪.৪৯
	আদায়	-	২০.৫৪	-	২০.৫৪	-	২০.৫৪
২০০২	বিতরণ	-	১৩৫.৭৩	৪৪.৩০	১৮০.০৩	-	১৮০.০৩
	আদায়	-	৫৯.৪৪	১৭.৬১	৭৭.০৫	-	৭৭.০৫
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	৫১.৩০	৬.৬৫	৫৭.৯৫	-	৫৭.৯৫
	আদায়	-	১৮.৮৫	১২.৬৪	৩১.৪৯	-	৩১.৪৯
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	১৫৩.৪৫	২০.৭০	১৭৪.১৫	-	১৭৪.১৫
	আদায়	-	৫৭.৮৫	১৬.৪৮	৭৪.৩৩	-	৭৪.৩৩

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি-৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৯	-	৬৯
পরিমাণ	২২৪.১৬	-	২২৪.১৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৭	-	৩৭
পরিমাণ	১৩৫.৭৩	-	১৩৫.৭৩
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৬	-	৭৬
পরিমাণ	২৭৫.৪৭	-	২৭৫.৪৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	-	৭
পরিমাণ	৫১.৩১	-	৫১.৩১
১ জানুয়ারি হতে ৩০ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২২	-	২২
পরিমাণ	১৬৭.৫১	-	১৬৭.৫১

** প্রাক্কলিত।*

কিস্তির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর উক্ত সম্পত্তি লীজগ্রহীতার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

নিম্নলিখিত জামানতের উপর ভিত্তি করে বিএফআইসি লীজ সুবিধা প্রদান করে থাকে :

- ❑ ব্যাংক গ্যারান্টি/ইন্স্যুরেন্স গ্যারান্টি;
- ❑ নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য আমানত যেমন- সঞ্চয়পত্র এবং এফডিআর ইত্যাদি;
- ❑ লভ্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র;
- ❑ স্থাবর সম্প্রত্তি এবং তদসংগে নগদ জামানত;
- ❑ অন্যান্য জামানত যা বিএফআইসি-এর নিকট গ্রহণযোগ্য।

মেয়াদি আমানত

বিএফআইসি জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে ও এর উপর আকর্ষণীয় হারে সুদ প্রদান করে থাকে।

বিএফআইসি-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্প :	২৭.৮০	১১১.৯৮	১৪২.৯৮	২১৩.৩০
	(ক) বৃহৎ মাঝারি	২৭.৮০	১১১.৯৮	১৪২.৯৮	২১৩.৩০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১.৮০	২৩.২৫	২৩.২৫	২৩.২৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৮.৫৩	৭৭.৮২	৮৯.৫০	১২৯.৫০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	৩৭.৮১	৪০.৪৪	২৯.১৪
	সর্বমোট	৮৮.৪৩	২৫০.৮৬	২৯৬.১৭	৩৯৫.১৯

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

২০০০ সালের ১৯ ডিসেম্বর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (আইআইডিএফসি) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং ২০০১ সালের ২৩ জানুয়ারি অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়। আইআইডিএফসি শিল্প ও অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও অর্থায়ন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান। এর অংশীদার হল ২টি সরকারি ব্যাংকসহ ১০টি ব্যাংক, আইসিবি ও ৩টি বেসরকারি বীমা কোম্পানী। ২০০৩ সালের ৩১ মার্চ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধনের ও বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ১৪১ মিলিয়ন ও ৪৮০ মিলিয়ন টাকা।

বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন পদ্ধতি

অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো প্রকল্প এবং বিদ্যমান শিল্পের বিএমআরই-এর উদ্দেশ্যে আইআইডিএফসি যে সকল ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে থাকে তা নিম্নরূপ :

- **লীজ ফাইন্যান্সিং-** শিল্প ও অবকাঠামোসহ অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রকল্পে ব্যবহৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি লীজ প্রদানের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো প্রকল্প স্থাপন এবং পুরাতন শিল্পের

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৪১	১৪১	১৪১	১৪১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪	১০	১৯	৩২
৪।	আমানত	-	৩৫০	৩৫০	৪০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৪২	৪২৪	৫১৫	৭৪৫
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪৮	১৮৯	২১১	২৫০
৮।	মোট আয়	১৪	১১৩	৬৬	১১৪
৯।	মোট ব্যয়	৯	৮৯	৫৬	৯৩
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)**	৯	১১	১১	১২
	ক) কর্মকর্তা	৬	৬	৬	৭
	খ) কর্মচারী	৩	৫	৫	৫

বিএমআরই-তে সহায়তা করা;

- ❑ **মেয়াদি ঋণ-** বৃহৎ ও মাঝারি আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোগত প্রকল্প যেমন- বিদ্যুৎ, টেলিফোন, টেলিযোগাযোগ খাত, তৈল ও গ্যাস উত্তোলন, সড়ক ও জনপদ, সেতু নির্মাণ, নৌযান ও বিমান ইত্যাদিতে মেয়াদি ঋণ প্রদান করা; এছাড়াও ছোট ছোট সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করা;
- ❑ **মূলধন সহায়তা-** বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মূলধন সহায়তা তহবিলের অধীনে অনুমোদিত ও লাভজনক প্রকল্প প্রতিষ্ঠাকল্পে মূলধন সহায়তা প্রদান করা;
- ❑ **আর্থিক প্যাকেজ-** কর্পোরেট এ্যাডভাইজরী, লোন সিন্ডিকেশন, মার্জার এন্ড এক্যুইজিশন, জয়েন্ট ভেঞ্চার, প্রাইভেটাইজেশনসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে পরামর্শ দেয়া ।

আইআইডিএফসি-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	৪২	-	৪২	-	৪২
	আদায়	-	-	-	-	-	-
২০০২	বিতরণ	-	৪২১	-	৪২১	-	৪২১
	আদায়	-	৩৯	-	৩৯	-	৩৯
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	১১৪	-	১১৪	-	১১৪
	আদায়	-	২৩	-	২৩	-	২৩
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	১৬০	-	১৬০	-	১৬০
	আদায়	-	২৫	-	২৫	-	২৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৬	৬	৪২
পরিমাণ	৮৫৩	৩০	৮৮৩
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২৫	৫	৩০
পরিমাণ	৫২১	২৮	৫৪৯
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪১	৯	৫০
পরিমাণ	৯৭৫	৭৯	১০৫০
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩	৮
পরিমাণ	১২২	৪৯	১৭১
১ জানুয়ারি হতে ৩০ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	৩	১৮
পরিমাণ	৩৭৭	৫০	৪২৭

* প্রাক্কলিত।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	৪২	৩৪৫	৩৭৯	৬০০
	(ক) বৃহৎ মাঝারি	৪০	৩৪২	৩৬৪	৫৭৫
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২	৩	১৫	২৫
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	৭৯	১৩৬	১৪৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	৪২	৪২৪	৫১৫	৭৪৫

ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (আইএফআইএল) বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এর আওতায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এর নিবন্ধন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে এর যাত্রা শুরু হয়। আইএফআইএল-এর অনুমোদিত মূলধন ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং মার্চ, ২০০৩ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধন ৭০ মিলিয়ন টাকা।

লক্ষ্য/উদ্দেশ্যসমূহ

- ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের গতিকে বেগবান করা;
- কল্যাণমূলক অর্থায়ন ব্যবস্থার প্রচলন;
- অর্থায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ;
- উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সমৃদ্ধকরণ এবং
- দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা পালন।

কতিপয় কার্যক্রম

- **আমানত গ্রহণ-** আইএফআইএল সুদ ব্যবস্থায় বিনিয়োগে অনিচ্ছুক আমানতকারীদের নিকট থেকে শরীয়াহ্ সম্মত পন্থায় বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় মুনাফায় আমানত গ্রহণ করে থাকে। প্রধানতঃ দু'ধরনের আমানত গ্রহণ করা হয় যথা- মেয়াদি আমানত ও প্রকল্প

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০	৭০	৭০	৭০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত :	১১	১৭৬	১৯২	৩০০
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	১১	১৭৬	২৯২	৩০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩৫	২২২	৩৪০	৩৬২
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭	৮	৮	৮
৮।	মোট আয়	১	২৩	২১	২৫
৯।	মোট ব্যয়	৫	২৫	২৬	২৭
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	১১	১৬	১৬	২০
	ক) কর্মকর্তা	৮	১১	১১	১৩
	খ) কর্মচারী	৩	৫	৫	৭
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	২	২	৩

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	-	-	-	৩৭	৩৭
	আদায়	-	-	-	-	২	২
২০০২	বিতরণ	৩	৩৯	-	৩৯	২১৮	২৬০
	আদায়	১	৫	-	৫	৩২	৩৮
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	২২	-	২২	৩৭২	৩৯৪
	আদায়	-	২	-	২	৫২	৫৪
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	-	-	-	-	-

** সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।*

আমানত।

- **মেয়াদি আমানত-** মুদারাবা পদ্ধতিতে ১ বছর, ২ বছর বা ৩ বছর মেয়াদের জন্য এ আমানত গ্রহণ করা হয় এবং মেয়াদান্তে অর্জিত মুনাফাসহ তা ফেরত দেয়া হয়।
- **প্রকল্প আমানত-** বিভিন্ন প্রকল্পাধীনে ১ বছর বা ততোধিক সময়ের উর্ধ্বে প্রকল্প মেয়াদের জন্য অথবা অনুরূপ নির্ধারিত মেয়াদের জন্য এ আমানত গ্রহণ করা হয় এবং মেয়াদান্তে অর্জিত মুনাফাসহ তা ফেরত দেয়া হয়।
- **বিনিয়োগ পদ্ধতি-** আইএফআইএল ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়াহ্‌র ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এর মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগসমূহ হলো- ইজারা, হায়ার পারচেজ শিরকাতুল মিলক, মুদারাবা, মুশারাকা ইত্যাদি এবং স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগসমূহ হলো- বায়-ই-মুয়াজ্জালসহ অন্যান্য লাগসই ইসলামী বিনিয়োগ।
- **বিনিয়োগ খাত-** বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইএফআইএল-এর খাত-ভিত্তিক কোন বাধ্যবাধকতা নেই। শিল্প, ব্যবসা, কৃষি, পরিবহন, রিয়েল এস্টেট, বিবিধ সেবাসহ শরিয়াহ-সম্মত সকল খাতেই Viability যাচাই করে বিনিয়োগ করা হয়। শিল্পে 'বিএমআরই' মেশিনারী, কাঁচামাল সরবরাহ ইত্যাদির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হয়। কৃষিতে গভীর /অগভীর নলকুপ, কৃষি যন্ত্রপাতি- ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, মাড়াই কল, পরিবহনে- বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি ক্যাব, রিয়েল এস্টেটে- বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয় বা নির্মাণ, শিল্প বা বহুতল ভবনের লিফট, জেনারেটর, গৃহ সামগ্রী প্রকল্পে কম্পিউটার, টিভি, ফার্নিচার, অফিস সামগ্রী প্রভৃতির জন্য অর্থায়ন করা হয়।

আইএফআইএল-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২ ও ৩-এ দেয়া হলো।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	৩	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	৩	-	-
২।	**শিল্প :**	-	৩৯	৬১	৬৭
	(ক) বৃহৎ মাঝারি	-	৩৫	৫৫	৬০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	৪	৬	৭
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	৬	৬১	৯৮	১০৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২০	৬৯	১৩৮	১৪৫
৭।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৬।	অন্যান্য	৯	৫০	৪৩	৪৫
	সর্বমোট	**৩৫**	**২২২**	**৩৪০**	**৩৬২**

ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২১ জুন ২০০১ ইং তারিখে বাংলাদেশে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে ৩ জুলাই ২০০১ ইং তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে কোম্পানীটি বাংলাদেশে লীজিং ও ফাইন্যান্সিং কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে কোম্পানীর প্রারম্ভিক অনুমোদিত মূলধন এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন এবং ৫০ মিলিয়ন টাকা।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য

শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও গৃহায়নের জন্য ঋণ ও আগাম প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণই কোম্পানীর মূল লক্ষ্য । উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে কোম্পানী বর্তমানে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে :

- দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এমন বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন করা;
- বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা;
- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইজারাদানসহ কিস্তিবন্দী লেনদেনের ব্যবস্থা করা;
- বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে অর্থায়ন করা;
- কৃষি খাতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন- ট্রাক্টর, পাওয়ার

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০	৫০	৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	০.৩৮	১.৩১	১.৫০	৩.০০
৪।	আমানত :	-	৭.৩০	৬৭.৩০	৬৭.৩০
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	৭.৩০	৬৭.৩০	৬৭.৩০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	১.২৪	১৬৭.৪৩	৪৩.৭৩	১৮১.৩৩
৬।	বিনিয়োগ	-	২.৫৯	-	১০.০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫০.৯৯	১৩৯.৬০	১৯৮.১৫	২৯৩.৪৮
৮।	মোট আয়	১.৬২	১৯.৭৫	১৩.৮২	৩৬.৭৬
৯।	মোট ব্যয়	০.৮০	১৭.২৫	১২.০৭	৩২.১৭
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	৩	১০	৯	১৩
	ক) কর্মকর্তা	২	৭	৬	১০
	খ) কর্মচারী	১	৩	৩	৩

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১						
বিতরণ	-	-	-	-	১.২৪	১.২৪
আদায়	-	-	-	-	-	-
২০০২						
বিতরণ	-	৬৭.৪২	-	৬৭.৪২	১০০.০১	১৬৭.৪৩
আদায়	-	৬.৫৭	-	৬.৫৭	১০.০০	১৬.৫৭
৩১ মার্চ ২০০৩*						
বিতরণ	-	৩১.১৮	-	৩১.১৮	১২.৫৫	৪৩.৭৩
আদায়	-	৪.৫২	-	৪.৫২	৯.২১	১৩.৭৩
৩০ জুন ২০০৩**						
বিতরণ	-	১৪৯.৩৩	-	১৪৯.৩৩	৩২.০০	১৮১.৩৩
আদায়	-	১৮.৭২	-	১৮.৭২	১৯.৬৩	৩৮.৩৫

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১০২	১০২
পরিমাণ	-	১৬৮.৬৭	১৬৮.৬৭
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৯৬	৯৬
পরিমাণ	-	১৬৭.৪৩	১৬৭.৪৩
ক্রমপুঞ্জীভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	১২৫	১২৫
পরিমাণ	-	২১১.১৬	২১১.১৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	২৯	২৯
পরিমাণ	-	৪৩.৭৩	৪৩.৭৩
১ জানুয়ারি হতে ৩০ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৯৫	৯৫
পরিমাণ	-	১৮১.৩৩	১৮১.৩৩

* প্রাক্কলিত।

ট্রিলার, পাওয়ার পাম্প ইত্যাদির জন্য অর্থায়ন করা;

- ❑ পরিবহন শিল্পে বিশেষভাবে আরবান ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য ট্যাক্সি ক্যাব, বাস ও আন্তঃজেলা বাস ও ট্রাকের জন্য অর্থায়ন করা;
- ❑ হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ও ডাক্তারদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য অর্থায়ন করা;
- ❑ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কাজে অর্থায়ন করা এবং
- ❑ নির্দিষ্ট আয়ের জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী ক্রয়ে অর্থায়ন করা ।

বিনিয়োগের খাত

ফারইস্ট বিশেষত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনসাধারণকে অর্থায়ন করে থাকে। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সরকারের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানের জন্য কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। কোম্পানীর সেবাসমূহ হলো- লীজ ফাইন্যান্সিং, টার্ম ফাইন্যান্সিং, গৃহসামগ্রী ফাইন্যান্সিং ও শেয়ার ব্যবসায় বিনিয়োগ ইত্যাদি। ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	-	২৫.০১	২.১১	৯০.২৬
	(ক) বৃহৎ মাঝারি	-	-	-	-
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	২৫.০১	২.১১	৯০.২৬
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	১০.৭৭	২.৭০	২২.৭০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	৩১.৬৪	২৬.৩৭	৩৬.৩৭
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	১.২৪	১০০.০১	১২.৫৫	৩২.০০
	সর্বমোট	১.২৪	১৬৭.৪৩	৪৩.৭৩	১৮১.৩৩

ফিডেলিটি এসেটস এন্ড সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড

ফিডেলিটি এসেটস এন্ড সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ কোম্পানী পরিপূর্ণ মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে এবং সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়। ডিসেম্বর, ২০০১ হতে দেশের প্রথম মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে কোম্পানীটি কার্যক্রম শুরু করে। মার্চ ২০০৩-এ কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন এবং ৫৩.৬২ মিলিয়ন টাকা।

উদ্দেশ্য

- উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা;
- মূলধন বাজারে বিনিয়োগ করা এবং
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণকল্পে নতুন পণ্য ও পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা।

বিনিয়োগের নীতিমালা

- ফিডেলিটি এসেটস এন্ড সিকিউরিটিজ কোম্পানী

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫৩.৬২	৫৩.৬২	৫৩.৬২	৫৩.৬২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	০.৬৩	০.৯৩	১.৪৭
৪।	আমানত :	<u>১০.০০</u>	<u>২৫.০০</u>	<u>২৫.০৫</u>	<u>৩০.০৫</u>
	ক) তলবি আমানত	-	-		
	খ) মেয়াদি আমানত	১০.০০	২৫.০০	২৫.০৫	৩০.০৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	২৯.৯৫	৭৪.৩০	৬৯.৫৪	৯১.৮০
৬।	বিনিয়োগ	-	৫.৭৩	৬.১২	৬.৫১
৭।	মোট পরিসম্পদ	৬১.৮১	৮৭.৮৯	৮৬.৩৬	৯০.৯৫
৮।	মোট আয়	১.৬৯	২৩.৮৪	৮.৬০	১৬.৩০
৯।	মোট ব্যয়	০.৬৪	২০.৭১	৭.১২	১৩.৬০
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	<u>৬</u>	<u>৮</u>	<u>৮</u>	<u>১১</u>
	ক) কর্মকর্তা	৪	৫	৫	৭
	খ) কর্মচারী	২	৩	৩	৪
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১	১

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	২৯.৯৫	-	২৯.৯৫	-	২৯.৯৫
	আদায়	-	-	-		-	-
২০০২	বিতরণ	৪.০০	৫৬.১৪	২.০০	৫৮.১৪	-	৬২.১৪
	আদায়	০.৮৯	১৫.৯১	০.৭০	১৬.৬১	-	১৭.৫০
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	০.৮০	০.৪৫	০.২০	০.৬৫	-	১.৪৫
	আদায়	০.০৬	৫.৮৪	০.২৯	৬.১৩	-	৬.১৯
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	৯৬.৪০	৭.৯০	১০৪.৩০	-	১০৪.৩০
	আদায়	০.৭০	৯.০০	০.৫০	৯.৫০	-	১০.২০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	১৪১	১৪২
	পরিমাণ	৪.৮০	৮৭.০১	৯১.৮১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	৫২	৫৩
	পরিমাণ	৪.৮০	৮২.৬২	৮৭.৪২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	১	১৪৫	১৪৬
	পরিমাণ	৪.৮০	৮৮.৪৬	৯৩.২৬
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	-	৪	৪
	পরিমাণ	-	১.৪৫	১.৪৫
১ জানুয়ারি হতে ৩০ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত	প্রকল্প সংখ্যা	৫	১১	১৬
	পরিমাণ	১৮.৫০	১২.৯৫	৩১.৪৫

* প্রাক্কলিত।

লিমিটেড বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপাদনশীল খাতের প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে।

- ❑ কোম্পানীটি বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় ও লাভজনক, জাতীয় অর্থনীতি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে লীজ ফাইন্যান্সিংসহ অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে।
- ❑ গ্রাহকদের চাহিদা, সামর্থ্য ও প্রকল্পের লাভজনকতা, পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ, সকল পরিচালন ব্যয় ও দায় পরিশোধ সাপেক্ষে সার্বিক সম্ভাবনা যাচাই করত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

বিনিয়োগ খাত

- ❑ বিএমআরই প্রকল্পে মূলধনী যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও বয়লার, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, অফিস সামগ্রী খাতে লীজ ফাইন্যান্সিং;
- ❑ বাড়ী নির্মাণ, ফ্ল্যাট ক্রয়, বাড়ী সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান;
- ❑ ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকল্পসমূহে ঋণ ও চলতি মূলধন সরবরাহ;
- ❑ বাংলাদেশের পুঁজিবাজার উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজারের প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী শেয়ারে বিনিয়োগ;
- ❑ কোম্পানী অর্থবাজার সংক্রান্ত কর্মকান্ড যেমন- মেয়াদি আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগে অংশগ্রহণ এবং
- ❑ মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসাবে কোম্পানী আন্ডাররাইটিং, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও ইস্যু ম্যানেজমেন্ট এ অংশগ্রহণ;

এ ছাড়াও কোম্পানী কাস্টোডিয়ান সেবা ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কর্মকাণ্ড, যেমন- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং; লোন/লীজ সিন্ডিকেশন, ওয়ার্ক অর্ডার ফাইন্যান্সিং, ফ্যাক্টরিং সেবা ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ফিডেলিটি এসেটস এন্ড সিকিউরিটিজ কোম্পানী লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	কৃষি ও মৎস্য :	-	<u>৩.৬০</u>	<u>৪.২৮</u>	<u>৪.৪৩</u>
	(ক) শস্য	-	০.৫০	১.১৮	১.৮৩
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	৩.১০	৩.১০	২.৬০
২।	শিল্প :	-	<u>০.৮০</u>	<u>০.৭৬</u>	<u>২৮.৮৭</u>
	(ক) বৃহৎ মাঝারি	-	-	-	১৭.০০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	০.৮০	০.৭৬	১১.৮৭
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-		-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৯.৯৫	৬৯.৯০	৬৪.৫০	৫৮.৫০
৭।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৬।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২৯.৯৫	৭৪.৩০	৬৯.৫৪	৯১.৮০

প্রিমিয়ার লীজিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

দেশের শিল্পোন্নয়ন ও উৎপাদনশীল খাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর আওতায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে ৪০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ৫১ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে প্রিমিয়ার লীজিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (পিএলআইএল) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২৫ মে ২০০২ হতে পিএলআইএল প্রাথমিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

- দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল /লাভজনক প্রতিষ্ঠান-

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	৪০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	৫১.০০	৫১.০০	৫১.০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	২.৪৯	৪.৮৬	৮.০০
৪।	আমানত :	-	৮০.৭৯	৮২.২৯	১৪০.০০
	ক) তলবি আমানত	-	৩০.০০	-	২০.০০
	খ) মেয়াদি আমানত	-	৫০.৭৯	৮২.২৯	১২০.০০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	-	১২৭.২৯	১৩৮.৭২	২১০.০০
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	-	৫১.৬৫	৫৪.৩১	৬০.০০
৮।	মোট আয়	-	১৭.৭৭	৩০.৩৮	৫০.০০
৯।	মোট ব্যয়	-	১৩.২৬	২৫.৮৬	৪০.০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা :	-	০.৩৬	-	৫০.০০
	(ক) রপ্তানি	-	-	-	-
	(খ) আমদানি	-	০.৩৬	-	৫০.০০
	(গ) রেমিটেন্স	-	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :	-	১৩	১৩	১৪
	(ক) কর্মকর্তা	-	৯	৯	১০
	(খ) কর্মচারী	-	৪	৪	৪
১২।	শাখা (সংখ্যায়)		১	১	১

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	-	-	-	-	-
২০০২	বিতরণ	-	১৮.১৪	০.০৭	১৮.২১	১১৭.৭৭	১৩৫.৯৮
	আদায়	-	২.৭৫	০.০৬	২.৮১	১০.০৯	১২.৯০
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	১৮.১৪	২.১৮	২০.৩২	১৩২.৪৬	১৫২.৭৮
	আদায়	-	৩.১০	০.২৬	৩.৩৬	২২.০৭	২৫.৪৩
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	৫০.০০	২০.০০	৭০.০০	১৬০.০০	২৩০.০০
	আদায়	-	৪.০০	১.২৫	৫.২৫	৩৪.৭৫	৪০.০০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৪	৯
পরিমাণ	১৬.৫৬	১.৬৫	১৮.২১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৪	৯
পরিমাণ	১৬.৫৬	১.৬৫	১৮.২১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	৪	১১
পরিমাণ	১৮.৬৬	১.৬৫	২০.৩১
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	২.১০	-	২.১০
১ জানুয়ারি হতে ৩০ মার্চ ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	২	৭
পরিমাণ	২০.০০	৫.০০	২৫.০০

* প্রাক্কলিত।

সমূহকে যন্ত্রপাতি লীজ দেয়া;

- দেশের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যানবাহন খাতে অর্থায়ন;
- দেশের আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা এবং
- আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে অগ্রিম প্রদান, ঋণ ও চলতি মূলধন সরবরাহ করা।

বিনিয়োগ নীতি

পিএলআইএল বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভাবনাময় কোম্পানীকে বিএমআরই-এর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্প এবং রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহেও এ প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক এবং সরকার ঘোষিত অগ্রাধিকার খাতসহ সকল খাত-ভিত্তিক লীজ ও ঋণ-প্রস্তাব বিবেচনা করে থাকে।

বিনিয়োগ খাত

লীজ অর্থায়নের ব্যাপারে কোম্পানী যে সব খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে সেগুলো হলো- শিল্প কারখানা সম্প্রসারণের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি (বিএমআরই), যানবাহন, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, এসি/লিফট/জেনারেটর/বয়লার, নির্মাণ সহযোগী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী, গৃহ সামগ্রী, জলযান, আবাসন ও অন্যান্য মেয়াদি খাত।

আমানত গ্রহণ

প্রিমিয়ার লীজিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড সঞ্চয় স্কীমের মাধ্যমে জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন মেয়াদি আমানত গ্রহণ ও এর উপর আকর্ষণীয় হারে সুদ প্রদান করে থাকে।

পিএলআইএল-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	-	১৫.৪০	১৬.৪৯	২৫.০০
	(ক) বৃহৎ মাঝারি	-	১৩.৮১	১৫.২৩	২০.০০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	১.৫৯	১.২৬	৫.০০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	৩.৬৩	৩.১৩	৬.৮০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	০.৫৭	৩.২৩	৩.০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	২৮.৬৭	৪০.১৯	৪৮.০০
৬।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী :**	-	-	-	-
	(ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	(খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	৭৯.০২	৭৫.৬৮	১২৭.২০
	সর্বমোট	-	১২৭.২৯	১৩৮.৭২	২১০.০০

সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড

২০০১ সালের জুলাই মাসে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কোম্পানী কার্যক্রম শুরু করে। ৩১ মার্চ, ২০০৩ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন, ৫৫ মিলিয়ন এবং ৫৫.৪ মিলিয়ন টাকা।

সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো- কর্মসৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও শিল্প উন্নয়ন। প্রতিষ্ঠানটি ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করেছে।

বিনিয়োগ খাত

- ❑ লীজ ফাইন্যান্সিং;
- ❑ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ;
- ❑ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	-	-	৫৫	৫৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	**আমানত :**	-	-	০.৪	২.৫
	ক) তলবি আমানত	-	-	-	-
	খ) মেয়াদি আমানত	-	-	০.৪	২.৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	-	-	-	২০
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	-	-	৫৫.৪	৮৭.৫
৮।	মোট আয়	-	-	-	১.৪৬
৯।	মোট ব্যয়	-	-	-	১.১
১০।	**মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) :**	-	-	৫	৮
	ক) কর্মকর্তা	-	-	৪	৬
	খ) কর্মচারী	-	-	১	২
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	-	-	১	১

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদি ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
২০০১	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	-	-	-	-	-
২০০২	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	-	-	-	-	-
৩১ মার্চ ২০০৩*	বিতরণ	-	-	-	-	-	-
	আদায়	-	-	-	-	-	-
৩০ জুন ২০০৩**	বিতরণ	-	-	-	-	২০	২০
	আদায়	-	-	-	-	১	১

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকারভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকা)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	-	-
পরিমাণ	-	-	-
১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন ২০০৩* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৫	৫
পরিমাণ	-	৭	৭

* প্রাক্কলিত।

ক্ষুদ্র প্রকল্পসমূহ:

- শিল্প, পরিবহন, স্বাস্থ্য ও গৃহস্থালী খাতে ঋণ প্রকল্প;
- ব্যক্তি/কোম্পানী থেকে মেয়াদি আমানত;
- মার্চেন্ট ব্যাংকিং;
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার অবলেখন এবং
- অন্যান্য আর্থিক খাতে ক্রমবিস্তার।

সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়, শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ এবং খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি যথাক্রমে সারণি ১, ২, ৩ ও ৪-এ দেয়া হলো।

সারণি-৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	২০০১	২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩ (সাময়িক)	৩০ জুন ২০০৩ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য :**	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	**শিল্প :**	-	-	-	৭
	(ক) বৃহৎ মাঝারি	-	-	-	-
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	৭
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোঁরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	১৩
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	-	-	-	২০

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে এর পুনঃনামকরণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর ট্রেডিং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং এর কার্যক্রম নিজস্ব রুলস, বাই লজ, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯, কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এ্যাক্ট-১৯৯৩ অনুসারে পরিচালিত হয়। ১০ আগস্ট ১৯৯৮ হতে এর ট্রেডিং কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেটেড অন-লাইন পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ :

- ❑ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও এর সদস্য ফার্মসমূহের যৌথ উদ্যোগে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "ইনভেস্টরস্ এ্যাওয়ারনেস প্রেগ্রাম" নামে কর্মশালা চালু করা হয়েছে।
- ❑ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) কর্তৃক প্রবর্তিত "ভারীত গড় পদ্ধতি" (Weighted Average Method) এ ডিএসই ২৪ নভেম্বর ২০০১ থেকে "ভারীত গড় মূল্যসূচক" (Weighted Average Price Index) নামে একটি নতুন শেয়ার মূল্যসূচক চালু করেছে। 'জেড' শ্রেণীভুক্ত কোম্পানীসমূহের শেয়ারের মূল্যের পরিবর্তন এ সূচক তৈরীতে বাদ দেয়া হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে নির্ণীত ডিএসই'র ভিত্তি সূচক হচ্ছে ৮১৭.৬২ পয়েন্টস। উক্ত ভারীত গড় সূচক একটি নির্দিষ্ট দিনের লেনদেনকৃত কোম্পানীসমূহের শেয়ার মূল্যের পরিবর্তনের পাশাপাশি লেনদেনকৃত শেয়ার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়।
- ❑ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনায় ১৯ মার্চ ২০০৩ তারিখ থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার লেনদেনে নেটিং পদ্ধতি সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়েছে এবং শেয়ার লেনদেনের নিষ্পত্তিতে রেলিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ১০টি মিউচুয়্যাল ফান্ড ও ৯টি ডিবেঞ্চারসহ সর্বমোট ২৬০টিতে দাঁড়ায়। ২০০১-২০০২ সালে ১০টি মিউচুয়্যাল ফান্ড ও ৯টি ডিবেঞ্চারসহ তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২৫৭টি।

সিকিউরিটিজসমূহের লেনদেন

২০০২-২০০৩ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত মোট ৯৩২ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয় যার মোট মূল্য ২৫,৩১৬ মিলিয়ন টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ১২৪৬ মিলিয়ন শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার লেনদেন হয়েছিল, যার মোট মূল্য ছিল ৩৪,৯৩৫ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে লেনদেন বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংখ্যার ক্ষেত্রে ৫.৫৭% এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ১১.২০% হ্রাস পেয়েছে।

দৈনিক গড় লেনদেন

২০০২-২০০৩ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের

তালিকাভুক্ত শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ৪.৩৩ মিলিয়ন এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ১১৭.৭৫ মিলিয়ন টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ৪.৩১ মিলিয়ন এবং মূল্যে ১২১ মিলিয়ন টাকা।

সিকিউরিটিজসমূহের বাজার মূলধন

২০০২-২০০৩ অর্থবছরের মার্চ শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪,৫৬৫ মিলিয়ন টাকায়, যা ২০০১-২০০২ সালের একই সময়ের ৬৫,৫১৮ মিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১.৪৫ ভাগ কম।

শেয়ার মূল্যসূচক

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে চালুকৃত ভারীত গড় মূল্যসূচক (Weighted Average Price Index)-এর পাশাপাশি ভিত্তিসূচক ৮১৭.৬২ পয়েন্টস ধরে পূর্ব নিয়মানুসারে সাধারণ সূচক (General Price Index) ও

সারণি-১

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩ (মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত)
১।	তালিকাভুক্ত ইস্যু সংখ্যা	২৫৭	২৬০
২।	**তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের পরিশোধিত মূলধন**		
	মিলিয়ন টাকায়	৩৪,৯৬৮	৩৫,৫৩৯
	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	৬০৩	৬১৩
৩।	**মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন**		
	মিলিয়ন টাকায়	৬৫,৫১৮	৬৪,৫৬৫
	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	১১৩০	১১১৩
৪।	**শেয়ার মূল্যসূচক**		
	সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক	৭৯২.৫৬	৭৫০.৮৪
	ভারীত গড় শেয়ার মূল্যসূচক	৮১৯.৭৪	৮২২.৪৫
৫।	**মোট টার্নওভার**		
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	১২৪৬	৯৩২
	মূল্য- (মিলিয়ন টাকায়)	৩৪,৯৩৫	২৫,৩১৬
	মূল্য- (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৬৩৫	৪৩৬
৬।	**দৈনিক গড় টার্নওভার**		
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	৪.৩১	৪.৩৩
	মূল্য- (মিলিয়ন টাকায়)	১২০.৮৮	১১৭.৭৫
	মূল্য- (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	২.০৮	২.০৩
৭।	**নতুন পাবলিক ইস্যু**		
	সংখ্যা	৮	৬
	মূল্য- (মিলিয়ন টাকায়)	৫৭৮	২৩০
	মূল্য- (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৯.৯৬	৩.৯৭

সারণি-২

লেনদেন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

বছর/মাস	লেনদেন দিবস (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	দৈনিক গড় লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)
২০০০	২৭৭	৪০,৩৬৫	১৪৬
২০০১	২৬৭	৩৯,৮৬৯	১৪৯
২০০২	২৮৭	৩৪,৯৮৪	১২২
২০০৩*			
জানুয়ারি	২৬	১,৯৬৭	৭৫.৬৫
ফেব্রুয়ারি	২০	১,৪১৮	৭০.৯০
মার্চ	২৫	১,৭০৩	৬৮.১২
২০০৩**			
এপ্রিল	২৪	১,৬৯৬	৭০.৬৭
মে	২৫	১,৬৯৬	৬৭.৮৪
জুন	২৫	১,৭০০	৬৭.৮৪
মোট (জানুয়ারি-জুন ২০০৩ পর্যন্ত)	**১৪৫**	**১০,১৮০**	**৭০.১৭**

** প্রকৃত। ** প্রাক্কলিত।*

পরিগণনা করা হচ্ছে। ভারীত গড় সূচক শুধুমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট দিনের লেনদেনকৃত শেয়ার ও মূল্যের তারতম্যের পরিবর্তনের ভিত্তিতে পরিগণনা করা হয়, অপরদিকে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক মূল্যের তারতম্যের পরিবর্তনের সাথে নির্দিষ্ট কোম্পানীর সম্পূর্ণ শেয়ারের হিসাবই সূচক পরিগণনায় গণ্য করা হয়। উভয় সূচক তৈরীতে 'জেড' শ্রেণীভুক্ত কোম্পানীসমূহকে বাদ দেয়া হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছর শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক ছিল ৭৯৩ পয়েন্টস এবং ভারীত গড় মূল্যসূচক ছিল ৮১৯.৭৪ পয়েন্টস। অপরদিকে, মার্চ ২০০২ শেষে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক হচ্ছে ৭৫১ পয়েন্টস এবং ভারীত গড় শেয়ার মূল্যসূচক হচ্ছে ৮২২.৪৫ পয়েন্টস।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সারণি-১-এ দেয়া হলো

বিগত কয়েক বছরের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) ১০ অক্টোবর ২০০২ তারিখে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছে। সূচনালগ্নে সিএসই তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৩০টি (২৩টি কোম্পানী ও ৭টি মিউচুয়্যাল ফান্ড), যা ৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে ১৮৫টিতে (১৭২টি কোম্পানী, ১০টি মিউচুয়্যাল ফান্ড ও ৩টি ডিবেঞ্চার) উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের মূলধনের পরিশোধিত মূল্য ৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে ৩১০৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সিএসই'র সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ৩১ মার্চ ২০০৩ শেষে ৫৫৪২৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) কর্তৃক নির্দেশিত 'ভারীত গড় পদ্ধতি' (Weighted Average

সারণি-১

তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা, পরিশোধিত মূলধন, বাজার মূলধন এবং মূল্যসূচক

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	৩১ ডিসেম্বর ২০০১	৩১ ডিসেম্বর ২০০২	৩১ মার্চ ২০০৩
১।	**মোট তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা**	১৭৭	১৮৩	১৮৫
	ক) কোম্পানী	১৬৩	১৭০	১৭২
	খ) মিউচুয়্যাল ফান্ড	১০	১০	১০
	গ) ডিবেঞ্চার	৪	৩	৩
২।	**তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজেরপরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন টাকা)**	২৯৫০৫	৩০৯১৫	৩১০৫৫
	ক) কোম্পানী (মিলিয়ন টাকা)	২৯০৪৪	৩০৫০৭	৩০৬৪৭
	খ) মিউচুয়্যাল ফান্ড (মিলিয়ন টাকা)	২৯৫	২৯৫	২৯৫
	গ) ডিবেঞ্চার (মিলিয়ন টাকা)	১৬৬	১১৩	১১৩
৩।	**তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)**	৫৬৩২৩	৬০৪৬৭	৫৫৪২৩
	ক) কোম্পানী (মিলিয়ন টাকা)	৫৫৬৭৩	৫৯৮১৯	৫৪৭৯৪
	খ) মিউচুয়্যাল ফান্ড (মিলিয়ন টাকা)	৪৯২	৫০৩	৪৮৪
	গ) ডিবেঞ্চার (মিলিয়ন টাকা)	১৫৮	১৪৫	১৪৫
৪।	**শেয়ার মূল্যসূচক***	১৮৩৬.৮৭	১৮৪১.১৪	১৮৪০.৯৯

** সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নির্দেশিত সূত্রানুযায়ী*

সারণি-২

লেনদেন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

মাস	লেনদেন দিবস (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	দৈনিক গড় লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)
২০০২			
অক্টোবর	২৫	১৭১৬	৬৯
নভেম্বর	২৪	৭৫৩	৩১
ডিসেম্বর	২০	৪১০	২১
২০০৩			
জানুয়ারি	২৬	৫৬২	২১
ফেব্রুয়ারি	২০	৩৮২	১৯
মার্চ	২৫	৫৪৪	২২
মোট	১৪০	৪৩৬৭	

Method) তে 'এ' ও 'বি' শ্রেণীভুক্ত কোম্পানীসমূহের সমন্বয়ে ২৪ নভেম্বর ২০০১ থেকে সিএসই 'ট্রেড ভলিউম ওয়েটেড ইনডেক্স' (Trade Volume Weighted Index) নামে একটি নতুন সূচক চালু করে যার ভিত্তিসূচক হচ্ছে ১৮৩৬.৭৩ পয়েন্টস। এ পদ্ধতি নির্ণীত সূচকে 'জেড' শ্রেণীভুক্ত কো পানীসমূহকে বাদ দেয়া হয়েছে। মার্চ ২০০৩ শেষে নতুন পদ্ধতিতে নির্ণীত 'ট্রেড ভলিউম ওয়েটেড ইনডেক্স' ১৮৪০.৯৯ পয়েন্টস-এ দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, ১ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে ১০০০ কে ভিত্তি ধরে নতুন সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক চালু করা হয়েছিল।

৩১ মার্চ ২০০৩ সাল পর্যন্ত গত দু'বছরে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের প্রধান প্রধান দিকগুলো সারণি-১-এ দেয়া হলো।

অক্টোবর ২০০২ থেকে মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণি-২-এ দেয়া হলো।

বাসমুদ্র-২০০২/২০০৩—৫৭০এক্স—১,৩০০ বই, ২০০৩।